টাইগার বাই দ্য টেল

জেমস হেডলি চেজ

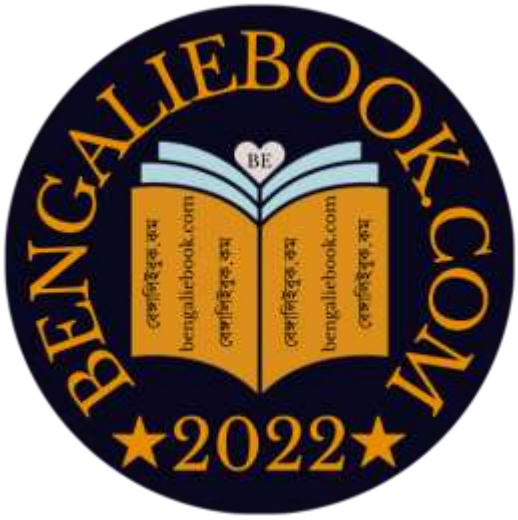

সূচিপত্র

এক মনে ফুটপাথ ধরে.....2

দরজায় কলিংবেল বাজল.....44

কলিংবেল টেপার পরে.....72

কলিং বেল বাজার শব্দ.....93

অন্যের ব্যাপারে নাক গলিয়ে.....115

এক মনে ফুটপাথ ধরে

০১.

কেন্ হল্যান্ড এক মনে ফুটপাথ ধরে হেঁটে যাচ্ছিল। মেয়েটি তার আগে আগে হেঁটে যাচ্ছিল। পরণে সাদা সিফনের ফ্রক, ছিপ ছিপে গৌরবর্ণ, লম্বা। কে মেয়েটির মন্থর গতিতে চলা নিবিষ্ট মনে দেখতে লাগল। সে কোনদিনও মেয়েদের শরীরের দিকে এভাবেনজর দেয়নি যতদিন থেকে তার অ্যানের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ততদিনের মধ্যে। কে নিজেকে প্রশ্ন করল, আমার একি হল? আমি যে খারাপ হয়ে যাচ্ছি পার্কারের মতই। একটা সন্ধ্যে মেয়েটার সঙ্গে কাটানো খুব রোমাঞ্চকর ব্যাপার একথা সে মনে মনে ভাবল, পূর্ব স্বগতোক্তির পরেই। মন সেই জিনিসের জন্য কষ্ট অনুভব করে না, সে জিনিস চোখে দেখা যায় না পার্কার একথা প্রায়ই বলে। ঠিক কথাই। অন্য মেয়েদের দিকে গিলে খাবার মত চোখ করে তাকায় একটু আধটু ফষ্টিনষ্টি প্রতিটি বিবাহিত লোকই করে। অ্যান এসব কথা জানতেও পারবে না। কেন সেই বা তাকাবে না?

কেন্ বহু চেষ্টা করে মনটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিল, কারণ অ্যান সেদিন সকালেই তাকে চিঠি লিখেছে। সে জোর করে মনের রাশ চেপে ধরল, কারণ মেয়েটা রাস্তার ওপারে গিয়েই চোখের আড়াল হয়ে গেল। কবে নাগাদ অ্যান ফিরতে পারবে তার ঠিক নেই একথা সে চিঠিতে লিখেছে। অ্যান মায়ের কাছে গেছে পাঁচ সপ্তাহ আগে, অ্যানের মায়ের অর্থাৎ কেনের শাশুড়ীর শরীর তখনও সারেনি। সে নিজের মনে বলল বুড়ি

শাশুড়ীদের এতদুরে থাকার কোনও মানে হয় না। জামাইদের দূরবস্থার একশেষ হয়,কারণ মায়েদের শরীর খারাপ হলে মেয়েদের গিয়ে দেখাশুনা করতে হয়। নিজের সবকিছু নিজেকেই করে নিতে হবে, যতদিন বৌ শাশুড়ীর কাছ থেকে না ফেরে। অ্যান কাছে না থাকায় সে চোখে সর্ষেফুল দেখছে। এখন কেনের মনে হচ্ছে পাঁচ সপ্তাহ যেন পাঁচ মাস। কেন যখন অফিসের স্টাফ ফ্লোকরুমে ঢুকলো। পার্কার বলে উঠল, এই যে এলেন বিয়ে করা ব্যচেলর! সে টাইয়ের গিট ঠিক করছিল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, প্রশ্ন করল কবে ফিরছে অ্যান?শাশুড়ীর শরীর এখনো ঠিক হয়নি, কেউত্তর দিল, ও কবে ফিরবে অ্যানই জানে। পার্কার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তোমাকে দেখে মাঝে মাঝে আমার হিংসা হয়। একেক সময় মনে হয় আমার মত খুশী বোধ হয় আর কেউ হবে না, যদি আমার বউ মাস খানেক গিয়ে কোথাও থাকে। তখন আমি ওর ওপর ভীষণ রেগে যাই, চৌদ্দ বছর বৌয়ের সঙ্গে ঘর করার পরও একথা মনে হয়। কেন যে এই ফাঁকে জমিয়ে ফুর্তি করে নিচ্ছনা। আরে ভাই, তুমিতো এদিক দিয়ে ভাগ্যবান, আয়নায় নিজের চিবুকটি ভাল করে দেখতে দেখতে পার্কার মন্তব্য করল। কেন পার্কারকে ধমকে উঠল, তুমি বাজে আলোচনা থামাবে কিনা?

পার্কার তার পেছনে লেগে আছে, যখন থেকে অ্যান তার মায়ের কাছে গেছে। পার্কার তাকে নাছোড়বান্দার মত অনুরোধ করে, হয় কোন বান্ধবীর সঙ্গে সে ফুর্তি করুক না হয় রোজ রাতে কোন নাইট ক্লাবে যাক।তোমায় একটু সতেজ করা দরকার, পার্কার বলে উঠল, তুমি অল্প বয়সে ফুরিয়ে যাচ্ছ। সীগাল হল তোমার জন্য একমাত্র উপযুক্ত স্থান। ওটা খুব ভাল জায়গা, বুড়ো হেমিংওয়ে বলেছিল। সেখানে ভাল ভাল মেয়ে সস্তায় মেলে, মদও সস্তা, ভাল ভাল খাবারও সুবিধাজনক দামে পাওয়া যায়। আমি নিজে এখনও যাইনি। শরীর-মন দুটোই ভাল থাকে একথা সর্বৈব সত্য যদি মুখ বদলানোর মত অন্য

মেয়েছেলে নিয়ে মাঝেমধ্যে ফুর্তি করা যায়। কেন বলল, আমায় নিয়ে টানাটানি কোরো না, তুমি রোজ অন্য মেয়েছেলে জুটিয়ে মজা লুটো, কারণ তোমার এ ব্যাপারে প্রচুর শখ আছে। আমি বেশ সুখে আছি, একজনকে নিয়েই।

বেলা বাড়ার পর ভেতরে ভেতরে কে একটা প্রচণ্ড তাগিদ অনুভব করতে লাগল সীগালে যাবার জন্য। মুখে অবশ্য পার্কারকে একথা বলল। এই চঞ্চলতা একসপ্তাহ ধরেই তাকে ব্যতিব্যস্ত করছে একথা সত্য। দরজায় দাঁড়িয়ে প্রত্যহ অ্যান তাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাত বিয়ে হওয়ার পর থেকেই যখন সে অফিস থেকে ফিরত।

কেনের মন খুশীতে ভরে উঠত, অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময় যখন সে অ্যানের চেহারাটা কল্পনা করত। সব বদলে গিয়েছে এই পাঁচটি সপ্তাহে। এখন একঘেয়ে ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, ক্লান্ত দেহমন নিয়ে প্রত্যহ খালি বাংলোয় ফিরে আসা। সুন্দরী পণ্যা মেয়েদের ভিড়, উজ্জ্বল নিয়ন আলোয় নাচগান খানাপিনা সবই চলছে সীগাল নাইট ক্লাবের ভেতরে, পথে যেতে যেতে বহুদিন তা কেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সে ভেতরে একদিনও ঢোকেনি সাহসের অভাবে। তার পক্ষে অশোভনীয় ওখানে যাওয়া, কারণ সে একজন ব্যাংকের পদস্থ অফিসার। নিজে নিয়ন্ত্রণে মনটাকে ফিরিয়ে আনতে চাইল জোর করে যখন সে লাঞ্চে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিল। একা বাড়ি গিয়েই সে সময় কাটাবে যতই অপ্রীতিকর লাগুক। ঠিক দেখা হয়ে গেল পার্কারের সঙ্গে যখন সে টুপি আনতে যাচ্ছিল ফ্লোকরুমে। পার্কার জিজ্ঞাসা করল, মনস্থির করেছ? তোয়ালেতে পার্কার তখন ভেজা হাত মুছছিল। বল কি করে সময় কাটাবে আজ রাতে? কাজ চালাবে নাকি কোন বান্ধবী টাইপের মেয়েকে দিয়ে অথবা গান গেয়ে, মেয়েছেলে নিয়ে মদ খেয়ে ফুর্তি

করবে? একটু হেঁটে দিতে হবে লনের ঘাসগুলি, কারণ ওগুলো বড় হয়েছে কেন্ উত্তর দিল, সোজা বাড়ি ফিরব অফিস থেকে।

সন্ধ্যেটা উনি মাটি করবেন ঘাস ছেটে আর বৌ বাপের বাড়ি গিয়ে বসে আছে। পার্কার গম্ভীর মুখে বলল। আর কিছু তোমার বলার নেই। কেন তুমি ভুলে যাচ্ছ, তোমার নিজের প্রতি একটা কর্তব্য আছে হল্যান্ড, একথা তোমায় সিরিয়াসলি বলছি, এমন ভাল সুযোগ আর কোথায় পাবে? এর পর বৃদ্ধ-অথর্ব হয়ে যাবে। চুটিয়ে ফুর্তি করে নাও যে কদিন সুযোগ পাচ্ছ। বয়স তোমার আর বাড়বেনা দেখছি, কে মৃদু তিরস্কারের সুরে বলল। ছেলেমানুষী কোর না চুপ কর পার্কার। কবরের নীচে যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে আমার যখনই বুঝব–তখন বাড়ি ফিরে ঘাস ছাটার চিন্তা করবো-পাকার উত্তর দিল, আমার যেন বয়স আর না বাড়ে ঈশ্বরের কাছে তাই প্রার্থনা করি।

অফিস থেকে কেন্ যখন বেরোল মন তখন তার দোটানায় পড়েছে। আলোড়ন তুলতে লাগল তার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে যে কথাগুলো পার্কার বলেছে। সে যদি এভাবে চলে সত্যিই বুড়িয়ে যাবে। জীবন তো সামনের দিকেই এগোচ্ছে। এমন কি অপরাধ হবে আজ রাতে যদি সে সীগাল থেকে ঘুরে আসে? জানতেই পারবে না অ্যান কিছু। সে ওখানে আজ যাবেই, ভাবতে ভাবতে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল কে।

মেয়েদের সঙ্গে প্রমোদ করবে, মদ খাবে, তারপর তাজা মন নিয়ে বাড়ি ফিরে আসবে। নাইট ক্লাবে গিয়ে ফুর্তি করা ঢের ভাল, ভূতের মত একা একা ফাঁকা বাংলোয় সময় কাটানোর থেকে।

কেন্ পার্কারকে বাড়ি নিয়ে এল অফিস ছুটির পর। বুঝলে কে, বিয়েটা করে ঠিক করেছি কিনা এখনো বুঝতে পারছি না, পার্কার বলল আরাম করে চেয়ারে বসার পর। বৌয়েরা বুঝতেই চায়না যে আমাদেরও কোন স্বাধীনতা বলে বস্তু থাকতে পারে। হুইস্কি গ্লাসে ঢেলে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে কেন্ বলল, আবার বকবক শুরু করলে? পার্কার গ্লাসটা কেন্ত্রে হাত থেকে নিয়ে জানতে চাইল, কতদিন হল অ্যান বাপের বাড়ি গিয়েছে?

কেন্ উত্তর দিল পাঁচ সপ্তাহ হবে। পার্কার জানতে চাইল তোমার শ্বাশুড়ীর কি হয়েছে। তার অসুখটা কি ধরণের। বেশী বয়েস হলে মানুষের যে সব উপসর্গ দেখা দেয় সেই রকম কিছু বোধ হয় কেউত্তর দিল। আবার বলল একমাস এরকম চলবে মনে হয়। বাইরের কেউ জানতে পারবে, শুধু তুমি আর আমি জানব পার্কার এক চোখ টিপে প্রশ্ন করল, আজ রাত্রে একটু শরীরের আনন্দ উপভোগ করবে নাকি?

কেন্ বলল, আমি ঠিক তোমার কথা ধরতে পারছি না। এক মেয়েমানুষের কাছে গিয়ে আমি সন্ধ্যেটা কাটাই, তোমাকে খুলে বললাম, পার্কার বলল। এসব ব্যাপার আমার স্ত্রী কিছুই জানে না। মেয়েমানুষটার কাছে আমি তখনই কাটাই যখন আমার স্ত্রী বাপের বাড়িতে ওর মাকে দেখতে যায়। পার্কারের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল কেন্। তার বাক্যস্ফুর্তি হচ্ছিল না। আমায় এ রাস্তা বাতলে দিয়েছে হেমিংওয়ে, পার্কার সহাস্যে বলল।

কোন ভয় পেয়ো না, জানাজানি হবে না তোমার কোন কিছু।

মেয়েটির ব্যবসা হল তাদেরই সঙ্গ দেওয়া যারা একা একা মাল খেয়ে সন্ধ্যের পর সময় কাটায়, ঠিক তোমারই মত। বাড়ি ফেরার আগে ওকে অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দিলেই হবে, যদি তুমি ওকে নিয়ে সন্ধ্যের পর কোথাও বাইরে আনন্দ করে আস। নির্ভয়ে ওর অ্যাপার্টমেন্টে বসে সময় কাটাতে পার যদি বাইরে কোথাও না যেতে চাও। কেউ ঘুনাক্ষরেও জানতে পারবে না। ওখানে সবরকম ব্যবস্থাই আছে তোমাকে খুশী করার মত। বলে পার্কার পার্স খুলল। এই নাও, এখানে ওর নাম ঠিকানা ফোন নং সব লিখে দিলাম, পার্স থেকে একটা কার্ড বের করে উল্টো পিঠে মেয়েটার নাম ঠিকানা লিখে দিয়ে পার্কার কেনের সামনে রেখে দিল।

ওর নাম কে কার্সন। পার্কার বলল তুমি যাবার আগে একবার ফোন করে যেও। তুমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাও আগে একবার ফোনে জানিয়ে দেবে। তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবে ফোন করার পরে। তোমার ঠিক পুষিয়ে যাবে, ওর দর একটু বেশী। ফায়ারপ্লেসের দিকে কার্ডটা ছুঁড়ে মারল কে, বলল ওসব আমার দরকার নেই। সিনেমা দেখে এসো ওকে নিয়ে আজ রাতে। পার্কার চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বলল, বোকামী করছ কেন? ভবিষ্যতে কাজে লাগবে কার্ডটা তুলে রাখ। ঘর ছেড়ে বিদায় জানিয়ে বের হয়ে গেল পার্কার। রিভার সাইড ৩৩৩৪ লেখা কার্ডটা তুলে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখল কে উঠে গিয়ে। ফায়ার প্লেসের আগুনের মধ্যে কুটি কুটি করে কেন্ কার্ডটা ছিঁড়ে ফেলে দিল কিছুক্ষণ উল্টে-পাল্টে দেখার পর। নব ঘুরিয়ে রেডিও চালাল, আরাম কেদারায় বসে আরো দু-এক টোক হুইস্কি গলায় ঢালল, চেয়ারে রাখা কোটটা তুলে নিয়ে শোবার ঘরে চলে আসার পর। কেন্ নব ঘুরিয়ে রেডিও বন্ধ করে দিল, গুরুগম্ভীর ভাষণ শোনা যাচ্ছে রেডিওতে হাইড্রোজেন বোমার বিপদ সম্পর্কে। ভাষণ দিচ্ছেন কোন এক বিশেষজ্ঞ। বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল জানালা দিয়ে। কখন বিদায় নিয়েছে তার ভিতরের ইচ্ছাটা,

লনের ঘাস ছাটার বিষয়ে। রিসিভার তুলল, কে কিছুক্ষণ, ইতস্ততঃ করার পর। ৩৩৩৪ রিভার সাইড, মনে আছে তখনও ফোন নম্বারটা। একটি মেয়ের গলা ভেসে এল উল্টোদিক থেকে হ্যালো? কে জানতে চাইল, মিসেস কার্সন নাকি?

আপনি কে বলছে? ঠিক বুঝতে পারছি না তো, মেয়েটি বলল।

কেন্ বলল, আমার এক বন্ধু আপনার পরিচয় দিয়েছেন আপনি আমার নাম বললে চিনতে পারবেন না।

মেয়েটা হেসে বলল, ও বুঝতে পেরেছি। আসতে চান আমার কাছে? কেন বলুন তো এত লজ্জা পাচ্ছেন?

ঠিকানাই তো আপনার জানি না, কে বলল, যেতে তো চাইই। গাড়ি আছে আপনার সঙ্গে মেয়েটি জানতে চাইল। বলল, আমি একেবারে ওপরের তলায় থাকি।

কেন্ উত্তর দিল হ্যাঁ গাড়ি আছে আমার। যেখানে গাড়ি রাখবেন সেখানে কোণের দিকে একটা পার্কিং প্লেস আছে, আমি যে বাড়িটায় থাকি। মেয়েটি বলল, গাড়ি বাইরে রাখবেন না। আমি আসছি না নাগাদ কে বলল।

ওপরে সোজা উঠে আসবেন, সদর দরজা খোলা আছে দেখবেন আমি অপেক্ষায় থাকব। ছটা নাগাদ দেখা হবে, এবার ফোন ছাড়লাম।

মুখ মুছল কেন্ রুমাল বার করে। এখন কি করবে, কে ভাবল বাইরের ঘরে এসে। একদিনের তো ব্যাপার, গিয়ে দেখাই যাক না, নিজের মনেই বলল কে, বেশ কিছুক্ষণ দোটানায় কাটানোর পর। থর থর করে কাঁপছে তার হাত অনুভব করল যখন সে টাকা গুণতে লাগল পার্স থেকে গায়ে কোট চাপানোর পরে।

.

০২.

সদর দরজা খোলা দেখল কে যখন সে পঁচিশ নম্বর বাড়ির সামনে দাঁড়াল লেসিংটন অ্যাভিনিউতে পৌঁছে। প্রবেশ করল ভিতরে নির্দ্বিধায়।

মেক্রিস্টি, গে হর্ডান, ইউ বার্কলে, গ্লোরে গোল্ড, কেকার্সন, সব নাম লেখা বাসিন্দাদের, লেটার বক্সের গায়ে একতলায় সারি দিয়ে।

কেন্ বুঝতে পারল না আর এগোনো ঠিক হবে কিনা, হঠাৎ তার নার্ভ ফেল করল সেইতস্ততঃ করতে লাগল একমুহূর্ত। ঘরে ফিরে যাই ঘরের ছেলে, ভেতরে ঢুকে কি হবে, নিজের মনেই একবার বলে ফেলল। আর যথেষ্ট নেশা হয়েছে কেন্ তা বুঝতে পারছে, হয়ত ফিরেই যেত যদি না সে হুইস্কি খেত বাড়ি থেকে বেরোনোর আগেই। একথা একদম সত্যি। বল ফিরে এল তার মনে, ততক্ষণাৎ, মনে পড়ল তার পার্কারের অভয় বাণী। কোন কারণ নেই তার এত ভাবনার, যেহেতু রোজই পাকার মেয়েটার কাছে আসে। উপরে উঠতে লাগল কে সাহসে ভর করে। থমকে সে দাঁড়িয়ে পড়ল, দরজা খোলা এবং বন্ধ হবার শব্দ পেয়ে, যখন সে বেশ কয়েকটি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে

গেছে। আবির্ভাব হল এক ব্যক্তির, সিঁড়ির মাথার একটু আগেই, ফিরে চলে যাই সে ভাবল।

একহাতে ঘন লোমওয়ালা একটা পিকনিজ কুকুর ধরা, অন্য হাতে একটা টুপি, টাক পড়তে শুরু করেছে মাথায়, মোটা-বেঁটে একটি লোক সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে, এমন একটি লোকের সঙ্গে তার দৃষ্টি বিনিময় হল।

আমি নামব পরে, আপনি, আগে উঠে যান লোকটি বলল নরম মেয়েলী গলায়, পিছিয়ে গেল কেকে উঠতে দেখে। জিজ্ঞেস করল কেকে আমার সঙ্গে কি আপনি দেখা করতে এসেছেন?

কেন্ উত্তর দিল, না উপরতলায় যাব আমি। সে এসে দাঁড়াল লোকটার পাশে আরও কয়েকধাপ উঠে। জানোয়ারটা বেশ চমৎকার দেখতে তাইনা? লোকটি বলল কুকুরের গায়ের ঘন লোমে হাত বুলিয়ে। সোনার কাপ পেয়েছে ডগ শোতে এ মাসে, লোকটি জানাল।

কেন্ বলল অস্বস্তি ভরা গলায়, হ্যাঁ খুবই চমৎকার দেখতে আপনার কুকুরটি। কেনের দিকে কুকুরটা কুতকুতে লাল লাল চোখে তাকাল। কে ওপরে উঠে গেল আর কথা না বাড়িয়ে। পেছন ফিরে তাকাল সে কিছু একটা মনে করে সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছার পর। তারই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে লোকটি,কুকুর কোলে নিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নামেনি সেই মোটা লোকটি তখন পর্য্যন্ত। ফিক্ করে হাসল লোকটি, যখন দৃষ্টি বিনিময় হল কেনের সঙ্গে এক অজানা আশঙ্কায় তার বুকটা কেঁপে উঠল, লোকটির হাসি সে

সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারলনা। মিশে আছে এক নিষ্ঠুর ধূর্ততা লোকটির হাসির মধ্যে। তাকিয়ে রয়েছে কুকুরটা তার দিকে প্রভুর দৃষ্টি অনুসরণ করে, এটা সে লক্ষ্য করল।

কলিং বেল টিপল কেন্, এগিয়ে গিয়ে দেখল সবুজ রংঙের দরজা সামনেই। খুলে গেল দরজা ভেতর থেকে, কলিংবেল টেপার সাথে সাথেই। একটি মেয়ে তার সামনেই এসে দাঁড়াল কে দেখল। সর্বাঙ্গ সুন্দরী মেয়েটি, অবশ্যই গায়ের রঙ ঈষৎ চাপা, সত্ত্বেও। কোনমতেই তেইশ চব্বিশের বেশী হতে পারে না মেয়েটির বয়স,বুঝতে পারল কে একনজরে দেখেই।কাঁধ পর্য্যন্ত নেমে এসেছে মেয়েটির ঘন কালো লম্বা চুল। হাসল মেয়েটি তার দিকে তাকিয়ে।

লাল গাঢ় লিপস্টিক মাখানো তাঁর দুটি পাতলা ঠোঁটে, নীল রংয়ের মনি তার দুটি বড় বড় চোখের। আবার সচল করে তুলল কেরে ভীত-সন্ত্রস্ত স্নায়ুকে যখন মেয়েটি বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি উপহার দিল। মেয়েটি একপাশে সরে দাঁড়িয়ে কেকে বলল, ভেতরে আসুন।

এটা বসার ঘর, ভেতরে ঢুকে চারিদিকে তাকিয়ে কে বুঝতে পারল। ঘরখানা বেশ বড়। বড়কোচ চামড়ার একটা তার সামনে রয়েছে। ফায়ার প্লেস এককোনে রয়েছে। কিছু ফুল সাজিয়ে রাখা আছে ম্যান্টলপিসের ওপর একটা পাত্রে, টেবিলে রেডিওগ্রাম ঢাকা, একটা ডিনার টেবল, বাদাম কাঠের তৈরী, মদের বোতল রাখার একটি ছোট ক্যাবিনেট, একটি টেলিভিশন সেট, একটি রেডিও গ্রাম, আর আছে ঘরে তিনটে বড় আরাম কেদারা।

লঘু পায়ে মেয়েটি এগিয়ে এল ক্যাবিনেটের দিকে, দরজা বন্ধ করে দিয়ে, যেখানে মদের বোতল রাখা আছে। মেয়েটির কোমরের তলদেশ হাঁটলে দোলে, কে লক্ষ্য করল। কেরে প্রতিক্রিয়া কি হয় আড়চোখে মেয়েটি তা দেখতে লাগল। ভাল করে বসে আরাম করুন। ভেবে নিন এটা আপনার নিজের বাড়ি মেয়েটি বলল, এত জড়সড় হয়ে বসে আছেন কেন? আমি আপনার কোন ক্ষতি করবনা। কোন ভয় পাওয়ার কারণ নেই আমাকে দেখে। আমি আসলে এ সব জায়গায় আসতে অভ্যস্ত নই। তোমায় দেখে মোটেই ভয় পাচ্ছি না। এ সব জায়গায় কেনই। বা আসতে যাবে আপনার মত লোক, একথা সত্য, খিলখিল করে হেসে উঠে মেয়েটি বলল। কোন প্রয়োজন নেই আপনার আমাদের মত মেয়েদের কাছে এসে।

বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হয়েছে বুঝি? আসল ব্যাপার খুলে বলুন তো, মেয়েটি জানতে চাইল। ঠিক তা নয়, কে বলল, মেয়েটির হাত থেকে গ্লাস নিয়ে তার দুকান তেতে ঝাঝা করতে লাগল। হঠাৎ মুখ ফসকে প্রশ্নটা বেরিয়ে গেছে, এ কথা জানতে চাওয়া আমার উচিৎ হয়নি, মাপ করবেন, মেয়েটি গ্লাস হাতে এসে তার পাশে বসে বলল। আমার মোটেই ব্যক্তিগত ব্যাপার জানতে চাওয়া উচিৎ হয় নি। মেয়েটি আরও বলল আপনার মত কেউ, আমার এখানে আসে না, সেজন্য প্রশ্ন করলাম।

কেন্ খুব খুশী হল মেয়েটির স্পষ্টবাদীতায়। বেশ চনমনে হয়ে উঠল তার মেজাজটা মদে চুমুক দিয়ে।

ধীরে ধীরে তাকে আকৃষ্ট করছে মেয়েটির, হাবভাব চলা ফেরা। এর মত সুন্দরী নয় তবে প্রায় এ রকমই দেখতে একটি মেয়ে তাদের ব্যাঙ্কে কাজ করে। তার যেন মেনে নিতে

কষ্ট হচ্ছে যে মেয়েটি পণ্যা। মেয়েটি জানতে চাইল, এক পায়ের উপর আর একটি পা ভাঁজ করে বসে, খুব তাড়া নেইতো আপনার?

ঠিক গুছিয়ে উত্তর দিতে পারল না কে, আমতা আমতা করে বলতে লাগল, না মানে, ঠিক তা নয়।

এখানে যারা আসে তারা যেমনি হুটপাঠ করে আসে তেমনি লুটপাঠ করে চলে যায় তাই জানতে চাইছি, আপনি কি এখানে কিছুক্ষণ থাকবেন? মেয়েটি বলল। তারা সবাই তাড়াতাড়ি চলে যায় হয়ত বাড়িতে বৌয়ের কথা ভেবেই, মেয়েটি বলল ওরা এ ভীষণ ঘেন্না হয় আমার।

সবাই যে কারণে আসে আমিও সে কারণেই এসেছি, বহুকষ্টে কে আস্তে আস্তে বলে ফেলল। প্রথমে বলল, আমি মানে ইয়ে।

টাকা পয়সার কথাটা আগে সেরে ফেলি কেমন, যা আশা করে এসেছেন তা নিশ্চয়ই পাবেন, মেয়েটি একপলকে তার মুখের দিকে তাকিয়েই বলল, এবং একটু হাসল। কি, খুব বেশী হবে কি? আমি কুড়ি ডলার করে নিই। দশ ডলারের দুটি নোট কেন্ পার্স খুলে বের করে তার হাতে দিল এবং বলল মোটেই বেশী না।

চল আমরা বাইরে থেকে ঘুরে আসি, মেয়েটি নোট দুটি নেবার পর কে বলল। মেয়েটি জানতে চাইল, কোথায় যাবেন বলুন। আমি চাইনা কোন চেনা জানা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যা কে বলল, ভেবেছিলাম নাইট ক্লাবেই যাব। আমি আপনাকে রু রোজে নিয়ে

যাচ্ছি, মেয়েটি বলল, সে নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। আমি বাজী রাখতে পারি যে ওখানে আপনার কোন চেনাজানা বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবেনা।

কেন্ বলল, তুমি তৈরী হয়ে এস, ঠিক আছে, আমি এখানে অপেক্ষা করছি। সবাই যা হোক ছোঁক করে তা বলার নয়, আপনার মত অদ্ভুত মানুষ আমি আগে দেখিনি, মেয়েটি একথা বলল। কেন আপনি এত লাজুক? কি কারণ এত সঙ্কোচের?

কেন্ অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, তুমি যাও ও কিছু নয়। সাজ-সজ্জা করে মেয়েটি অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তৈরী হয়ে এল। মেয়েটি বলল, আমায় চুম্বন কর, দুহাতে তার গলা জড়িয়ে ধরল। এখনও অনেক সময় আছে, কেরে দিকে তাকিয়ে বলল, কেনের ঠোঁট মেয়েটির ঠোঁটে গাঢ় হয়ে চেপে বসল। বাইরে বাতাস জোরে বইছে।

মেয়েটি ট্যাক্সিতে যেতে যেতে কেকে প্রশ্ন করল। নাচতে সে ভালবাসে কিনা? তুমি কি নাচতে খুব ভালবাস কে জিজ্ঞাসা করল। আমি নিশ্চয়ই ভালবাসি? কোথা থেকে কি হয়ে গেল, আমার কপাল পুড়ল, একসময় নাচই ছিল আমার প্রধান জীবিকা, মেয়েটি উত্তর দিল, সেজন্য নাচ আমার খুবই প্রিয়।

আমার নাচের পেশা শেষ হয়ে গেল যখন, আমার নাচের পার্টনারকে হারালাম। আগে রোজই আমি নাচতাম রোজ ক্লাবে, এখন সেখানেই যাচ্ছি।

কেন্ জানতে চাইল, তোমার নৃত্যসঙ্গীর খবর কি?

সে গম্ভীর ভাবে বলল, ও আমায় ছেড়ে চলে গিয়েছে কোন একজনের সঙ্গে বেশীদিন টিকে থাকতে ও অভ্যস্ত ছিল না। তোমার নীচের তলায় একজন মোটা মতন ভদ্রলোক থাকেন উনি কে? কে প্রসঙ্গ পালটে প্রশ্ন করল, সে বুঝতে পারলনা জেনে মেয়েটির ব্যথার জায়গায় আঘাত করেছে। আমি তারই কথা বলছি যিনি পিকনিজ কুকুর নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কে নাক কুঁচকে বলল, ওর কথা আর বোলোনা লোকে ওকে যাচ্ছেতাই বলে। তুমি তাহলে ওকেই দেখেছে। কোন না কোন অজুহাতে ও পথ আটকে দাঁড়াবে, সিঁড়ি দিয়ে নামা ওঠার সময় দেখা হলেই, ওর নাম র‍্যাফায়েল সুইটি। কুকুরকে নিয়ে গাল-গল্প জুড়ে দেবে। কথা বলার ছুতোর ওর অভাব নেই। দুজনে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নেমে পড়ল, ট্যাক্সি যখন ব্লু রোজের সামনে এসে দাঁড়াল।

খুব জোরে বাজ পড়ল কাছাকাছি কোথাও, সঙ্গে সঙ্গে আকাশে বিদ্যুৎ চমকালো কে যখনই দরজার বেল টিপল। শুনতে পেলে? চমকে উঠে সেই শব্দ শুনে জিজ্ঞেস করল কেন্।

বাতাস ঠাণ্ডা হবে জোরে বৃষ্টি নামলে, আকাশ সন্ধ্যে থেকেই মেঘাচ্ছন্ন, বেশ ভাল লাগবে কে উত্তর দিল।

গুড ইভনিং-মিস কার্সন, একটি লোক দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে বলল। খুব ব্যস্ত নাকি? কে বলল–গুড ইভনিং জো।

আপনার টেবিল খালি আছে ভেতরে যান মিস কার্সন, লোকটি আপাদ মস্তক কেনের দিকে নিরীক্ষণ করে বলল, কে বলল, আমি একটু ব্যস্তই আছি। বিশাল ঘরের

এককোণে একটি টেবিলের ধারে দুজনে মুখোমুখি বসল যখন কেকে সঙ্গে নিয়ে ঘরের চারিদিকে কেন্ এতক্ষণে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল। সে চায়না কারো সঙ্গে তার দেখা হয়ে যাক্ সেই কারণে তার চোখে মুখে অস্বস্তির ছাপ ফুটে উঠেছে। কেনের মত একজন উচ্চপদস্থ ব্যাঙ্ক কর্মচারীকেকারও চেনার কথায়, এখানে যারা আসে তাঁরা সবাই মজালুঠতে আসেতারা অন্য জগতের বাসিন্দা,এখানে মজালুঠতে এসেছে, সুতরাং তার চিন্তাই অমুলক। কে ভাল করে পর্যবেক্ষণের পর বুঝতে পারল।

কেনের বুঝতে বাকী রইল না, তাদের আয়ের পথও খুব ভদ্র নয় এবং প্রত্যেকেই এরা অসংযত জীবন-যাপন করে। দরজা ঠেলে এক স্বাস্থ্যবান নিগ্রো ঘরের ভেতর এসে দাঁড়াল। কে ওয়েটারকে দুপেগ মার্টিনি অর্ডার দেবার পর, তারপর দরজার দিকে তাকাল। ডানচোখের নীচে একটা বড় কাটা দাগ গাল পর্য্যন্ত নেমে এসেছে, এমন একটি নিগ্রো যুবক তাঁর দৃষ্টি কেড়ে নিল যুবকটির মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, এবং তার উচ্চতা প্রায় ছফিট। কে নিগ্রো যুবকটিকে লক্ষ করে বলল হ্যালো স্যাম। অনেকগুলো সোনা বাঁধানো দাঁতে হাসল নিগ্রো যুবকটি কে কে দেখতে পেয়ে, কে লক্ষ্য করল।

কে বলল, ওর রাম, স্যাম ভার্সি এই বার আর রেস্তোরাঁর মালিক। বছর পাঁচেক আগের কথা, অল্প কিছু টাকা পুঁজি নিয়ে স্যাম এই রেস্তোরাঁটা খুলেছিল। ও একসময় জো লুইয়ের বক্সিং পার্টনার ছিল।

এত জাঁকজমক ছিলনা আগে যখন আমি প্রথম এখানে নাচতে শুরু করি। স্যামের সম্বল ছিল একটা পিয়ানো, আর অল্প কয়েকটা টেবিল চেয়ার, টিমটিম করে আলো জ্বলত।

স্যাম, আজ প্রচুর টাকার মালিক, কি বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে, কে সংবাদটা জানাল।

কেন্ বলল লোকটাকে দৈত্যের মত দেখতে। কে উঠে দাঁড়াল, ওয়েটার মার্টিনী দিয়ে যেতে এক টোক গলায় ঢালার পর, চল রেস্তোরাঁয় যাওয়া যাক্। আমার খুব খিদে পেয়েছে। কেকে উদ্দেশ্য করে কে বলল।

একটি অপূর্ব সুন্দরী যুবতী খাওয়া শেষ করে শ্লথ গতিতে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, বেঁস্তোরায় বসে প্রন ওমলেট খেতে খেতে কে নজরে পড়ল। একরাশ সোনালী চুল মাথার ওপর চুড়ো করে বাঁধা। দুধের মত শ্বেতবর্ণ মেয়েটি, তার পরিধানে লো কাট ইভনিং গাউন। পান্নার মত সবুজ মেয়েটির চোখের রঙ, তাও লক্ষ্য করল কেন্। কেনকে সম্মোহিত করে ফেলল এক অদ্ভুত মোহ।

কেন্–কে কে নীচু স্বরে প্রশ্ন করল, মেয়েটিকে চেনো? কে, গম্ভীর স্বরে জবাব দিল, ওর নাম গিল্ডা ডোরম্যান, ভাল ভাবেই চিনি। আমার জীবনের এই পরিণতি হতনা, যদি ওর মত গানের গলা আর সুন্দর চেহারা হত। কে খাওয়া শেষ করে বলল, এবার একটু নাচা যাক এস। কে বলল, আমার কপাল পুড়েছিল ওই গিল্ডার জন্য। চমৎকার দেখতে ওকে তাইনা? নামকরা গণিকা ও, এই শহরের। তোমার সঙ্গে একটু নাচি এস, ও সব প্রসঙ্গ থাক্। কে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল। কে ফেরার সময় ট্যাক্সিতে, কের সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে বসে বলল, কোনদিন ভুলবনা আজকের এই সন্ধ্যার কথা! মায়াময় হাসি উপহার দিয়ে কে তার দিকে চোখ তুলে তাকাল, এবং জানতে চাইল কে এখনই বাড়ি ফিরে যাবে কিনা?

কেন্ বলল– না, আমি মনস্থির করে ফেলেছি, এখুনি বাড়ি ফিরবনা। তুমি নিশ্চয়ই বিবাহিত তাই না? কে জানতে চাইল এবং বলল চল বাড়ি যাই। আমি, নিশ্চিত বলতে পারি, তোমার স্ত্রী এখন বাড়ি নেই এজন্য বাজি ধরছি। কেন প্রশ্ন করল, একথা জানার কোন প্রয়োজন আছে কিনা? কে অনুতপ্ত গলায় বলল, ওকথা বলা আমার উচিৎ হয়নি। কিছু মনে করো না। আজকের এই সন্ধ্যার কথা আমিও কোনদিন ভুলব না। এক নতুন ছন্দ এনে দিলে তুমি আমার জীবনে অবশ্যই যদিও কয়েক মুহূর্তের জন্য। আমি জানতে চাইছি, তোমার অন্য কোন বান্ধবী আছে কিনা? আমি তোমায় চিরদিনের মত বেঁধে ফেলব, যদি তুমি অন্য কোথাও বাঁধা পড়ে না থাক। আমি আর একজনের কাছে বাঁধা আছি কে, কে উত্তর দিল। কেন্ অন্য কথা ভাবতে শুরু করল আর কিছু বলল না। হঠাৎ একটি লোক বেরিয়ে এল উল্টো দিকের গলি থেকে, যখন তাঁরা। ট্যাক্সিতে চেপে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আসছিল। লোকটির মাথায় টুপি ছিল না, মুখ চোখ সুশ্রী, পাতলা গঠন, লম্বা গাড়ির হেডলাইটের আলোয় কেন লক্ষ্য করেছিল।

লোকটা যেন আঁধারের বুকে মিলিয়ে গেল হঠাৎ বড় বড় পা ফেলে। কেনের বারে বারে সেই লোকটার কথাই মনে পড়ছিল, যদিও সেই মুহূর্তে তাকে চিনতে পারেনি।

কে কে কেন্ প্রশ্ন করল, এই লাইনে কতদিন আছ? কে তার দিকে বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে বলল, এক বছর। কিন্তু সউপদেশ দিয়ে আমায় দয়া দেখাতে হবে না তোমায় অনুরোধ করছি কে বলল। আমার দুকান পচে গেছে, একথা শুনতে শুনতে যে আমার মত মেয়ের এ লাইনে আসা উচিৎ হয়নি।

কেন্ বলল, একটা কথা বলতে চাই, তবে আমি জ্ঞান দিচ্ছিনা, তুমি কি পারনা ফিরে আসতে নাচ-গানের লাইনে, অবশ্য যদি একটু চেষ্টা কর।

কে উত্তর দিল, আর ফিরে যাওয়ার কোন ইচ্ছে নেই বর্তমানে, যদিও ফিরে যেতে পারি। ভাল পার্টনারের অভাব তার অন্যতম কারণ। কেকে জিজ্ঞাসা করল তুমি কোথায় কাজ করছ? একবার ভাল করে নিরিক্ষণ করল কেন্ উত্তর দেবার আগে। তাকে খুঁজে বের করা বেশ সহজ হবে, যদি সে কোথায় কাজ করে বলে দেয়, কারণ এই শহরে মাত্র তিনটে ব্যাঙ্ক আছে। যারা নিজেদের কর্মস্থলের যাবতীয় খোঁজখবর এই গণিকাদের কাছে দিয়েছে, তারাই ব্ল্যাকমেলের শিকার হয়েছে এবং বিপদে পড়েছে, এমন অনেক লোকের খবর কে জানে।

খুব সতর্ক গলায় কে জবাব দিল, আমি একটা ছোটখাট অফিসে কাজ করি।

তুমি খুব ভয় পেয়েছে আমার প্রশ্ন শুনে, তোমার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, কে উত্তর দিল। তোমার কোন ক্ষতি করব না, ভয় পেয়োনা কে হেসে উত্তর দিল।

তোমার মত ভদ্রলোকের পক্ষে এতটা ঝুঁকি নেওয়া উচিৎ নয়, কে একটু সরে বসে বলল।

কেন্ কিছু উত্তর না দিয়ে চুপ করেছিল।

কি উল্টোপাল্টা বকছ, জোর করে মুখে হাসি টেনে কেন বলল। কে বলল, সত্যি কথাই বলছি, বাইরে সন্ধেটা হঠাৎ একটা অচেনা অজানা মেয়ের সঙ্গে কাটিয়ে গেলে। হয়তো

কোন কারণে মনটা একটু বিষণ্ণ ছিল, ভাল চাকরি কর, তুমি একজন বিবাহিত পুরুষ, না কাজটা ঠিক করনি। একদম অন্য ধরণের মেয়ে আছে সেখানে আমি থাকি। তুমি কোন প্রকারেই মুক্তি পেতে না যদি তাদের কারুর পাল্লায় পড়তে।

আমি নিজের ইচ্ছেতেই এসেছি, তোমার ঠিকানা আর ফোন আমার এক বন্ধু দিয়েছিল। কে কে সম্বোধন করে কে বলল।

কে বলল, বন্ধুটি তোমার বিশেষ উপকার করেনি, ঝুঁকি নেবার আগে পাঁচবার ভাববে যা করবে ভেবেচিন্তে করবে, একথা আমার বাবা সব সময় বলতেন। আমিও তোমায় একই কথা বলছি।

কে বলল, ভুলে যেও একেবারে আজকের রাতের কথা।

ভুলেও যেন আমার কাছে এসো না, ভবিষ্যতে যদি কখনও মন খারাপ হয়। আমি তোমার সঙ্গে কখনই দেখা করব না যদি আস।

ট্যাক্সি যখন কের বাড়ির গেটে এসে থামল। কে ভাড়া মিটিয়ে কের হাত ধরে নেমে পড়ল। পূর্বের সেই ভাল লাগার অনুভূতিটা মুছে গেছে, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে কে বুঝতে পারল। সে কেকে নামিয়ে দিয়ে বাড়ি চলে গেলেই ভাল করত, কে যেন তাকে মনের ভিতর থেকে ইঙ্গিত দিতে থাকল। শীঘ্রই একটা অচিন্ত্যনীয় কিছু ঘটতে চলেছে, কে যেন বুঝতে পারল।

কেন্ পুনরায় সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল কের পিছু পিছু যদিও সে একটা বিশ্রী অস্বস্তি বোধ করছিল।

সে তাদেরই ফেরার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, পথ আটকে পিকনিজ কুকুর কোলে নিয়ে সেই র‍্যাফায়েল সুইটি। তারা তিন তলার ল্যাভিংয়ে পৌঁছেই দেখতে পেল। গরগর আওয়াজ তুলল, কটমট করে লাল লাল চোখে কুকুরটা কেকে দেখে। হেসে র‍্যাফায়েল সরে দাঁড়াল তার আগে কুকুরটিকে ধমকে দিল লিও চুপ।

কুকুরটি ভাবে ওকে এ বাড়ির দারোয়ান রাখা হয়েছে, দেখতে ছোট হলে কি হবে। লোকটি বলল।

ভেতরে ঢুকে পড়ল কে আর কে দরজা খুলে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারলে কে বেঁচে যায়। ওর এখন খুব খারাপ লাগছে। চুম্বন করল কে হঠাৎ এগিয়ে এসে তার গলা জড়িয়ে ধরে মুখে কে কিছু বলতে পারল না, কিন্তু খুব অসাদৃশ্য বোধ করল। জামাটা আমি একটু ভেতরের ঘর থেকে পালটে আসছি, তুমি একটু বোস। কে বলল।

দরজা বন্ধ করে কে ভেতরের ঘরে ঢুকে গেল কে চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরাল। সমগ্র সত্ত্বার উপর তার অস্বস্তি বোধটা চেপে বসেছে। অমার্জনীয় অপরাধ করেছে সে আজ সন্ধ্যায়, একি করে বসল সে ক্ষণিকের উত্তেজনা বশে?

কি বিশ্বাসঘাতকতা করল সে স্ত্রীর প্রতি। জীবনে সে আর অ্যানের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারবে না। অ্যান যদি একথা জানতে পারে। রাত পৌনে একটা বাজে, সে হাতঘড়ি দেখল। আগেই বাড়ি ফিরে যাবে কিনা সে ভাবল। কে ফিরে আসার আগে। এ

প্রান্ত থেকে আকাশের ও প্রান্ত চিরে ফালাফালা করে দিল কেউ, কেনের মনে হল হঠাৎ যখন বিদ্যুৎ চমকাল।

ঘরের জানলার বন্ধ কাঁচগুলো থর থর করে কেঁপে উঠল পর মুহূর্তেই কান-ফাটানো বাজ পড়ার শব্দে। এবার সে কে-কে বলে বিদায় নেবে। শুরু হয়েছে বৃষ্টি, কেন্ উঠে দাঁড়াল আর অপেক্ষা না করে। কোন সাড়া পেল না সে ভেতর থেকে। যদিও সে শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে কে-কে ডাকল। সাড়া দিলনা কেউ ভেতর থেকে। কে, আমি বাড়ি যাচ্ছি, আবার ডাকল সে, কেন্ দরজায় টোকা দিল মিনিট খানেক অপেক্ষা করে। সাড়া মিলল না ভিতর থেকে। এ ঘরের আলোটা হঠাৎ নিভে গেল। পুড়ে গেছে হয়তো ফিউজ। তার ডাকে কেউ সাড়া দিল না, আবার কে ডাকল কে? ভয় পেতে লাগল কে ভীষণ। দরজা মনে হচ্ছে আস্তে আস্তে কেউ ফাঁক করল সামান্য শব্দ সে শুনতে পেয়েছে, এ ঘরে কেউ পা টিপে টিপে ঢুকেছে এইমাত্র শোবার ঘরের দরজা খুলে। তার একথা মনে হল।

কেউ যেন দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে কেন্ স্পষ্ট শুনতে পেল, এ ঘরের দরজা খোলার শব্দ হল তার আগেই,কে পকেট থেকে লাইটার বের করে জ্বালল। তার গায়ের লোম উত্তেজনায়-ভয়ে খাড়া হয়ে উঠল।

সে শোবার ঘরে ঢুকল লাইটার জ্বালিয়ে। দুহাত মাথার ওপর রেখে কে সামনে খাটের বিছানার উপর শুয়ে আছে। রক্তের ঢাল গড়িয়ে পড়ছে মেঝের উপর। কের বুকের বাঁদিকে এক তাজা গভীর ক্ষত, কেন্ কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেল। বিছানা, জামা

সব তার রক্তে ভিজে গেছে। এক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল কের দিকে, নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে তার পা দুটো যেন অসাড় হয়ে গেছে।

হঠাৎ একটা ছোট টর্চ লাইট দেখতে পেল খাটের পাশে টেবিলের ওপর, যখন বিদ্যুৎ বেশ জোরে চমকালো, কে হল্যান্ড তার পূর্বে অন্ধকার ঘরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। টর্চটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিলো কে, ক্ষতস্থান ভালো করে পরীক্ষাকরল,সুইচ টিপে আলো জ্বালার পর।

কেন্ তার নাম ধরে ডাকতেই কের দুচোখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল। তখনও তার সামান্য জ্ঞান ছিল। তারপর মাথাটা ঢলে পড়ল, শিথিল হয়ে গেল তার সারা শরীরের পেশী, হাতের বন্ধ মুঠো খুলে গেল, দুচোখ উল্টে গেল।

কাঁচা রক্ত মাখানো ফলায় এমন একটি বরফ কাটা গাঁইতি কার্পেটের ওপর পড়ে থাকতে দেখল কে যখন সে মেঝেতে টর্চের আলো ফেলল। কে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হল যে কেকে হত্যা করা হয়েছে ঐ অস্ত্র দ্বারা।

কি করা উচিৎ এখন আমার? পুলিসের কাছে গিয়ে সব বলব, নিজের মনেই কে বলে উঠল। পুলিস এই অভিযোগেই তাকে গ্রেপ্তার করবে কেকে সেই খুন করেছে, পুলিস তার কোন কথাই বিশ্বাস করবে না। কেন জানি না একথা পরক্ষণেই তার মনে হল। প্রধান সাক্ষী হিসাবে তাকে খুনের মামলায় জড়াবে, পুলিস তাকে ছাড়বে না যদিও আসল অপরাধী ধরা পড়ে, আর যদি সে পুলিসের সন্দেহের বাইরে ও থাকে। একথা কে মনে হল।

প্রত্যেকেই ব্যাপারটা জানবে, ব্যাংকের কতৃপক্ষ এবং আন। কেরে বুকের ভেতরটা শুকিয়ে গেল কথাটা মনে হতেই। খবরের কাগজের প্রথম পাতার শিরোনাম হয়ে উঠবে কে, যদি তেমন কিছু ঘটে। কেন্, পতিতা খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়ল, কারণ সে লুকিয়ে তার কাছে যেত, স্ত্রী বাপের বাড়ি গেলেই, একথা সবাই বলাবলি করবে। কে যেন তার ভিতর থেকে নির্দেশ দিল পালিয়ে যেতে।

তুমি এখন নিজের কথা ভাব, মৃতার জন্য এখন আর তোমার করার কিছু নেই, যেহেতু কে মারা গেছে। পালাও এখান থেকে যত শীঘ্র সম্ভব।

কেনের বুকটা কেঁপে উঠল তখনই মনে পড়ল, যে তার এখানে উপস্থিতির কোন প্রমাণ আছে কিনা? না, এখানে প্রমাণ রেখে কিছুতেই তার যাওয়া চলবে না, বোকার মত যদিও পুলিসের ভয় আছে। রান্নাঘর থেকে প্রথমে ফিউজ বক্সটা বের করল টর্চের আলো ফেলে। আলো জ্বলে উঠল পুলিসের হাতে তার নাম লেখা টুপিটা পড়লেই সর্বনাশ হত, তাই বসার ঘর থেকে কে টুপিটা নিয়ে এল।

কেন্ রুমাল বের করে ফিউজ বক্সটা ভাল করে মুছে ফেলল। চারটে পোড়া সিগারেটের টুকরো বসার ঘরে অ্যাসট্রে থেকে বের করে পকেটে পুরে ফেলল। চারটে সিগারেট সে ধ্বংস করেছে সন্ধ্যে থেকে এখন পর্যন্ত। এখানে সে দুবার এসেছে।

কে টেলিফোনের রিসিভারটা পকেট থেকে রুমাল বার করে ভাল করে মুছে ফেলল। এবার সে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি যেতে পারে। কোথাও আর তার আঙুলের ছাপ পাওয়া যাবে না। উত্তেজনায় আর ভয়ে তার বুক কাঁপছে, সে শোবার ঘরে চলে এল পা টিপে টিপে।

আলোয় ভরে গেল দেয়ালের সুইচবোর্ড যখন সে টর্চ নিয়ে ঘরে ঢুকল। সারা ঘর আলোময় হয়ে গেল কে টর্চের সুইচ টিপতেই। টর্চটা নিভিয়ে ভাল করে সম্পূর্ণ টর্চটা মুছে ফেলল রুমাল দিয়ে অতি সাবধানে। তার পূর্বে আবার একবার তাকাল নিশ্চল দেহটার দিকে। একটু পরেই সে দেখতে পেল কার্পেটে পড়ে থাকা ক্ষুদ্র অস্ত্রটি যখন সে খাটের পাশে টেবিলের উপর টর্চটাকে পূর্বের মতই রাখতে গেল। তার মনে আর কোন কিন্তু নেই যে নীলহাতল লাগানো ঐ বরফ কাটা গাঁইতি দিয়েই কের মৃত্যু টানো হয়েছে। সে নিজের মনেই চিন্তা করল, ওটা কি সঙ্গে নিয়েই খুনী এঘরে ঢুকেছি? না, তা নয়, পরক্ষণেই তার মন যেন বলে উঠল। ওটা নিয়ে খুনী কাজ শেষ হবার পরই চলে যেত, যদি সে ওটা হাতে নিয়ে আসত। খুনী কোন পথ দিয়ে অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকল, এটাই এখন বেশী গবেষণার বিষয়।

জানালা বেয়ে খুনী নিশ্চয়ই ওঠেনি। কোন এক ফাঁকে সে সামনের দজা খুলে ভেতরে ঢুকে বসেছিল। নিশ্চয়ই বাড়তি চাবি ছিল তার নিজের কাছে।

কি লাভ তার এসব ভেবে কেন্ ভাবল। এবার বাড়ি ফেরা যাক্। প্রায় দুটো বাজে, কেন্ ঘড়ির দিকে তাকাল। আর দেরী করে কি লাভ, বৃষ্টি আর হচ্ছে না ঝড়ও থেমে গেছে এইকথা ভেবে কেন্ সেই দরজার দিকে এগোতে গেল। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে, কানে ঠেকাল, কিছু বলল না। তোলার আগে সে কিছুক্ষণ টেলিফোনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

আমি স্যাম বলছি, ওপাশ থেকে পুরুষালি গলায় সে সম্বোধন জানাল, হ্যালো কে!

এ সেই স্যাম ভার্সি, কিছুক্ষণ পূর্বেই-যাকে কেন্ রুবরাজে দেখে এসেছে। এটা কে বুঝতে পারল স্যাম যাতে তার নিঃশ্বাসের শব্দটুকুও না পায় এজন্য প্রাণপণে সে শ্বাস চেপে রইল। তুমি কথার জবাব দিচ্ছ না কেন? স্যাম অধৈর্য গলায় জানতে চাইল। রিসিভারটা কে কাঁপা হাতে নামিয়ে রাখল, তারপর।

দ্বিতীয়বার যাতে চেষ্টা করলেও ফোন না বাজে এজন্য চেয়ারের ওপর পড়ে থাকা খবরের কাগজের একটা কোনা ছিঁড়ে রিসিভার এবং ঘন্টার মাঝখানে চেপে বসিয়ে দিল। কে একবার ভালো করে চারিদিক দেখে নিল, তারপর দরজা খুলে নিশ্চিন্ত মনে বেরিয়ে গেল, সে নিঃসন্দেহ যে তার উপস্থিতির কোন প্রমাণ এখানে নেই।

নীচের তলায় সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতেই বুকটা তার কেঁপে উঠল। কেনের গতিরোধ করে দাঁড়াল পিকনিজ কুকুরটা যখনই তাঁর চোখে চোখ পড়ল এক সেকেন্ডের মধ্যে, কারণ ভেতরে আলো জ্বলছে, ঘরের দরজা খোলা ছিল র‍্যাফায়েল সুইটির। তারপর কুকুরটার চোখে চোখ পড়তেই বাইরে বেরিয়ে এল। র‍্যাফায়েল সুইটি নিজেই বেরিয়ে এল ভেতর থেকে ঐখানে দাঁড়িয়ে পড়েছিল কেন্, কেরে দিকে একপলক তাকাল র‍্যাফায়েল, তারপর নীচু স্বরে বলল, কুকুর বাছারা সবাই ঘরে শুতে গেছে, লিও ঘরে যাও।

এটাকে নিয়ে আর পেরে উঠছি না মশায়, র‍্যাফায়েল কেকে পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হেসে বলল। আরও বলল, আমার অবস্থা কাহিল কুকুর সামলাতে গিয়ে প্রায় দুটো বাজে রাত অনেক হল, বৃষ্টিটা ধরে গেছে, খুব দেরী না হলে একবার ভিতরে

আসুন না একটু ড্রিংক করে যাবেন, র‍্যাফায়েল, কেকে অনুরোধ জানাল।বুঝতেই পারছেন একা একা সময় কাটে না।

কুকুরটাকে এখনও বিছানায় শোয়াতে পারছি না, কি ঝামেলার ব্যাপার। কুকুরটাকে উবু হয়ে কোলে তুলে নিল সুইটি একথা বলতে বলতে।

শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে ভিজিয়ে, কোমর চেপে ধরে কে উত্তর দিলনা, ধন্যবাদ, সিঁড়ি দিয়ে সে দ্রুতপায়ে নামতে লাগল তারপর।

সুইটি রেংলিয়ে ভর দিয়ে ঝুঁকে বলল, একটা লালচে-বাদামী বিশ্রী দাগ আপনার কোটে লেগে আছে মশাই কি লক্ষ্য করেছেন? ভেতরে আসুন দুমিনিটে আমি দাগ পরিষ্কার করে দেব, আমার কাছে জামার দাগ তোলার জিনিস আছে। কে উদ্ধশ্বাসেনামতে লাগল, সুইটিয়ের কথায় কান না দিয়ে। সামনে একটা হল ঘর একতলায় তার ওপাশে সদর দরজা। একটা মেয়ের সঙ্গে ধাক্কা খেল সে হলঘরে ঢুকতেই, মেয়েটি উল্টোদিক থেকে আসছিল। কে পেছনে সরে গেল, চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। মাথার কাত হয়ে যাওয়া টুপিটা ঠিক জায়গায় বসিয়ে মেয়েটা বলল, চোখ খুলে চলতে পারেন না। এগিয়ে যেতে হবে ধাক্কা মেরে। সুইচ জ্বালাল মেয়েটি কথা শেষ করেই। আলোয় ভরে গেল সারা হলঘরটি।

এই বাড়ির বাসিন্দা মেয়েটি এবং কের মতই একজন গণিকা। কেন্ একনজরেই বুঝতে পারল। কালো পোশাক পরা, চোখ দুটি গ্রানাইট পাথরের মত কঠোর দেখতে ফর্সা, গোলগাল।

কেনকে আহ্বান জানাল মেয়েটি, পেশাদারী হাসি ছড়িয়ে, এখনই বাড়ি ফেরার তাড়া কিসের, এখন এ রাতের শৈশবকাল, ব্যাপারটা কি?

মেয়েটা তার পথ আগলে দাঁড়াল কে পাশ কাটিয়ে যাবার উদ্যোগ করতেই এবং বলল, আমি তোমায় ইচ্ছে করে ধাক্কা দিইনি, মাপ কর। এত লজ্জা কেন, আরে এসোইনা মেয়েটা আর একবার বলল। ভাল মদ খাওয়াব, তোমায় ভাল করে আরাম দেব, চল! কেন্ মরীয়া হয়ে সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল মেয়েটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, জোরে বলল পথ ছাড়!

মেয়েটা চেঁচিয়ে উঠল, খবরদার আমার গায়ে হাত দেবে না বলছি। মেয়েটা পেছন থেকে তাকে গালাগালি করতে লাগল সে শুনতে পেল কে এগিয়ে চলল প্রতিবাদ না করেই।

.

০৩.

ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল, বৃষ্টিও পড়ছিলো অল্প অল্প কে রাস্তায় বেরিয়ে দেখল, মেঘের আড়ালে চাঁদ উঁকি দিচ্ছে যে ঘনকালো মেঘে আকাশ ঢেকেছিল সেগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

আমায় ঐ বাড়ি থেকে পরপর দুজন বেরোতে দেখেছে, তারা নিশ্চয়ই পুলিসের কাছে আমার চেহারার বিবরণ দেবে, তারপর সবকটা খবরের কাগজে সেই বর্ণনার কথা সবিস্তারে ছাপা হবে। কে নিজের মনে মনে বলতে লাগল, কি ঝামেলায় জড়িয়ে

পড়লাম। মোটিভ না থাকলে পুলিস আমায় খুঁজে বার করবে কি করে। আমার তো কোন মোটিভ নেই। এই চিন্তা পরমুহূর্তেই তার মাথায় এল, আর পুলিসই বা আমায় খুনের সঙ্গে জড়াতে যাবে কেন? ও ছিল একটা গণিকা, কে তো আর সম্ভ্রান্ত মহিলা নয়, পুলিস অত্যন্ত সংকটে পড়বে, গণিকা খুনের রহস্য ভেদ করতে।

আবার ভাবল, যদি সেই মেয়েটা যার সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল একতলার হলঘর অথবা সুইটি যদি কোন কারণে ব্যাঙ্কে আসে তখন কি হবে? এ বিষয়ে তার মনে সংশয় জাগল।

আর হাত-পা অসাড় হয়ে এল কথাটা মনে হতেই।

তখনও কি ওরা আমায় চিনতে পারবে কেন ভাবল।

কেন্ নিজের মনকে সান্ত্বনা দিল, ব্যাঙ্কে ওরা হানা দেবে বলে মনে হয়না। সর্বদা অবশ্য চারিদিকে নজর রাখতে হবে, আমায় সতর্ক থাকতে হবে। আমি কাউন্টার ছেড়ে কেটে পড়ব আমায় দেখতে পাবার আগেই, যদি ওরা কখনও ব্যাঙ্কে আসে।

কদিন সে চোখ কান খোলা রেখে চলতে পারবে। কমাস, কবছর! সে নিজেকে প্রশ্ন করল, যতদিন চাকরী করব ততদিন কি এই আতঙ্কে থাকতে হবে? আমায় ভয়ে ভয়ে এই দুঃস্বপ্ন নিয়ে কাটাতে হবে? কে আতঙ্কিত হয়ে উঠল কথাটা ভেবে।

পথে-ঘাটে যে কোন জায়গায় তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে তখন, শুধু তো ব্যাঙ্কেই নয়। আমি একমুহূর্তই দিবারাত্রি শান্তিতে থাকতে পারবনা। বিভীষিকাগ্রস্ত হয়েই

কি আমার দিন কাটবে? থানা, পুলিস, আদালত র‍্যাফায়েল সুইটি সেই মেয়েটা সব সময় আমায় আতঙ্কে রাখবে? তাহলে একটাই উপায় আছে অন্য কোন শহরে ব্যাঙ্কের একটা শাখায় বদলী নিয়ে চলে যাওয়া। বিক্রী করে দিতে হবে হয়ত এখন বাড়িটা। অন্য কোন চাকরি খুঁজতে হবে ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে, বর্তমানে অন্য কোন উপায় চিন্তা করতে পারছি না এছাড়া।

অ্যানও নিশ্চয়ই এরকম একটা ব্যাপার জেনে যাবেই। অ্যানের চোখে সবকিছুই ধরা পড়ে, কে অনেক কিছু ব্যাপার এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি অ্যানের কাছে বিয়ের পর থেকে এখনও পর্যন্ত কিছুই গোপন রাখতে পারেনি। একবার নিজেরই ভুলের ফলে ক্যাশে চল্লিশ হাজার ডলার কম পড়েছিল। নিজের পকেট থেকে সে গচ্চা দিয়েছিল, কিন্তু ব্যাপারটা অ্যান, পরে কিভাবে জেনে গিয়েছিল। নিজের মনে বলে উঠল কেইস আমি কি বোকা? কপালে কড়াঘাত করল। মেয়েটার কাছে কেন যে গিয়েছিলাম, এই বলে কে আফশোষ করল। কেনই বা ফেরার পথে আবার ওর ফ্ল্যাটে ঢুকলাম। বিদায় জানাতে পারতাম তো রাস্তা থেকেই।

সব কথা কি পুলিসের কাছে গিয়ে খুলে বলব, এখন আমি কি করব?

ভেতর থেকে কে যেন তাকে বলল পরমুহূর্তেই, সে একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন গর্দভ। ঝামেলা বাড়বে বই কমবে না যদি সে পুলিসের কাছে গিয়ে সব খুলে বলে। এখন অ্যানের কথা মনে রেখে নিজেকে শক্ত রাখা উচিৎ। সে তাহলে সন্দেহের বাইরে থাকবে। সব ঝামেলা মিটে যাবে, তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাওয়া উচিৎ।

সে কথা মনে পড়তেই তার বুকটা আবার কেঁপে উঠল, কের আস্তানায় আসার সময় গাড়ি পার্ক করবার জায়গায় তার গাড়িটা পার্ক করেছিল। একজন আধবয়সী লোক যে সব গাড়ি পার্কিং করা থাকে তার নম্বর নোট করে রাখে। সে সামনেই একটা ছোট গুমটির ভেতর বসে আছে। সে তার খাতায় নম্বর টুকে নিয়েছে যখন কে গাড়ি পার্ক করেছে। এটাই তার বিরুদ্ধে একটা বড় প্রমাণ হতে পারে, কেনের মনে হল।

অনেক রাত হয়ে গেল এবার বাড়ি যাবেন তো?

সেই আধবুড়ো লোকটি বলে উঠল কেন্ যখন গুমটি ভেতর ঢুকল। কেন্ উত্তর দিল, হ্যাঁ, এবং সামনের টেবিলের ওপর খাতার পাতায় তার গাড়ির নম্বর লেখা আছে, আঁড়চোখে দেখল। কে চটজলদি খাতাটা তুলে নিয়ে হিপ পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল, যে মুহূর্ত লোকটা চেয়ার ছেড়ে উঠে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে আকাশ দেখতে লাগল।

লোকটা টেবিল হাতড়াতে হাতড়াতে বলল, আপনার গাড়ির নম্বর বলুন, টিক্ মেরে দিই। আবার বলল আরে খাতাটা যে ওখানে ছিল কোথায় গেল?

কেন্ ধীর পায়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, কোন মন্তব্য না করে। দরকারের সময় হাতের কাছে একটা জিনিসও পাই না। আপনার নম্বরটা বলুন স্যার, আঁড়চোখে কেন্ দেখল টি এক্স এল ৩৩৪৫ একটা প্যাকার্ড গাড়ি সামনেই পার্ক করা রয়েছে। সে নির্দ্বিধায় বলল আমার নম্বর টি এক্স এল ৩৩৪৫ লোকটা খবরের কাগজের এককোণে নম্বরটা লিখে রেখে বলল এখানেই লিখে রাখি পরে খাতায় তুলে নেবো।

নিজের গাড়ির কাছে নিশ্চিন্ত মনে পৌঁছে গেল কেন, গুমটি থেকে বেরোবার পূর্বে আধডলার পার্কিং ফি দিল লোকটাকে, কাঁপা হাতে দরজা খুলে সীটে বসল চোখের নিমেষে বড় রাস্তায় এসে পড়ল গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে ফুল স্পীড তুলল।

কেনের প্রথমেই মনে পড়ল তার স্যুটের কথা, পরদিন যখন সকালে সে ঘুম থেকে উঠল। র‍্যাফায়েল সুটিরও নজর এড়ায়নি যে তাতে রক্তের দাগ লেগেছে। পুলিসের রসায়নবিদরা ঠিক জানতে পারবে যে রক্তের দাগ কের দেহরই, যতই জল দিয়ে প্যান্ট বোওয়া হোক না। কে গোয়েন্দা উপন্যাস পড়ে এসব জানে। নিজের জুতোজোড়া কেন্ উল্টে-পাল্টে দেখল। চায়ের জল হিটারে চাপাবার পর। রক্ত জমে আছে দেখল বাঁ পায়ের জুতোর চামড়ার নীচে। ঐ দাগটা লেগেছে যে রক্ত ঢাল কের মৃতদেহ থেকে কার্পেটের উপর গড়িয়ে এসেছিল, কেন্ নিশ্চয়ই কোনসময় তার ওপর পা রেখেছিল। এবাড়ি থেকে জুতোজোড়া ও স্যুট যে কোন ভাবে সরিয়ে ফেলতে হবে। সবার অজান্তে চুপিসাড়ে ও দুটো রেখে আসবে। স্যুট আর জুতোজোড়া যে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে সে কিনেছিল। নিজের পরিত্যক্ত দাগ লাগা সুটটা সে রেখে দেবে হ্যাঙ্গারে ঝোলানো অসংখ্য স্যুটের মধ্যে। আলাদা প্যাকেট করে ওদুটো সে নিয়ে যাবে। সে রেখে আসবে জুতোও ঐ ভাবে। কিন্তু রেখে আসার পর?

কিন্তু অ্যান ফিরে এসে তার স্যুট না দেখতে পেয়ে নিশ্চয়ই সন্দেহ করবে। আরেকটা স্যুট কিনতে হবে ঠিক ঐরকম দেখতে, অ্যানের সন্দেহ মোচন করার জন্য। একই দোকান থেকে অবিকল আগের মত একজোড়া জুতোও তাকে কিনতে হবে।

কেনের কোন রকম অসুবিধা হল না পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে।

আপনার সঙ্গে দুটো প্যাকেট ছিল না? সেলসম্যান ছেলেটি নতুন স্যুট কিনে দোকান থেকে বেরোবার সময় প্রশ্ন করল। যেন খুবই অবাক হয়েছে এমনভাবে করে কে বলল, কই না তো! আমার হাতে কোন প্যাকেট ছিল না, আমার মনেহয় আপনি ভুল দেখেছেন।

.

০৪.

পরদিন পার্কারের সঙ্গে দেখা হতেই সে প্রশ্ন করল, কেমন ফুর্তি করলে কেন্ কাল রাতে তাই বল। কে উত্তর দিল তোমার মত আমার স্বভাব ওরকম বদ নয়। খেয়ে-দেয়ে সকাল সকাল শুয়ে পড়েছি কাল রাত্রে, বাগানের আগাছা সাফ করেছি সন্ধ্যের পর কিছুক্ষণ পর্যন্ত।

আরে বাবা বলেই ফেলোনা, পার্কার বলল, ওসব গুল-তাপ্পি দিয়ে কোন লাভ হবে না। আমি কাউকেই বলব না, ভয় পেয়ো না। বল ওকে তোমার কেমন লাগল? গলার আওয়াজ স্বাভাবিক রেখেই কে বলল, গতকাল আমি কোথাও যাইনি, তাড়াতাড়ি খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছি। আমি তো তোমায় আগেই বলেছি পার, এখন বিশ্বাস কর আর নাই কর। অবশ্য বলার সময় কেনের বুকে জোরে শব্দ হচ্ছিল। তোমার কথাই মানতে হচ্ছে, পার্কার বিরস মুখে বলল, আচ্ছা ঠিক আছে। একটু রসিকতা করছিলাম তোমার সঙ্গে, এজন্য কিছু মনে কোরো না। দেখি, এখন একবার কে-কে ফোন করি। ও কি করছে এখন জানতে ইচ্ছে করছে। আজ কি খুব তাড়া আছে ওর কাছে যাবার, এত সকাল

সকাল? এখনই। একটা হিমস্রোত কেনের শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল। কাউন্টার ছেড়ে ফোনের বুথের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে পার্কার বলল, দেখা যাক একবার ফোন করে। কোন বাইরের পার্টিকে ঘরের ভেতর এনে বসিয়েছে মনে হয়। ও নিশ্চয়ই রাগ করবে না এখন ফোন করলে, কারণ এখন লাঞ্চ টাইম। নিজের কাউন্টারে বাইরে বসে কে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। পার্কার যেন কথা বলতে বলতে হঠাৎ চমকে উঠল কে তা লক্ষ্য করল। পার্কার প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এল। বুথের ভেতর থেকে রিসিভার রেখে দিয়ে।

পুলিস কের আস্তানা ঘিরে ফেলেছে। সর্বনাশ হয়েছে পার্কার রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছে কেকে বলল। কেন্ কাঁপা গলায় প্রশ্ন করল, পুলিশ! তার মানেটা কি? কি করছে ওখানে পুলিস?

পার্কার উত্তর দিল, হয়তো রেইড করেছে। ওর ওখানে বিকালে গেলে হয়তো ঝামেলায়। পড়তাম, খুব জোর বেঁচে গেছি। মেঝেতে কেনের কলমটা ছিটকে পড়ে গেল ভয়ে। আর উত্তেজনায় সেটা সে কুড়িয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল তুমি কি করে জানলে যে ওরা পুলিস।

সিটি পুলিসের লেফটেন্যান্ট অ্যাডামস ফোনটা ধরেছিল তার কথাতেই জানতে পারলাম, ব্যাটা আবার জানতে চাইছিল আমি কে? কোথায় থাকি এইসব।

কেন্ জানতে চাইল, তুমি কি ওকে তোমার নাম ঠিকানা এসব দিয়েছ নাকি? ওসব বলে আমি ঝামেলায় পড়ি আর কি? পাকার উত্তর দিল, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? ওরা এখানে হানা দেবেনাকি আমার গলা শুনে।তুমি কি মতামত দিচ্ছ?হাজার চেষ্টা করলেও তার থেকে এখন আর পরিত্রাণ নেই জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে

তুললেও কে বুঝতে পারল। তবুও পার্কারকে বলল, এখানে ওরা ধাওয়া করতে আসবে কেন? ফোনটা কোথা থেকে এসেছিল পুলিস নিশ্চয়ই টেলিফোন বুথে ফোন করে জানবে। তারপর এখানে এসে হাজির হবে যখন সুইটির কাছে তার চেহারার বিবরণ পাবে। পুলিস নিশ্চয়ই ওখানে গেছে, হয়তো কেউ কের উপর হামলা করেছে অথবা নিশ্চয়ই ডাকাতি হয়েছে, নয়তো বা কেউ ওকে খুন করেছে। পার্কার নিজের চেয়ারে বসতে বসতে মন্তব্য করল। দুজনে চুপচাপ কাজ করে আরো কিছুক্ষণ কাটিয়ে দিল। মন বসাতে পারছে না তাঁরা কাজে কোনমতেই। পরিণতি কি হতে পারে একথা ভেবে কেনের শরীর ঘামে ভিজে উঠল, কারণ ভীষণ ঝামেলার মধ্যে সে বন্দী হয়ে পড়েছে বলেই মনে হয়।

হঠাৎ পার্কার তাকে নীচুস্বরে ডাকল। শুনছ কেন্? দেখ লম্বা-চওড়া নোকটাকে দেখে পুলিসের লোক বলে মনে হচ্ছে, দরজার দিকে তাকাও, পার্কার বলল। দরজার কাছে বসে থাকা ম্যাসেঞ্চারের সঙ্গে সত্যিই দশাশই চেহারার একটি লোক কিছু কথা বলছে। কেন্ পার্কারের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখতে পেল। যে কেউ তাকে পুলিসের লোক বলে ভাববে তাঁর মাংসল মুখ তাঁর ছোট ছোট কুতকুতে চোখজোড়া দেখলে, যদিও লোকটার পরিধানে ইউনিফর্ম নেই।

পার্কারের গলা এবারে কেঁপে উঠল, আচ্ছা ফোন করার সময় আমায় কেউ দেখেনি তো? লোকের সময় কোথায় বল? যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত, আর বুথ এ দরজার বাইরে, কে কখন ফোন করল কে জানবে বল, দেখবেই বা কি করে কে উত্তর দিল। দ্যাখো ব্যাটা এদিকেই আসছে! বৌকে ফোন করছিলাম বলে দেব চটপট যদি আমায় জিজ্ঞেস করে। আস্তে আস্তে তাদের কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়াল সেই পুরুষালী চেহারার লোকটি।

আমি সার্জেন্ট ডোনোভান,সিটি পুলিসের তরফ থেকে আসছি, প্রথমে পার্কার, তারপর কে আবার পার্কারের দিকে তাকিয়ে কথাটি সে বলল।

এখান থেকে আধঘণ্টা আগে কি কেউ একটা ফোন করেছিল, অথবা যে করেছিল তাকে কি কেউ আপনারা দেখেছেন? সার্জেন্ট জানতে চাইল। না আমি কাউকে দেখিনি স্বাভাবিক গলায় বলল কেন্। আমি কি সেই ফোনের কথা বলছেন, যেটা আমি আধঘন্টা আগে আমার স্ত্রীকে করেছি, পাকার হঠাৎ উপযাচক হয়ে বলল। পার্কারের দিকে কটমট করে তাকিয়ে ডোনোভান বলল আপনার স্ত্রীকে ফোন করার কথা আমি জানতে চাইছি না। আমি বলছি আর কাউকে বুথে ঢুকতে দেখেছেন কিনা? অর্থাৎ অন্য কেউ। কিছুক্ষণ আগে একজন বয়স্ক লোক একটি মেয়েকে নিয়ে বুথে ঢুকেছিলেন বটে। পার্কার যেন নিবিষ্ট চিন্তা করে সার্জেন্টকে বলল, তখন আমরা খুব ব্যস্ত ছিলাম, সে প্রায় একঘন্টা আগের কথা। আর কেউ তারপর ঢুকেছে কিনা বলতে পারি না।

একটা মনগড়া গল্প পার্কার কেন যে বলল, কে জানে?

আসলে বুথে কোন লোকই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কোন মেয়েকে নিয়ে ঢোকেনি। আপনার স্ত্রীকে ঠিকই ফোন করার সময় পেয়েছেন বস্তেতার মধ্যেও তীক্ষ্ণ চোখে পার্কারকে দেখতে দেখতে ডোনোভান বলল।

সার্জেন্ট আপনি ঠিকই বলেছেন, তো হাসি হেসে পার্কার বলল। ডোনোভান লাইটার জ্বেলে একটা দোমড়ান সিগারেট পকেট থেকে বের করে অগ্নিসংযোগ করল। কেকে বলল তারপর, আপনি দেখেছেন কি কাউকে?

কেন্ শান্তভাবে বলল, না আমি কাউকে দেখিনি। ভেবে বলুন ভাল করে সার্জেন্ট বলল।

আমি কাউকে ঐ টেলিফোন বুথে ঢুকতে দেখিনি, ভাল করে চিন্তা করেই বলছি, কে বলল।

ডোনোভান দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে গেল হতাশভাবে হাঁটতে হাঁটতে। মন্তব্য করে গেল, কেউ কিছু জানে না, কেউ কিছু দেখেনা বিচিত্র এই শহরের মানুষ।

অল্পের জন্য এ যাত্রা বেঁচে গেলাম পার্কার পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছতে মুছতে বলল। এখন নিশ্চিন্ত হলাম। বল দেখি লোকটাকে কেমন কজা করলাম, একথা তোমায় বলতেই হবে।

তখন দু-হাঁটু, কেনের থরথর করে কাঁপছে ও বলল এখনই শেষের কথা বলা যায় না।

একটা সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা কিনে চোখের সামনে মেলে ধরতেই দেখতে পেল বড় বড় অক্ষরে প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছে খবরটা, যখন সে মোড়ের মাথায় এসে বাড়িতে ঢুকছিল।

বরফ কাটা গাইতির আঘাতে প্রাক্তন নর্তকী নিহত, পতিতালয়ে নির্মম হত্যাকাণ্ড

কেনের তখন এমন মানসিক অবস্থা নেই যে সমস্ত খবরটা বিশদভাবে পড়ে।

তার প্রতিবেশীনি মিসেস ফিল্ডিং হঠাৎ তার সামনে এসে দাঁড়ালেন যখন সে ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে গিয়ে সবেবাড়ির গেট খুলেছে। অফিস থেকে এই ফিরলেন মিঃ হল্যান্ড? তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত জরীপ করে ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন।

ক্লান্ত গলায় জবাব দিল কেন্ হ্যাঁ, বাড়ির গেট খোলার পর। বাড়িতে ফেরা হচ্ছে দেরী করে কেমন, যেহেতু বাড়ির গিন্নী এখন অনুপস্থিত।কাল রাতে তো দুটোর পরে বাড়ি ফিরেছেন। মুচকি হেসে বললেন মিসেস ফিল্ডিং। হঠাৎ চমকে উঠল কেরে বুকের ভিতরটা তার মন্তব্য শুনে। অন্য কারোর সঙ্গে হয়তো ভুল করে ফেলছেন, আপনার বোধহয় ঠিক মনে নেই কাল রাত্রে দুটোর পর না তো! আমি ঠিক এগারোটার সময় শুতে গেছি কাল রাত্রে।

আমি কাল রাত্রে দুটো পর্যন্ত জানালার পাশে বসেছিলাম, সেজন্যই বলছি, মিসেস ফিল্ডিং হঠাৎ বিরক্ত হয়ে জবাব দিলেন। আশ্চর্যভাবে প্রশ্ন করলেন তাই নাকি হল্যান্ড? উহ আমি সম্পূর্ণ ঠিক কথাই বলছি। আমি স্বচক্ষে দেখলাম আপনি গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে ঢুকলেন।

মাপ করবেন, আমার এখন দাঁড়িয়ে কথা বলার শক্তি নেই। আমি ভীষণ ক্লান্ত, আপনি অন্য কাউকে হয়তো দেখেছেন, আমি আবার একই কথা বলছি, আমার সময় কম, আজকে আবার চিঠি লিখতে হবে অ্যানকে কেনকে বললেন মিসেস ফিল্ডিং তাঁর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে, নিশ্চয়ই মিঃ হল্যান্ড। অ্যানকে আমার ভালবাসা জানাবেন।

শ্রান্ত হয়ে সশব্দে কেন্ একটা চেয়ারে বসে পড়ল ভেতরে ঢোকার পর। তার হৃৎপিণ্ড তখনও কাঁপছে। কেন অগাধ জলে পড়বে এবং এখনই ষোলকলা পূর্ণ হবে যদি পুলিস খুঁজতে খুঁজতে তার বাড়ি পর্যন্ত চলে আসে এবং মিসেস ফিল্ডিংকে যদি জিজ্ঞাসাবাদ করে। কেন্ হুইস্কি ঢালল আলমারী থেকে বোতল বার করে। তারপর ধীরে ধীরে গ্লাসে চুমুক দিতে লাগল শোবার ঘরের বিছানায় বসে। এবং নিজের কথা ভাবতে লাগল।

সে স্পষ্ট টের পাচ্ছে চারপাশ থেকে একটা অদৃশ্য জাল গুটিয়ে আসছে এবং তার মধ্যে সে জড়িয়ে যাচ্ছে। মনোযোগ দিয়ে আবার সে সান্ধ্য দৈনিকটার পাতা খুলে পড়তে লাগল। আজ খুব ভোরবেলায় তার নিজস্ব অ্যাপার্টমেন্টে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় একদা রোজ নাইট ক্লাবের সাড়া জাগানো নর্তকী কে কার্সনকে। কের মৃতদেহটি সবার আগে দেখতে পায় তার পরিচারিকা যখন সে অ্যাপার্টমেন্টে আসে। একটি গভীর ক্ষতচিহ্ন মৃতদেহের বুকে ঠিক হৃৎপিণ্ডের ওপর পুলিস দেখতে পায়। রক্তের দাগ লাগা একটি বরফ কাটা গাঁইতি কাছেই পড়েছিল। মিসেস কার্সনের মৃত্যু ঘটানো হয়েছে ঐ গাঁইতি দিয়ে, এটাই পুলিসের ধারণা।

সার্জেন্ট জ্যাক ডোনোভানকে এই খুনের তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছে পুলিসের পক্ষ থেকে। পুলিস কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত পেয়েছে তার বিবৃতি অনুযায়ী।

মিস কার্সন খুন হবার আগে মাঝরাতের কিছু পরে একটি লোকের সঙ্গে বাড়ি ফিরে আসেন, পুলিস এ সংবাদ জানতে পেরেছে আশেপাশের লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করে। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ চেহারার একটি লোক পরণে ছিল ধূসর রঙের স্যুট। উক্ত লোকটিকে

অনেকে মিস কার্সনের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেও দেখেছে রাত দুটো নাগাদ। এই অজ্ঞাত পরিচয় লোকটির খোঁজ করছে পুলিস।

কেনের দুহাত তখন ঠকঠক করে কাঁপছে সে আর পড়তে পারল না। দুহাতে মুখ ঢেকে বসে রইল কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে। রক্তের দাগ লাগা সুটটা যে দোকানে রেখে এসেছি এ পর্যন্ত ঠিকই করেছি, কিন্তু আমি একটা রাম বোকা। কোন ভরসায় আবার ঐ রকমই একটা স্যুট কিনতে গেলাম!নতুন কেনা সুটটা পরে বেরোলেই পুলিস সন্দেহ করবে। আবার পুরনো স্যুটটা না দেখতে পেলে অ্যান কিছু একটু ভাববেই, কেনের অবস্থা এখন ঠিক শাঁখের করাতের মতই। মনে হচ্ছে পুলিস পেছনে ধাওয়া করবেই, আমি এখন কি করব?

এখান থেকে কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে যার? কে নিজেকেই প্রশ্ন করল। গাধা কোথাকার, কোথায় তুমি পালাবে। একথা কে যেন তার মনের ভেতর থেকে বলে উঠল। ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া এখন কোন উপায় নেই, নার্ভ শক্ত রাখতে হবে। ঝামেলা হয়তো এতেই কেটে যাবে। অ্যানের মুখের দিকে তাকিয়েও তোমায় এটুকু করতে হবে, তার ওপর নিজের চিন্তাতো আছেই। বাইরের ঘরে এসে বসল কেন্ স্যুট আর জুতোজোড়া ওয়ার্ডরোবো রেখে, তুর পূর্বে গ্লাসে সে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়াল। মনে তো হচ্ছে না দুদিনের মধ্যে এই ঝামেলা মিটবে। কারণ আর দুদিন পর অ্যান ফিরে আসবে। হয়তো অ্যান আসার আগেই তাকে জেলে ঢুকতে হবে।

কেন্ জানালা দিয়ে তাকাল, বাইরে গাড়ির শব্দ কানে যেতেই। দুজন লোক গাড়ি থেকে নেমে তার বাংলোর গেটের দিকে এগিয়ে আসছে। যে গাড়িটা তার বাড়ির সামনেই

থেমেছে তার ভেতর থেকে সে দেখতে পেল তাদের মধ্যে একজনকে সে চেনে, সে সিটি পুলিশের সার্জেন্ট ডোনোভান।

.

০৫.

সিটি পুলিসের হোমিসাইড ডিপামেন্টের লেফটেন্যান্ট অ্যাডামস অকুস্থলে এসে হাজির হলেন। ঠিক সাতঘণ্টা বাদে, যখন কে হল্যান্ড ২৫ নং লেসিংটন এভিনিউ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। ফটোগ্রাফার, পুলিসের ডাক্তার আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট নিয়ে ডোনোভান বহুক্ষণ আগেই হাজির হয়েছিল। লেফটেন্যান্ট অ্যাডামস কে অপরাধী থেকে শুরু করে অন্যান্য অধস্তন কর্মচারী সকলেই ভয় পায়, যেহেতু সে কড়া ধাতের লোক, এমনকি ডোনোভানও পর্যন্ত।

অ্যাডমস এগিয়ে মৃতদেহের ডানহাতের শিরা ধরে নিজের মনেই বলে উঠলেন, অবশ্য তখনও কে কার্সনের মৃতদেহ শোবার ঘরেই পড়েছিল।

তিনি বললেন, অন্ততঃ ছ-সাত ঘণ্টা আগে এর মৃত্যু ঘটানো হয়েছে। সার্জেন্ট ডোনোভান দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, লেফটেন্যান্ট ঐ বরফ কাটা গাঁইতিটা দেখুন। মেঝের ওপর একটা ছোট বরফ কাটা গাঁইতি পড়ে আছে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে অ্যাডমস দেখতে পেল। কড়া গলায় বদমেজাজী লেফটেন্যান্ট বলে উঠল, কি করব আমি ওটা দিয়ে। লাজুক হাসি হেসে ডোনোভান বলল, না। ওটা দিয়েই এ মেয়েটাকে খুন করা হয়েছে বলে আমার ধারণা। দৃঢ় বিস্ময়ে কপালে চোখ তুলে অ্যাডমস বলল, বাঃ সত্যিই

তোমার বুদ্ধি আছে, ওটা দিয়ে কি নখ কাটার জন্য? না খুন করবে বলে ওটা ওখানে ফেলে রেখে গেছে। বুঝেছ গর্দভ?

ধমক খেয়ে ডোনোভান চুপ করে গেল। অ্যাডমস হঠাৎ ঘরের ভেতর পায়চারি করতে করতে বলে উঠল, কি কি খোঁজ খবর দিতে পার এই মেয়েটি সম্পর্কে? মাত্র বছর খানেক হল মেয়েটি এই লাইনে এসেছে এটুকু খবর পেয়েছি। আগে নাচত রু রোজ নামে একটি রেস্তোরাঁয়। তবে পথে-ঘাটে ও কোনোদিন নোংরামি করেনি।

অ্যাডমস গম্ভীর গলায় নির্দেশ দিল দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে কাছে এসে বস। অ্যাডমসের কাছে এসে দাঁড়াল ডোনোভান দরজা ভেজিয়ে দিয়ে। এমন কিছু অ্যাডমস এখন তাকে বলবে যা তার শুনতে ভাল লাগবেনা, এটুকু সে মনে মনে চিন্তা করল। অ্যাডমস জানতে চাইল, খবরের কাগজের লোকেরা এখনো খবর পেয়েছে কিনা?

ডোনোভান উত্তর দিল, লেফটেন্যান্ট। লেফটেন্যান্ট অ্যাডমস ভালভাবেই জানে, ডোনোভান খবরের কাগজ সম্পর্কে ভীতিগ্রস্থ। একবার প্রকারান্তরে ডোনোভানকে দোষারোপ করা হয়েছিল। অতীতে স্থানীয় দুটি কাগজে পুলিসের বিরুদ্ধে সমালোচনা ছাপা হয়েছিল তাতে পুলিসের নিষ্ক্রিয়তারও উল্লেখ ছিল। অ্যাডমস বলল যদিও খবরের কাগজের লোকেরা সবই জানতে পারবে তবে বিকেলের পূর্বে নয়।

এই একটা প্রথম খুন হল এই শহরে বহুদিন পরে। আমাদের ছেড়ে দেবে না সেজন্য খবরের কাগজগুলো। মরে গিয়ে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেল নচ্ছার মেয়েটা, যতদিন বেঁচে ছিল কেউ পাত্তা দিত না। সরকারী প্রশাসনে একটা ডিনামাইট ফাটবে জেনো এই

খুনটা হবার ফলে, অবশ্য তুমি জান না বা জানার দরকার নেই যে পর্দার আড়ালে এই মুহূর্তে কি ঘটবে।

এর ফলে প্রশাসনের অনেক লোক চাকরিচ্যুত হবে। ভোটাররা লিন্ডসে বার্টকে ভালবাসে। ওর পেছনেসরকারীসমর্থন আছে। ও বহুবছর ধরে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে গণ্যমান্যদের বিপদে ফেলার জন্য। এই কেষ্টবিদের একজন আমাদের কমিশনার সাহেব। বার্ট আবার তাকে পছন্দ করে না। অনেক পতিতালয় আছে এই লেসিংটন অ্যাভিনিউতে, কিন্তু কমিশনার সাহেব মাত্র কিছুদিন আগে খবরের কাগজে বিবৃতি দিয়েছে, আমাদের শহরের মত পরিষ্কার জায়গা আর নেই। বার্ট কিন্তু এই খুন হবার জন্য তার বিরুদ্ধে হাতিয়ার শান দেবে। তাই আগে থেকেই বলে দিচ্ছি মৃত গণিকাটিকে যা-তা ভেবো না, অ্যাডমস একটু থেমে হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বলল।

ডোনোভান তোমাকেই এই কেসটা নিতে হবে, কারণ খবরের কাগজে রোজ লেখালেখি হবে যতদিন না এর সমাধান হয়। এই কেসের ব্যর্থতা বা সফলতা সবই তোমার প্রাপ্য। অবশ্য তোমার প্রয়োজনমত সাহায্য তুমি পাবে। আমার কথা বুঝতে পারলে? ডোনোভান ঘাড় নেড়ে উত্তর দিল, ঠিক আছে লেফটেন্যান্ট। শালা কাজে লাগার পর থেকে আমাকে জ্বালাচ্ছে, মনে মনে অ্যাডমসকে গালাগালি দিল ডোনোভান। এই শহরে অনেক লোকজন আছে, তাদের মধ্যে যে কেউ ওকে মারতে পারে। সুতরাং খুনীকে ধরা এই কেসে খুব সহজ কাজ নয়, একথা তোনোভান জানে। আমার অদৃষ্ট খারাপ বলে এই দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপল। যাতে আমাকে অকৃতকার্যতার জন্য বরখাস্ত করা যায়।

আমি অসহায়ভাবে একটা রাজনৈতিক ঝামেলার মধ্যে পড়ে গেলাম।

দরজায় কলিংবেল বাজল

০৬.

চমকে উঠে চারিদিকে তাকাল র‍্যাফায়েল সুইটি যে মুহূর্তে দরজায় কলিংবেল বাজল। কোথাও কোন গণ্ডগোল হয়েছে এই বাড়িতে সে বুঝতে পেরেছে পুলিসের গাড়ি আসতে দেখেই। কিন্তু ব্যাপারটা যে কি সে জানে না। তাঁর যাবতীয় দুষ্কর্মের প্রমাণ সে ঘরের ভেতর থেকে সরিয়ে ফেলেছে আগের দিন সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত। পুলিসের চোখে অবশ্যই আপত্তিকর এমন কিছু জিনিস সেগুলো।

একটা মোটাসোটা লোক দাঁড়িয়েছিল তাঁর দরজায়, সে দরজা খুলেই দেখতে পেল। সুইটি প্রশ্ন করল, কাকে চান? লোকটি নিখুঁত দৃষ্টিতে সুইটিকে দেখতে লাগল এবং উত্তর দিল আমি সার্জেন্ট ড়োনোভান। এই মুহূর্তে সুইটিং মনে করতে পারছে না, এই বেঁটে মোটা লোকটাকে সে আগে কোথাও দেখেছে কিনা।

ডোনোভান গম্ভীর গলায়সুইটিকেজিজ্ঞাসা করল, আপনার নামটা?

সুইটি হাস্যবিগলিত হয়ে বলল, আজ্ঞে র‍্যাফায়েল সুইটি। কিন্তু ব্যাপার কি বলুন তো? আপনার ওপরতলায় যে মেয়েটি থাকে, গত রাত্রে তার কামরায় কি কাউকে ঢুকতে দেখেছিলেন, কারণ মেয়েটি খুন হয়েছে। কই আমি তো কাউকে দেখিনি সুইটি গ্রীবা আন্দোলিত করে উত্তর দিল। আমি কারো সঙ্গে বিশেষ মেলামেশা করি না। একা একা

থাকতেই ভালবাসি আর সবচেয়ে বড় কথা কি জানেন, আমি রাত্রে খুব তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ি। কাজেই খোঁজ করি না, কে এল বা গেল।

আচ্ছা আপনি কি কারো চিৎকার বা আর্তনাদ শুনতে পাননি? র‍্যাফায়েল সুইটি যে সত্য কথা বলছেনা, একথা ডোনোভান বুঝতে পারল। কিছুটা থেমে গিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি কোন শব্দও শুনতে পাননি।

সুইটি উত্তর দিল, হাজারটা লোক চিৎকার করলেও, আমার কানে ঢোকেনা যদি আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

ডোনোভান লোকটা যে বিশেষ ক্ষতিকর নয় তা সুইটি বুঝতে পেরেছে। সুইটি ভালভাবে জানে যে অ্যাডমস তাঁকে দেখলে চিনতে পারবে। যদি অ্যাডমস এসব খোঁজ-খবর নিতে আসতে তবে তার কাছে তা ভয়ের ব্যাপার ছিল। পূর্বে সুইটি এই বাড়িতে লেফটেন্যান্ট অ্যাডমসকে গাড়ি থেকে নেমে ঢুকতে দেখেছে। আগের মতই বিনীত হেসে সুইটি বলল, সার্জেন্ট আমায় মাপ করবেন, এই মেয়েটি অর্থাৎ যে খুন হয়েছে তাঁর সঙ্গে আমার কোনদিনই পরিচয় ছিল না। একথা ঠিক যে, সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামার সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হত। সত্যিই মেয়েটি খুন হয়েছে? ইস্ কি মর্মান্তিক ব্যাপার!

ডোনোভান তার দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে বলল, কিছুই শোনেন নি। কিছুই দেখেন নি আপনি। ঠিক বলছেন তো?

সুইটি জবাব দিল, না আমি কাউকে দেখিনি। আপনার কলিংবেল বাজানোর পর আমি উঠে এলাম, শুয়েছিলাম, এবার আমায় তাহলে যেতে দিন। মুচকি হেসে ডোনোভানের দিকে তাকিয়ে সুইটি দরজা বন্ধ করে দিল।

বেশ দ্বিধায় পড়ল ডোনোভান। সবার সামনে চোদ্দপুরুষের উদ্ধার করে ছাড়বেন লেফটেন্যান্ট অ্যাডমস। এখন যদি সে উপরে গিয়ে বলে, স্যার, কিছুই বুঝতে পারলাম না জিজ্ঞাসাবাদ করে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হলুদ রং করা দরজার সামনে এসে সে কলিংবেল টিপল, সিঁড়ি দিয়ে নেমে মরিয়া হয়ে সে যখন একতলায় এল।

দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল মে ক্রিস্টি নামে একটি মেয়ে। ডোনোভান মেয়েটির নিঃশ্বাসে গন্ধ পেল সাতসকালেই মেয়েটি খানিকটা জিন খেয়েছে। সে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। মেয়েটি কিছু বলার আগেই, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই, একজন পুলিশ অফিসার আমি, সে পরিচয় দিল।

লোকে কি বলবে? মেয়েটি আতঙ্কিত হয়ে বলল, আপনি এখানে ঢুকছেন কেন? কি ব্যাপার?

এক ধমকে তাকে থামিয়ে দিয়ে ডোনোভান বলল, চুপ কর, উত্তর দাও জানতে চাই। কে কার্শনকে তুমি কি চিনতে? সে উৎকণ্ঠিত স্বরে বলল, কেন? ওর কি কোন বিপদ হয়েছে?

সার্জেন্ট ডোনোভান ধীরে ধীরে জবাব দিল-হা খুন হয়েছে মেয়েটি।

কে খুন করল? ভয়ার্ত চোখে মে প্রশ্ন করল, সেকি? খুন হয়েছে?

ডোনোডান বলল একটা বরফ কাটা গাঁইতি দিয়ে ওকে খুন করা হয়েছে। এখনই আমরা হলনাক্ত বলতে পারব না কে ওকে খুন করেছে। ওর ব্যবসা কি গতকাল রাতে চালু ছিল?

গতকাল রাতে আমি বাড়ি ছিলাম না সুতরাং বলতে পারব না উত্তর দিল মে। হয়তো খুনীর সঙ্গে তোমার দেখা হবে কারণ সে আবার এখানে আসতে পারে, কাটাকাটা গলায় ডোনোভান বলল একটা সিগারেট ধরাবার পরে।

তোমারই ভাল হবে, বলে ফেল যদি কিছু দেখে থাক, তোমায় ভাল যুক্তিই দিচ্ছি।

মে বলল, কাউকেই তো দেখিনি আমি।

এই রাত একটা থেকে দুটোর মধ্যে, কাউকে দেখেছো কিনা ভাল করে মনে করে দেখো ডোনোভান বলল, দেখেছ কি কোন লোককে?

হ্যাঁ, একটা লোক খুব ব্যস্তভাবে বেরিয়ে যাচ্ছিল, তার সঙ্গে আমার খুব জোরে ধাক্কা লাগে যখন দুটো নাগাদ আমি বাড়ি ফিরছি, মেয়েটি বলল, কি রকম দেখতে লোকটা? ডোনোভান জিজ্ঞাসা করল।

ধূসর রংয়ের টুপি মাথায়, পরণে হালকা ধূসর রংয়ের স্যুট, গায়ের রঙ ফর্সা নয়, লোকটি দীর্ঘদেহী। আবার লোকটিকে দেখলে চিনতে পারবে?

মে বলল, অবশ্য লোকটিকে দেখে খুনী বলে মনে হচ্ছিল না, তবে দেখলে হয়তো চিনতে পারব।

ডোনোভান জিজ্ঞাসা করল, লোকটির কত বয়স হবে? আরও বলল খুনীকে দেখলে কখনই খুনী বলে মনে হয় না।

মে বলল বয়স হয়তো বছর ত্রিশ হবেই। আর কি জান লোকটার সম্বন্ধে?

এটুকু আমার মনে আছে তার চলার মধ্যে একটা ব্যস্তভাব ছিল, আর কিছু বলতে পারব না। এমনকি আমায় প্রায় ধাক্কা মেরেই বেরিয়ে গেল। আমি বলেছিলাম, একটু ড্রিঙ্ক করে যান, আমার ঘরে এসে বসুন, কিন্তু কিছুতেই লোকটি রাজী হয়নি। মে সংবাদ দিল।

যদি সেই লোকটাকে আবার দেখ, সঙ্গে সঙ্গে পুলিস হেড কোয়ার্টারে ফোন করবে, সবসময় চোখ-কান সজাগ রাখবে বুঝলে তো? ডোনোভান বলল।

অ্যাডমসকে প্রয়োজনীয় তথ্য সব জানাতে হবে, তোনোভান সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল। মের সঙ্গে কথা শেষ করে।

.

০৭.

গম্ভীর মুখে চুরুট খাচ্ছিলেন মেহগিনি কাঠের বিশাল টেবিলের ওপাশে বসে, পুলিশ কমিশনার পল হাওয়ার্ড। একান্ন বছর বয়স এখন হাওয়ার্ডের, অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্খি তিনি।

তার ধারণা রাজনীতি পুলিসের চাকরির সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তার বেশ ভাল সংযোগ আছে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে। তিনি দিনরাত এই উচ্চাকাঙ্খ মনের মধ্যে ধরে রাখেন যে তিনি শীঘ্রই একজন সেনেটার হতে পারবেন, এই যোগাযোগটুকুর সদ্ব্যবহার করেই।

ঘুষ নিয়ে, তিনি বর্তমানে পুলিসের চাকরিতে উন্নতির শিখরে উঠেছেন। তিনি অনেক বড় বড় অপরাধীকে ছেড়ে দিয়েছেন। মোটা উৎকোচের বিনিময়ে তিনি এমন ভাব করেন যেন তিনি কিছুই জানে না, বোঝেন না। যেসব দুর্নীতি বর্তমান প্রশাসনে চলছে সবই তার জানা। ঘুষ এই একটি শব্দ আছে সব কিছুর মূলে। তিনি নিজের মুখ সবসময় বন্ধ রাখেন, ঘুষ নিয়ে।

ক্যাপটেন জো মটলি চুরুট খাচ্ছিলেন, জানলার পাশে একটা ইজিচেয়ারে আরাম করে বসে, পল হাওয়ার্ডের কাছ থেকে কিছুটা দূরে। একটা কারণেই তার চাকরিটা এখনো বজায় আছে। কারণটা হল, ইনি পুলিস কমিশনারের বড় সম্বন্ধী। মটলি লোক চিনতে পারেন খুব ভাল। পুলিস বাহিনীতে তার মতো দুটি লোক নেই, কাজে ফাঁকি দেওয়ার ব্যাপারে। মেয়েছেলে আর ঘুষ একটিতেও হাওয়ার্ডের অরুচি নেই। মটলি বুঝতে পেরেছিলেন পল হাওয়ার্ড পুলিস কমিশনার হবার পর। তিনি নিজের ছোট বোন গ্লোরিয়াকে টোপ হিসাবে হাজির করলেন হাওয়ার্ডের সামনে, একদিন নিজের চাকরি বাঁচানোর জন্য। গ্লোরিয়াকে হাওয়ার্ড বিয়ে করলেন বোকার মত সেই টোপ গিলে। গৃহের শান্তি বজায় রাখতে হলে সম্বন্ধী জো মটলির পেছনে লাগা তাকে বন্ধ রাখতে হবে বিয়ের ঠিক একমাস পরেই হাওয়ার্ড বুঝতে পারলেন।

তাঁর চাকরি আর যেই খাক পুলিস কমিশনার খাবেনা একথা বুঝতে পেরে মটলি হাফ ছেড়ে বাঁচল। এই মার্ডার কেসের সমাধান চাই সাতদিনের মধ্যে। হাওয়ার্ড মটলির দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, উল্টোদিকে বসে থাকা অ্যাডমসের সঙ্গে কথা বলতে বলতে। যে করেই হোক খুনীকে ধরা চাই, তোমার অধীনে এখন যত কাজের লোক আছে সবাইকে এই মুহূর্তে কাজে লেগে যেতে বল।

মটলিকে হাওয়ার্ড বলল, আমায় আগে জানাওনি কেন যে এ শহরে এরকম একটা পতিতালয় আছে, ছিঃ ছিঃ সমস্ত বাড়িটাই গণিকায় ভর্তি। এ শহরের কোন নোংরা বাড়ি নেই তোমার কথার সাপেক্ষেই আমি কাগজের লেখকদের কাছে গর্ব করে বলেছি। আবার বলল হাওয়ার্ড।

আমি তো সত্যি কথাই বলেছি, মুখ টিপে নিঃশব্দ হাসি হেসে বলল মটলি তার ভগ্নিপতির কথা শুনে। এ শহরে প্রচুর পতিতালয় ছিল, এখনও আছে। কিছুদিন পর পর ওগুলো চালু হয়। কারণ মাঝে মাঝে আমরা রেইড করে ওগুলো বন্ধ করে দিই। হাওয়ার্ড বললেন, একথা যদি সত্যি হয় তবে এটাকে কেন বন্ধ করনি। সীন ও' ব্রায়েন ও বাড়ির মালিক। কঠোর চোখে তাকিয়ে মটলি বলল।

তুমি খুব ভাল ভাবেই জানো পল কেন বন্ধ করিনি। হাওয়ার্ড নরম হয়ে গেলেন সীন ও ব্রায়েনের নাম শুনেই। ফুটো বেলুনের মত মুখখানা তার শুকিয়ে গেল, পূর্বে যে মুখ রাগে লাল হয়ে উঠেছিল। মুখ নীচু করে নিজের জুতোজোড়ার দিকে তাকিয়ে আছে অ্যাডমস, এক পলক তার দিকে তাকিয়ে হাওয়ার্ড দেখে নিলেন।

হয়তো সীন ও ব্রায়েনের আসল ভূমিকা কি অ্যাডমস জানেনা। অথবা মটলির কথা সে শুনতে পায়নি, এটাই হাওয়ার্ড ধরে নিলেন।

কিন্তু অ্যাডমসের কানে মটলির কথা ঠিকই পৌঁছেছে সীন ও' ব্রায়েন যে পার্টির পেছনে আছে, একথা অ্যাডমস ভালভাবেই জানে। ওই ব্যক্তিই পার্টিকে টাকাকড়ি যোগায়। কেউ জানে না, ও ব্রায়েনের এই গুরুত্বের কথা একমাত্র পুলিসের উচ্চপদস্থ অফিসার ছাড়া যে পার্টির নেতা সেই এককথায় বলতে গেলে।

যাকগে, এবার বল তুমি কতদূর এগিয়েছ। হাওয়ার্ড অ্যাডমসকে বললেন, তিনি নিশ্চিত যে ও'ব্রায়েনের আসল ভূমিকা অ্যাডমস জানেনা। মেয়েটির ঘর থেকে বেরিয়ে সেই রাতে একজন লোক উদ্ধশ্বাসে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল, আমরা তার চেহারার বিবরণ পেয়েছি। তদন্ত করার ভারও দিয়েছি ডোনাভানকে অ্যাডমস বলল। তুমি নিজেই এ ভারটা নিতে পারতে, আবার ডোনোভানকে দিলে কেন? বিরক্ত স্বরে হাওয়ার্ড বললেন।

মুখ টিপে হেসে মটলি পুনরায় বলল, অহেতুক ব্যস্ত হও তুমি, পল। এত উত্তেজনা আর শোরগোলের কি আছে? একটা গণিকার খুনের ব্যাপারে?

কেন আমি এত ব্যস্ত হচ্ছি বুঝবে,কাল সকালের কাগজটা আগে বেরোক, হাওয়ার্ড বললেন।

রিপোর্টাররা চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করবে আমার, তোমার নিশ্চয়ই নয়। ওর অপদার্থতার নিন্দা করে আসছে খবরের কাগজের লোকরা বহুদিন ধরেই বলল মটলি, কিন্তু লোক খারাপ নয়। ডোনোভান। আমি মনেকরি ডোনোভানকে সেই সুযোগ দেওয়া উচিত, যাতে

ওর হারানো সুনাম আবার ফিরে আসে, যদি ও এই কাজটায় সফল হয়। মটলি বলল, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি। বেশ তোক্লাবে যাব রাত্রে চুলটা হেঁটে।নাচের পার্টিতে গ্লোরিয়া আসবে বলেছে। আসছনা কি তুমি?

হাওয়ার্ড বললেন ঠিক বলতে পারছি না, খুব ব্যস্ত আছি এই খুনের তদন্ত নিয়ে। তুমি কেন ক্লাবে যাবে না, তার জন্য। অ্যাডমসই এ কেসটা দেখছে। ওই ঠিক পারবে।

আমার হাতে এখন অনেক কাজ, তুমি এখন যেতে পার। মটলি বলল, তোমার অনুপস্থিতি গ্লোরিয়াকে স্নান করবে। এবার ফলফলল মটলির শেষ চালে। অ্যাডমসের উপস্থিতির কথা ভেবে থেমে গেলেন, যদিও গ্লোরিয়ার নাম শুনে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। আমার কাজ শেষ করতে পারলে আমি যাব, হাওয়ার্ড বললেন, তুমি যেতে পার, একটু হয়ত দেরী হবে আমার।

পুলিসের চাকরী করে কি করে এমন বৌ-পাগল লোক অ্যাডমস মনে মনে বলল, নক্কারজনক! আত্মহত্যা করা অনেক সোজা বৌয়ের গোলামী করার থেকে।

হাওয়ার্ড অ্যাডমসকে নিয়ে আবার শুরু করলেন, আর কাউকে খুঁজে পাওনি তুমি ঐ লোকটি ছাড়া তাড়াতাড়ি কি কেসটা মিটবে? ঘরের কোথাও কোন প্রমান খুনী রেখে যায়নি, অ্যাডমস বললেন, আমার মনে হয় কেসটা ভোগাবে। ঘরের সব জিনিসপত্র ঠিক আছে, কোন মোটিভ নেই খুনীর। খুব কঠিন ব্যাপার এই গণিকা খুনের রহস্য ভেদ করা। খুব কষ্টের ব্যাপার হবে তাকে ধরা, এটা খুবই সত্যি কথা। যদি না সে ঠিক এমনিভাবে আর একটি গণিকাকে খুন করে। হয়তো ব্ল্যাকমেইল করতে গেছিল মেয়েটি

খুনীকে। এটা আমরা মোটিভ হিসাবে ধরে নিচ্ছি, আর লোকটি তাকে মুখ বন্ধ করার জন্য খুন করে অনোন্যপায় হয়েই। মেয়েটির পক্ষে ব্ল্যাকমেইল করা সম্ভব। এমন কিছু আমরা সবকটা ঘর তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও পাইনি।

হাওয়ার্ড প্রশ্ন করলেন। লোকটি কি খুব উপযুক্ত খুনী হিসাবে, তুমি কি মনে কর? সেকি পেশাদার খুনী? লোকটি একেবারেই পেশাদার খুনী নয় একথা অ্যাডমস বললেন আমার তাই মনে হয় স্যার। মেয়েটিকে টুকরো টুকরো করে কেটে রেখে যেত, শ্বাসরোধ করার পর যদি সে পেশাদার খুনী হত।

মেয়েটিকে হত্যা করা হয়েছে সামনের দিক থেকে। কোন রকম হৈ চৈ সে করেনি কারণ সে মারা যাবার পূর্বেই খুনীকে দেখতে পেয়েছিল। তার চিৎকার এ বাড়ির অন্যান্য কেউ শুনতে পায়নি। চুরুটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে হাওয়ার্ড বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে।

খুনীকে যেমন করে হোক ধরা চাইই, অ্যাডমস তুমি তোমার তদন্তের কাজে লেগে যাও। ডোনোভান যতটুকু পারে করুক। অ্যাডমস উঠে পড়ে বললেন,কাজ আপনি যথাযথ পাবেন স্যার।

.

০৮.

যে সরকার বর্তমানে দল চালাচ্ছে গত তিন বছর ধরে তাদের কোটি কোটি টাকা ঢেলেও' ব্রায়েন তার কলকাঠি নেড়ে চলেছেন।সীন ও'ব্রায়েন স্বয়ং দলের কর্তাবড়কর্তারা

একথা জানেন। অবশ্য সবাই জানে না। তিনবছর আগে খুব শোচনীয় ছিল তাদের আর্থিক অবস্থা। যে দলটি বর্তমানে রাজনৈতিক শাসন ক্ষমতায় বসে আছে। হঠাৎ তাদের সামনে ঈশ্বরের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে হাজির হলেন সীন ও' ব্রায়েন আশীর্বাদের মত।

মাদকের চোরাকারবার করতেন সীন ও'ব্রায়েন নিজে। কেউই তাকে দেখেনি দলে যে সকল অন্যান্য লোকজন ছিল, সেই দুজন ছাড়া যারা ছিল ওনার ডানহাত এবং বাঁ হাত। তার দল ছত্রভঙ্গ করে ফরাসী পুলিস, পেছনে লাগে এবং জেলে ঢোকায় তার বিশ্বস্ত লোকজনকে। ও'ব্রায়েনের দুই চেলাই তাদের মধ্যে ছিল। ক্যালিফোর্নিয়ার ক্লিন্ট শহরে ও'ব্রায়েন এসে আশ্রয় নেয়, ফরাসী পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে কোনোমতে পালিয়ে আসে, অবশ্য কোটি কোটি টাকা সে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। সে স্থির করল যে রাজনৈতিক দলকে পরিপুষ্ট করাই হবে তার একমাত্র কাজ। কারণ এত টাকা দিয়ে সে কি করবে ভেবে পেল না। পার্টির টাকা কোথা থেকে আসবে এ বিষয়ে ভীষণ চিন্তিত ছিলেন দলের নেতা এড় ফেবিয়ান। তখন তিনি জানতে পারলেন, ও'ব্রায়েন তার দলকে বিশাল অর্থ সাহায্য করতে চায়। এবং তিনি সাগ্রহে রাজী হলেন। কতদিনের মধ্যে দলকে টাকা শোধ করতে হবে অথবা এত টাকা সে কোথা থেকে পেল। সে কথা একবারের জন্যও ফেবিয়ান জানতে চাইলেন না।

অল্পদিনের মধ্যেই তার দল চাঙ্গা হয়ে উঠল। এবং তারা সরকারে ফিরে এল ও ব্রায়েনের অর্থ সাহায্যে। ও ব্রায়েনের হাতের পুতুলে ততক্ষণে পরিণত হয়েছেন ফেবিয়ান। তার বয়সও তখন বেড়ে গেছে। আগের মত সেই সংগ্রামী মনোভাব আর নেই।

তিনি শুধু এটুকু জেনেই খুশী যে পার্টি ফান্ডে কত টাকা জমা পড়ল। নীরবে সমস্ত কিছু পালন করে যাচ্ছেন এর্ড ফেবিয়ান, দলকে টাকা জুগিয়ে যাচ্ছেন যেহেতু এ ব্রায়েন সেইহেতু তার নির্দেশ মান্য করতে হচ্ছে। সীন ও ব্রায়েনের হাতে এখন দলের আসল কর্তৃত্ব। একজন পুরনো সাকরেদের দেখা পেয়েছিল ও' ব্রায়েন এখানে এসে। দুজনের মধ্যে বেশ কিছুদিন যোগাযোগও ছিল। হঠাৎ লোকটি ধরা পড়ে যায়, তারপর তার সশ্রম কারাদণ্ড দেন বিচারক কুড়ি বছরের জন্য। সমস্তই জানিয়ে দিয়েছে সেই লোকটি পুলিশকে জেলে যাবার আগে ও'ব্রায়েনের বর্তমান কার্যকলাপ সম্বন্ধে।

ফেরারী আসামী তখন ও'ব্রায়েন নিজেই, নিজের ছবি সেজন্য সে কোন কাগজেই ছাপতে দেয়না। এখন তাকে জেলে পোরার কোন ক্ষমতাই পুলিশের নেই এবিষয়ে সে নিশ্চিন্ত, কারণ ক্ষমতায় তার দল যতদিনআছে ততদিন তোনয়ই। তার স্বভাব সে লোকের সঙ্গে মিশতে ভালবাসে না এবং সে একটু নির্জনতা ভালবাসে। সে এখন দিন কাটায় বিশাল বাংলোয় বসে, সেটা নাকি নদীর ধারে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। হাজার চেষ্টা করলেও বাইরের লোক তার খোঁজ পাবে না, কারণ বাড়ির পেছনে নদী, বাড়ির বাইরে উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা বাড়ির চারপাশে তিন একর বাগান।

বাংলোর দিকে এগিয়ে চললেন গাড়ি থেকে নেমে পুলিস কমিশনার পল হাওয়ার্ড। সামনেই দাঁড়িয়েছিল সালিভান, ও ব্রায়েনের নিরাপত্তা রক্ষী সে।

দুচোখে তার বিস্ময় ফুটে উঠল পল হাওয়ার্ডকে দেখতে পেয়ে। পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা ছিল সালিভান প্রথম জীবনে।

পল হাওয়ার্ড প্রশ্ন করলেন, মি, ও'ব্রায়েন বাড়িতে আছেন কিনা। খুব ব্যস্ত আছেন উনি এখন, তবে হ্যাঁ স্যার, উনি বাড়িতেই আছেন সালিভান বলল।

পল হওয়ার্ড বললেন, আমি দেখা করতে এসেছি বিশেষ প্রয়োজনে, একথা ওকে গিয়ে জানাও। সালিভান সরে দাঁড়াল, পথ ছেড়ে দিয়ে বলল স্যার আমি পারবনা, আপনি নিজেই যান। একটা সুরেলা মিষ্টি গান তার কানে ভেসে এল বাংলোর ভেতর থেকে যখন পল হাওয়ার্ড কিছুদুর এগিয়ে গেছেন। সংগীত শোনাচ্ছে কোন মেয়ে। চোখ বন্ধ করে, দুহাত বুকের ওপর আড়াআড়ি ভাবে জড়ো করে রেখে এক বিশাল আর্ম চেয়ারে বসে আছেন ও' ব্রায়েন। তিনি দেখতে পেলেন যখন তিনি গানের সুর অনুসরণ করে একটি ঘরে প্রবেশ করলেন। গান গাইছে ও সুললিত হাতে পিয়ানো বাজাচ্ছে।

একটি মেয়ে ঘরের এক কোণে পিয়ানোর সামনে বসে। মুগ্ধ হয়ে গেলেন পল, মেয়েটিকে দেখে। সত্যিই সুন্দরী সে। কামনা-মদির ভাব ফুটে উঠেছে তার পাতলা দুটি ওষ্ঠে, টিকালো পাতলা নাক, চোখ দুটি বুজ, ফর্সা গাত্রবর্ণ। তার আগের ধারণা দূর হয়ে গেল এই মেয়েটিকে দেখে, কারণ এতদিন তিনি ভাবতেন এই শহরে তার স্ত্রী গ্লেরিয়ার মত সুন্দরী আর নেই। পুলিস কমিশনার পল হাওয়ার্ড ঈর্ষান্বিত হলেন ও'ব্রায়েনের প্রতি মনে মনে। স্বগোতক্তি করলেন তিনি, যদি এমন একটি মেয়েকে পেতাম যে ঠিক এইরকম সুন্দরী। দেখতে সুন্দর ও সুপুরুষ ও'ব্রায়েন বড় বেশী হলেও বয়স চল্লিশ হবে তার। কিন্তু ও'ব্রায়েনের সরু গোঁফ ও উন্নত –দেখলে মনে হয় কোথায় যেন এক চাপা শয়তানি লুকিয়ে আছে তার চোখে মুখে সৌন্দর্য সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও।

যখনই সে পলকে দেখতে পেল, গান মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে, চমকে উঠল মেয়েটি। বললেন, পল হাওয়ার্ড, আমি দুঃখিত আপনাকে বিরক্ত করার জন্য। কিছু গোপনীয় কথাবার্তা বলতে চাই, বিশেষ প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছি মিঃ ও' ব্রায়েন। আপনার গানটা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত ছিল। চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এসে তার সঙ্গে করমর্দন করল ও' ব্রায়েন এ কথা বলার পর। গিল্ডা,ইনি পুলিসকমিশনার পল হাওয়ার্ড, মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সে পরিচয় করিয়ে দিল। আর ইনি আমার ভাবি স্ত্রী, গিল্ডা ডোয়ম্যান, বুঝলেন মি হাওয়ার্ড?

পল হাওয়ার্ড হাসিমুখে বললেন, আপনাদের দুজনকেই অভিনন্দন জানাচ্ছি। মেয়েটির দুচোখে ভীতি ফুটে উঠেছে পল দেখতে পেলেন, যদিও সে এগিয়ে এসে তার সঙ্গে করমর্দন করল হাসিমুখে। ও' ব্রায়েন জিজ্ঞেস করল, কমিশনার কি একটু ড্রিঙ্ক করবেন? ইতস্ততঃ করে পল বললেন, কিছু কথা ছিল আপনার সঙ্গে এবং ড্রিঙ্ক একটু করতে পারি। অপছন্দ হচ্ছে তার উপস্থিতি এ কথা মেয়েটি বুঝতে পারল। দুজনের সামনে দুটি গ্লাসে পানীয় এনে দিয়ে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। গ্লাসে চুমুক দিয়ে ও'ব্রায়েন জানতে চাইল, এবার বলুন কমিশনার আপনি কি প্রয়োজনে এসেছেন। পল বললেন, কোন সংবাদ রাখেন কি ২৫ নম্বর লেসিংটন অ্যাভিনিউ সম্পর্কে? ডানদিকের ভুরু তুলে ও' ব্রায়েন জানতে চাইল কি ব্যাপার বলুন তো?

ঐ বাড়ির মালিক তো আপনিই? হা কি হল তাতে? ব্রায়েন বলল।

একটি মেয়ে খুন হয়েছে ঐ বাড়িতে গত রাত্রে, পল হাওয়ার্ড বললেন। যে মেয়েটি খুন হয়েছে সে ছিল একটি গণিকা। খালিকুঠি বলি আমরা ঐ বাড়িকে পুলিসী ভাষায়,

গণিকাদের আস্তানা ছিল ঐ বাড়িটা, একথাটাও জানা উচিত। আর চারটে মেয়ে তাদের আপত্তিজনক কারবার চালিয়ে যাচ্ছে ঐ বাড়িতে, আমাদের কাছে এ খবরও আছে।

নিজের মুখকে যথাসম্ভব অবিকৃত রাখলো ও' ব্রায়েন। একটা সিগারেট ধরিয়ে ধীরে-সুস্থে গ্লাসের সবটুকু পানীয় শেষ করে সে বলল, মেয়েটির নাম কি?

ছেড়ে দিন আপনাকে ও নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।

পল হাওয়ার্ড উত্তর দিলেন, কে কার্জন মেয়েটির নাম। ও ব্রায়েনের চোখ দুটো নিমেষের জন্য কুঁচকে গেল, কিন্তু মুখের ভাব অপরিবর্তিত রইল। লক্ষ্য করলেন সেটা পল হাওয়ার্ড।

প্রশ্ন করল ও' ব্রায়েন, কিছু জেনেছে কি কাগজের লোকেরা?

পল হাওয়ার্ড জবাব দিলেন, খবরটা ওদের ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই জানাতে হবে। ব্যাপারটা তার আগে আপনার সঙ্গে আলোচনা করে নিই একথা মনে হল।

ও' ব্রায়েন প্রশ্ন করল, কি করে জানলেন আপনি যে ও বাড়িটা আমার? উত্তর দিলেন পল হাওয়ার্ড, আমায় বলেছে ক্যাপটেন্ জো মটলী। কোন সন্দেহ নেই এখন যে ও' ব্রায়েন নিজেই ওই বাড়িটার মালিক। তাকে হয়তো ভিত্তিহীন কথা বলেছে মটলী একথা পল ভেবেছিলেন।

ও' ব্রায়েন মন্তব্য করল, বড় বেশী বাজে কথা বলে মটলী। আবার জানতে চাইলেন পল, কোন প্রমাণ আছে কি যে আপনি ঐ বাড়ির মালিক?

নিশ্চয় আছে, কেন থাকবে না? ওটা কিনেছিল আমার অ্যাটর্নী। ও' ব্রায়েন বলল, আমিই যে ওর আসল মালিক একটু বেশী খোঁজাখুঁজি করলে প্রমাণ হয়ে যাবে।

পল প্রশ্ন করলেন, তাহলে আপনি ঐ দেহ ব্যবসায়ী মেয়েগুলোকেও চেনেন, যারা ওখানে বাস করে?

ও'ব্রায়েন ঘাড় নেড়ে বলল, অবশ্যই চিনি। মোটা বাড়িভাড়া দেয় ওরা ওদের তো অন্নসংস্থান চাই একটা। সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলছি একটু অপেক্ষা করুন। সে একটা নম্বর ডায়াল করল রিসিভার তুলে একথা বলার পর হ্যালোটার, একমুহূর্ত অপেক্ষা করার পর ফোনে বলল, একটা কাজ তোমায় দিচ্ছি শোনো, বাড়ি থেকে সব মেয়েটিকে ঘাড় ধরে বের করে দাও, ওখানে যে কটা খারাপ মেয়ে থাকে। এখুনি যাও পঁচিশ নং লেসিংটন অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে। চারটে ওরকম মেয়ে থাকে ওই বাড়িতে এটুকু আমি জানি বলেই মনে হয়।

ওদের পরিবর্তে চারজন পুরুষমানুষকে ওদের খালি অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকিয়ে দাও। পেশা। যাইহোক লোকগুলো যেন ভাল ও ভদ্র হয়। বুঝেছো দুঘন্টার মধ্যে কাজটা সেরে ফেলবে। এবার ও'ব্রায়েন হাওয়ার্ডের দিকে তাকাল রিসিভার যথাস্থানে রেখে। সবকিছুর ব্যবস্থা হয়ে গেল যা। ও বাড়িতে যারা থাকে সবাই ভদ্রলোক, কেউ গণিকা নয় খবরের কাগজের লোকেরা গিয়ে বুঝতে পারবে সব কথাই ভিত্তিহীন।

পল হাওয়ার্ড বললেন, নিশ্চিন্ত হলাম আমিও আংশিকভাবে এতক্ষণ পরে, তবে ভাবতেই পারিনি যে এত সহজ ভাবে আপনি সমস্যার সমাধান করে ফেলবেন।

ও'ব্রায়েন কাধ শ্রাগ করে বলল, এরকম ভাবনা আপনার হবে কেন? অন্য অনেক ব্যাপার আছে যা নিয়ে আপনি মাথা ঘামাতে পারেন। আমি এমনই একজন দক্ষ ব্যক্তি যে, যে কোন ঝামেলা থেকে বাঁচতে এবং বাঁচাতে পারি। সে উত্তর দিল একটা চুরুট ধরিয়ে।

কমিশনার এবার বলুন, মেয়েটির খুনী কে?

পল বললেন, এখনও তা বলতে পারব না, কে কার্সন খুনীকে মনে হয় চিনতে পেরেছিল, তবে কোন সূত্র রেখে যায়নি। ওর বুকের সামনের দিক থেকে একটা বরফ কাটা গাঁইতি বিধিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কেউ শুনতে পায়নি কের চিৎকার, আশে পাশে যারা ছিল।

জানতে চাইল ও' ব্রায়েন, কে তদন্তকারী এই খুনের?

পল জবাব দিলেন লেফটেন্যান্ট অ্যাডমস আর সার্জেন্ট ডোনোভান। একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক হয়তো সেই লোকটাই খুনী, এমন একটা লোকের চেহারার কিছুটা বিবরণ পাওয়া গেছে। সামান্যক্ষণ চিন্তার পর, ও'ব্রায়েন বলল, তাই নাকি। আচ্ছা বিবরণটা একবার বলুন তো শুনি।

সুপুরুষ, লম্বা, গায়ের রঙ তামাটে, বয়স ক্রিশ-বত্রিশ এরকমটাই শুনেছি। ধূসর রঙের স্যুট পরিধানে ছিল।

ও' ব্রায়েন বলল, খুনীকে সনাক্ত করার পক্ষে এখবর পর্যাপ্ত নয়।

হাওয়ার্ড বললেন, খুনী যাতে ধরা পড়ে আমরা সেই চেষ্টাই চালাচ্ছি, আর কোনো খালি কুঠি আছে কিনা আপনার এই শহরে, ঠিক করে বলুন তো।

ও' ব্রায়েন, অবহেলার সুরে বলল, হয়তো আছে, দু-একটা খালি কুঠি থাকলেও থাকতে পারে কারণ আমার প্রচুর সম্পত্তি আছে। আজকের মত আমায় ছেড়ে দিন, কমিশনার সাহেব। আমার হাতে অনেক কাজ আছে, কিছু মনে করবেন না। আর প্রতিটি কপি আমার চাই এই খুনের ব্যাপারে যখন যেমন রিপোর্ট আপনি পাবেন এককপি টাইপ করে সঙ্গে সঙ্গে কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন।

কমিশনার বললেন, শুনুন মিঃ ব্রায়েন বাইরের কাউকে পুলিশের রিপোর্ট দেওয়ার নিয়ম আমাদের নেই। তবে আমি নিজে মাঝেমাঝে এসে খবরটা জানিয়ে যাব আপনি যখন বলছেন, যদিও কাজটা বেআইনী। কঠিন চোখে ও' ব্রায়েন বলল, কমিশনার, আমার ঐ রিপোর্টগুলো চাই ই।

সামান্য থমকে গিয়ে কমিশনার বললেন, আচ্ছা তাই হবে। আজ তাহলে বিদায় নিচ্ছি।

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল পলকে ও'ব্রায়েন নিজে এসে। গম্ভীর মুখে তারপর সে কি যেন ভাবতে লাগল দরজা বন্ধ করে, পল গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে চলে যাবার পর।

গিল্ডার চোখেমুখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠেছে, গিল্ডা তাকে একদৃষ্টিতে দেখছে দরজা সামান্য ফঁক করে, তার পেছনের ঘরের ভেতর থেকে। ও' ব্রায়েন তা দেখতে পেল না।

.

০৯.

কে কার্সনের খুনের ব্যাপারে আলোচনা করছিল। সার্জেন্ট ডোনোভান তার সহকারী ডিটেকটিভ থার্ড গ্রেড ডানকানের সঙ্গে। কার পার্কের যে অ্যাটেন্ডাটটি সেই বারে ডিউটিতে ছিল সেটা কে কার্সনের বাড়ির সামনে, তাদের কানে এসেছে অ্যাটেন্ডাটটির খাতা চুরি গেছে। সেই লোকটাই খাতা সরিয়েছে, যে লোকটা ধূসর স্যুট পরে এসেছিল, আমারও তাই মনে হয় ডানকান বলল, খাতায় যে ওর গাড়ির নম্বর আছে লোকটা জানত।

ডোনোভান বলল, কথাটা ঠিক, তবে খাতাটা এতক্ষণে নিশ্চয়ই পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছে। ওর খাতাটা যদিও নিয়ে থাকে কি কি তথ্য তাহলে এতক্ষণে আমরা যোগাড় করতে পেরেছি একটা নোটবই হিপপকেট থেকে বের করে পাতা উল্টে পড়ে যেতে লাগল ডোনোভান।

একটি লোক সবুজ রংয়ের লিংকন মোটর গাড়ি এনে রাখে লেসিংটন অ্যাভিনিউর কার পার্কে, লোকটির পরনে ছিল ধূসর রংয়ের স্যুট। গতরাত্রে ঠিক তখন রাত নটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। গাড়িটাকে সে হয়তো সমস্ত রাতই এখানে রাখবে, একথা সেই লোকটি বলে তাকে যে লোকটি ভিতরে ডিউটিতে ছিল। ঐ লোকটি একটি ট্যাক্সিতে

চড়ে চলে যায় রাত দশটা নাগাদ মৃতা কে কার্সনকে নিয়ে। ওরা রোজ রেস্তোরাঁয় গিয়েছিল একথা জানা গেছে ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছে। কে কার্সনের সঙ্গে ঐ লোকটিই ছিল একথা ব্লুরোজের মালিক স্যাম ভার্সি যে বিবৃতি দিয়েছে তা থেকেই জানা গেছে। এর আগে তার সঙ্গীদের কখনোই বুরোজে নিয়ে যায়নি কে কার্সন। লোকটিকে নিয়ে যখন সে যায় তখন তাকে দেখে মনে হয়েছিল, সে একটু ভিন্ন প্রকৃতির। আমরা দ্বিতীয় ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছে জানতে পারি যে আবার তারা দুজন ট্যাক্সি চেপে রাত বারোটা নাগাদ কের অ্যাপার্টমেন্টের দিকে ফিরে যায়। সে খুন হয় রাত বারোটা নাগাদ, ডাক্তারের রিপোর্টে জানা যায়। ধূসর স্যুট পরা ঐ লোকটি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, একথা মিস্ ক্রিস্টি ঐ বাড়িরই আরেক বাসিন্দা জানায়। কার পার্কে গিয়ে ঢেকে লোকটি, সেখান থেকে আগেই খাতায় টুকে রেখেছিল তাঁর গাড়ির নম্বর অ্যাটেন্ডাটটি। ভয়ে অজানা লোকটি খাতাটাই সরিয়ে ফেলে পাছে কেউ জানতে পারে। সেটা আসলে তার গাড়ির নম্বর নয়, এমন একটি নম্বর লোকটি অ্যাটেন্ডাটকে বলে যায় যাবার সময়।

ডানকান বলল, আমার সন্দেহ হচ্ছে একজনকে, মনে পড়ে একটা টেলিফোন এসেছিল যখন আমরা তদন্ত করতে যাই কে কার্সনের বাড়ি। আমরা যে মোটা লোকটার সঙ্গে কথা বললাম ব্যাংকে গিয়ে সেই টেলিফোনের সূত্র ধরে, তখন সে আমাদের বলল একটি মেয়ে নিয়ে ঐ বুথে কিছুক্ষণ আগে ফোন করতে ঢুকেছিল একটি বয়স্ক লোক। সেও নিজে ফোন করতে ঢুকেছিল ঐ বুথে তার বৌকে সে কথা পরে বলল। ঐ বুথ থেকে সকালে একটার বেশী ফোন করা হয়নি, ও মিথ্যে বলেছিল, তা আমরা এক্সচেঞ্জে ফোন করে জানতে পারি। এখন মনে হয় আমরা অনেক কিছু জানতে পারবো নোকটাকে চেপে ধরলে, কারণ ও যে মিথ্যে বলেছে সেটা ধরা পড়ে গেছে। ও হয়তো নিজেই সেই

লোক, আমরা যাকে খুঁজছি। একথা কে বলতে পারবে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সার্জেন্ট ডোনোভান এবং বলল তোমার ধারণা একেবারে অমূলক বলা যায়না বটে, এক্ষুনি গিয়ে তাকে জেরা করা দরকার, আর দেরী করছ কেন?

.

১০.

ঘরে এসে তার আরাম কেদারায় বসল সীন ও'ব্রায়েন, যতক্ষণ না পুলিস কমিশনারের গাড়ি দূরে মিলিয়ে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে এল গিল্ডাও।

ও' ব্রায়েন গভীর সুরে বলল, কথা আছে গিল্ডা, কাছে এসো। আরাম কেদারার হাতলে এসে বসল গিল্ডা। কে কার্সনকে মনে পড়ে গিল্ডা? তাঁর চুলে হাত বোলাতে বোলাতে ও' ব্রায়েন জিজ্ঞাসা করল। অবশ্যই মনে পড়ে, গিল্ডা তার দিকে রুক্ষ চোখে তাকিয়ে বলল, কিন্তু একথার মানে? তুমি নিশ্চয়ই জান, ওর কিছুটা ভালবাসা ছিল তোমার ভাই জনির সঙ্গে?

গিল্ডা উত্তর দিল, হা এব্যাপার তো সেই পুরানো দিনের, এ প্রসঙ্গ এখন আলোচনার অর্থটা কি?

গতকাল রাত্রে কে কার্সন খুন হয়েছে এজন্যই এ প্রসঙ্গ আসছে বলল ও' ব্রায়েন।

আতঙ্কে শিউরে উঠল গিল্ডা তার বক্তব্য শুনে।

ভয়ে তার চোখ বন্ধ হয়ে গেল।

গিল্ডা তুমি কি বলতে পার কাল রাতে ফিরে এসেছিল কি জনী? প্রশ্ন করল ও'ব্রায়েন, প্যারাডাইস ক্লাবে আমার একজন লোক ওকে দেখেছিল, তুমিও কি ওকে দেখেছো? গিল্ডা নত মুখে, নিম্নস্বরে জবাব দিল, গতকাল রাতে ও শহরেই ছিল, আমার যতদূর জানা আছে।

ও'ব্রায়েন শান্তস্বরে প্রশ্ন করল, তোমার কি মনে হয় খুনটা কি জনিই করেছে? সোজাসুজি ও ব্রায়েনের চোখের দিকে তাকিয়ে গিল্ডাবলল,কখনই একাজ জনিকরতে পারেনা।ওব্রায়ান বলল, সেটা তত তোমার অভিমত গিল্ডা। একথা তুমি বলছ, কারণ ওকে তুমি ভালবাস। যথেষ্ট বদনাম আছে: জনিও খুব ভাল লোক নয়। পাঁচজনের আলোচনা তো আর উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

গিল্ডা তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠল, আমি আবার বলছি একাজ জনি করেনি। জনিই খুন করেছে, তুমি এমন জোর দিয়ে বলছ কেন, তোমার হাতে যথেষ্ট প্রমাণ আছে?

এসব কথা তোমায় নিজেই পুলিস কমিশনার বলে গেছেন, তাই নয় কি? কমিশনার কিছুই জানেন না জনির সম্পর্কে, তোমার ধারণা অবশ্যই ভ্রান্ত গিল্ডা।

গিল্ডা জানতে চাইল, তবে তুমি শুধু শুধু জনিকে সন্দেহ করছ কেন এ ব্যাপারে।

যথাসঙ্গত কারণেই করছি, এই শহরেই গতকাল রাত্রে জনি ছিল।

গিল্ডা হঠাৎ ভীষণ জোরে বলে উঠল, কিছুতেই একাজ জনি করতে পারেনা।

ও' ব্রায়েন জানতে চাইল, তোমার সঙ্গে কি ওর গতরাত্রে দেখা হয়েছিল।

গিল্ডা উত্তর দিল,ও টেলিফোন করেছিল, তবে দেখা হয়নি। আমাকে তুমি কেন আগে জানাও নি যে ও টেলিফোন করেছিল।

গিল্ডা বলল, সীন, আমি খুব লজ্জিত, ও বারণ করে দিয়েছিল তাই আর জানাতে পারিনি, এখন বুঝছি তোমায় জানানো উচিত ছিল। আমায় ফোন করেছিল কারণ ওর খুব টাকার দরকার পড়েছিল। তখন আমি ক্যাসিনোয় যাব বলে বেরোচ্ছিলাম। ও বলল যদি কিছু টাকা পায় তাহলে নিউইয়র্ক যাবে। আমি বললাম টাকা সঙ্গে নিয়ে যাব, ও যেন ক্যাসিনোয় চলে আসে। শেষ পর্যন্ত ও আসেনি। টাকা হয়তো যোগাড় করেছে অন্য কোথাও থেকে।

ও' ব্রায়েন বলল, তোমার কি মনে হয় টাকাটা কের কাছ থেকে যোগাড় করেছে।

গিল্ডার দুচোখ ধারালো হয়ে উঠল বলল না, ও জানতই না যে কে কোথায় থাকে। তাছাড়া টাকা ও কের কাছ থেকে কখনই নিত না। ও কের ধারে কাছে ছিল না গতরাতে।

তা হলে তুমি বলছ তোমার সঙ্গে ওর দেখা হয়নি গতরাতে?

না, দেখা হয়নি, গিল্ডা জবাব দিল।

আমেরিকায় চলে গেছে ও তাহলে?

আমি নিশ্চিত এ বিষয়ে, যে ও শীঘ্রই আমার সঙ্গে ওখান থেকে যোগাযোগ করবে। আমেরিকায়ই গেছে ও।

ও ব্রায়েনের মাথায় এক ঝলক চিন্তাটা এল, জনিকে বাঁচাতে চাইছেনা তো গিল্ডা? জনি হয়তো এই মুহূর্ত গিল্ডার অ্যাপার্টমেন্টে লুকিয়ে আছে। ও' ব্রায়েন ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের স্টাডিরুমে ঢুকল, একটা নম্বর ডায়াল করল সে টেলিফোন তুলে দরজা বন্ধ করার পর, হ্যালো টাক্স বলছ?

টাক্সের গলা ভেসে এল অপর প্রান্ত থেকে। নীচু স্বরে জানতে চাইল। হ্যাঁ স্যার, কি করতে হবে বলুন।

আর একটা কাজ তোমায় দিচ্ছি শোন, এখুনি চলে যাও ৪৫ নম্বর ম্যাডেক্স কোর্টে। ওই অ্যাপার্টমেন্টটা মিস ডোরম্যানের। একটু ভালো করে নজর রাখবে চারিদিকে ওখানে গিয়ে, অবশ্য তোমায় যেন কেউ ঢুকতে না দেখে। গিল্ডার ভাই জনি হয়তো ওখানে আত্মগোপন করে আছে। আমার মনে হচ্ছে, যদি তাই হয়,তবে ওকে কোন নিরাপদ স্থানে রেখে এসো, ওখান থেকে নিঃশব্দে তুলে নিয়ে গিয়ে। হয়তো এ কাজটা সহজ নয়, তবে তুমি এর আগে আরও অনেক কঠিন কাজ করেছে। আমি আপনাকে কাজটা করে ফোন করব, টাক্স বলল, আচ্ছা স্যার, এই কথাই রইল।

ওর মাথায় যেন আঘাত কোরোনা,খুব মোলায়েম ভাবেকাজটা সারতে হবেমনে রেখো।ট্যাক্স উত্তর দিলোবসের চিন্তার কোন কারণ নেই। ও'ব্রায়েন বাইরে বেরিয়ে এল

রিসিভার নামিয়ে রেখে দরজা খুলে, গিল্ডা কৌচে বসে আছে বসার ঘরে ঢুকে দেখল। তার পাশে এসে বসল ও' ব্রায়েন। সে বলল, কিছু মনে কোর না গিল্ডা। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা নিয়ে তোমার সঙ্গে পরিষ্কার। আলোচনা দরকার এবং তা তোমার ভালোর জন্যই।ভালকরে শোন,কয়েকটাকথা তোমায় বলছি। একটাঝামেলা হয়েছিল কিছুদিন আগে তুমি, তোমার ভাই আর কেকার্সনের মধ্যে। এটা আমার মনে আছে। মাথা ঘামাবার মত কারণ এখন ঘটেছে তা জেনে রেখো। যদিও আগে ব্যাপারটা আমল দিইনি। আমার যে শত্রর অভাব নেই এটা জেনে রেখো। আর তোমায় যে শীঘ্রই আমি বিবাহ করব তারা সবাই জানে। যদি জনি গতকাল শুধু ওখানে গিয়ে থাকে তাহলে সুবিধা হবে আমার শত্রুদের, যদিও জনি খুন না করে থাকে। জনি একবার শাসিয়েছিল অতীতে কে-কে খুন করবে বলে। অনেকেরই হয়তো মনে আছে যারা আমার শত্রু। হয়তো তার অতীত নিয়ে পুলিশ তদন্ত চালাবে। এজন্য আমার সবারআগেজানাদরকার তোমার সঙ্গে কেরকিকারণেমনোমালিন্যহয়েছিল।জনির হঠাৎ মাথার গণ্ডোগোল হয়েছিল আমি এইমাত্র জানি, আর তুমি তাকে মানসিক চিকিৎসালয়ে রেখেছিলে কিছুদিন। গিল্ডা, আমার সম্পূর্ণ জানা দরকার আসল ব্যাপারটা কি?

কোনরকম ঝামেলায় পড় যদি জনিকে নিয়ে, তুমি আমায় তাহলে বিয়ে করোনা সীন, গিল্ডা অনুরোধ করল।

গিল্ডা, আমি আর কাউকে বিয়ে করবনা তোমাকে ছাড়া, মনস্থির করে ফেলেছি সম্পূর্ণভাবে। সবকিছু জানতে চাই শুধু ঝামেলা এড়ানোর জন্য।সব কথা খুলে বল আমায়।গি বলতে আরম্ভ করল। বেশ, তবেবলছি শোন আমি আর কে প্রাণের বান্ধবী ছিলাম, একসময় আমরা দুজনে একই অ্যাপার্টমেন্টে থাকতাম। ওর পার্টনার ছিল

মরিসইয়ার্দে, সেনাচত আর আমি গান গাইতাম। ভীষণ স্বার্থপর ছিল মরিস ইয়ার্দে,নীতিবোধ বলে কোন বস্তু ওর মনে ছিল না। আমার সঙ্গে একদিন কে আলাপ করিয়ে দেয় ওকে অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে এসে। আমার দিনরাত অশান্তিময় হয়ে উঠল সেদিন থেকে, আমাকে অনুসরণ করতে লাগলমরিস ছায়ার মত। মরিসকে আমি কেড়ে নিচ্ছি একথা কে ভাবল। আমাদের দুজনের মধ্যে বচসাও হল এই ব্যাপারে।আমি আজও একথা ভেবেপাইনা কের মত মেয়ে কিভাবে প্রেমে পড়ল, ঐ রকম একটা নিষ্ঠুর প্রকৃতির বাজে লোকের যে লোকটা হল মরিস ইয়ার্দে। আমি শেষ পর্যন্ত ঐঅ্যাপার্টমেন্ট ছাড়লাম, এমনকি ঐশহরও ছাড়তে হল কের সঙ্গে ঝগড়ায় বিরক্ত হয়ে,আর মরিসইয়ার্দের জ্বালাতনে।মরিস ক্ষেপে উঠেছিল কেআমার সঙ্গে ঝগড়া করছে জানতে পেরে। মরিস নিজেই শহর ছেড়ে চলে যায় এবং নাচও ছেড়ে দেয়।

আমি আবার ফিরে এলাম মরিস চলে গেছে শুনে, কিন্তু কে ততদিনে নিজেকে বদলে নিয়েছে। মরিস চলে যাওয়ায় ও আর নাচ করেনি, পতিতা বৃত্তির দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। যুদ্ধ যখন শেষ হল, জনি সেনাবাহিনী থেকে অবসর পেল তারপর তার ওপর কের নজর পড়ল। মানসিক ভারসাম্য জনির হারিয়েছিল যুদ্ধে গিয়ে, মাতাল হত মদ খেয়ে সারাদিন, ভীষণ মেজাজ গরম করত সামান্য ব্যাপারে। জনি আমার ভাই কে জানতে পারল কিন্তু কে যে গণিকা একথা জনি জানতেও পারল না। কের এমন একটা ধারণা হয়েছিল যে আমার জন্যই মরিস এই শহর ছেড়ে এমনকি তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে।

সেই ঘটনার ও প্রতিশোধ নিতে চাইল, জনির সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে। আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম জনিকে কের বিষয়েও কর্ণপাত করলনা, ক্ষেপেউঠল, মরিসের জন্য কে যেমন ক্ষেপে উঠেছিল জনিরও ঠিক তেমন হল। কে তাকে শুধু খেলিয়ে চলল,

জনি অবশ্য একবার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু কেতাতে কান দেয়নি। মেয়েটি যেগণিকাছাড়া আর কিছুনয়, যাকে সে বিয়ে করতে চায়,একথা ঘটনাক্রমেজনিএকদিনজানতে পারল। জনিরমাথা গরম হয়ে গেল একথা জেনে, এবং দুর্দান্ত প্রহার করল কে কে সোজা ওর অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে। সেখানে উপস্থিত ছিল স্যাম ভার্সিহয়ত কোন কারণে।হয়ত সেদিনই কে জনির হাতে খুন হয়ে যেত যদিনা স্যাম ভার্সি ওকে বাঁচাত। আমি জনিকে মানসিক হাসপাতালে পাঠাই ঘটনাটা জানার পর। ও এখন সম্পূর্ণ সুস্থ ডাক্তাররা বলেছেন, পুরো একবছর ওখানে কাটানোর পর।

আমিই ওকে গতকাল বাড়ি ফিরিয়ে আনতে যেতাম। ডাক্তাররা ওকে ছুটি দিয়েছে জনিই একথা ফোনে জানাল।

গিল্ডা নীরব হল, একসাথে এত কথা বলার পর। থুতনিতে হাত বুলাতে বুলাতে চিন্তিত ভাবে ও'ব্রায়েন বলল, তাহলে জনি আর কের ব্যাপারটা স্যাম ভার্সি জানে। গিল্ডা বলল, হ্যাঁ কে কে বেদম মার মেরেছিল জনি ওর উপস্থিতিতেই।

স্যামের কাছে কি গতকাল জনি গিয়েছিল?ও'ব্রায়েন জানতে চাইল। গিল্ডা উত্তর দিল সেকথা আমি বলতে পারবনা।

ও'ব্রায়েন বলল ধরে নিলাম, জনি কে রখুনীনয়, কিন্তুঐরহস্যময় লোকটি যেনাকি কেরবাড়ি থেকে রাত দুটোর সময় বেরিয়ে এসেছিল, সে যতক্ষণ না ধরা পড়ছে, সন্দেহ ভাজন ব্যক্তির তালিকায় ততক্ষণ জনিরনাম থাকবে। এসো, লাঞ্চের সময় হল এখন ওসবকথা থাক। গিল্ডাবলল, সীনআমি বাড়ি ফিরব এখন, জমাকাজ সব সারতে

হবে।ও'ব্রায়েনতারহাত ধরে খাবার ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, যেখানে যাবার ইচ্ছে হয় যাবেআগে আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবে তারপর।

টাক্স ফোন করল, গিল্ডা ও'ব্রায়েনের সঙ্গে লাঞ্চ সেরে বেরোবার কিছু পরেই। খবর কি টাক্স! ও'ব্রায়েন রিসিভার তুলেই জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁ আমি বস্ বলছি।

টাক্স বলল সুসংবাদ, গিল্ডার অ্যাপার্টমেন্টেই জনি ছিল, ওকে পেয়েছি। আমি পরে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব এখন ও তোমার দায়িত্বেই রইল, বুঝতে পেরেছ?

কলিংবেল টেপার পরে

১১.

কলিংবেল টেপার পরেই যে লোকটি এসে দরজা খুলে দিল, সার্জেন্ট ডোনোভান তাকে ঠিক চিনতে পারল, অথচ ডিটেকটিভ ডানকান চিনতে পারল না। ব্যাঙ্কে পার্কারের পাশে বসে এই লোকটিই কাজ করছিল। ডোনোভান জলদ স্বরে প্রশ্ন করল, মিঃ হল্যান্ড আপনি তাইনা? শুধু মাথা নাড়ল কে নিরুত্তরে। কেকে তীক্ষ্নচোখে সবিশেষ নিরীক্ষণ করছিল পাশে দাঁড়িয়ে ডোনোভানের সঙ্গী ডিটেকটিভ ডানকান্। সে-ভঙ্গী করল কেনের চালচলন দেখে। লোকটা কেন আমাদের দিকে এমন অপরাধীর মত তাকিয়ে আছে নিজের মনেই সে ভাবল, কি ব্যাপার? যেন টাকা লুকিয়ে রেখেছে বাড়িতে, ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে মনে হচ্ছে ওর চাহনী দেখে। ডোনোভান বলল, আমরা কয়েকটি কথা বলতে চাই আপনার সহকর্মী মিঃ পাকারের সঙ্গে দেখা করে। বলতে পারেন ওনার ঠিকানা কি? কেরে মুখ থেকে কোন কথা বেরোল না, যদিও সে উত্তর দেবার জন্য মুখ খুলল। উত্তর দিচ্ছেন না কেন? কি হল আপনার,বলুন পাকার কোথায় থাকেন? পুনরায় জানতে চাইল সার্জেন্ট ডোনোভান উচ্চস্বরে। ওঃ পার্কার, শুকনো হেসে টোক গিলে বলল কেন, এই পাশের রাস্তায় থাকেন উনি। কি যেন ইয়ে ১৪৫ মার্শাল, অ্যাভিনিউতে উনি থাকেন পকেট থেকে নোট বই বের করে মিঃ ডানকান। কেনের সামনেই ঠিকানাটা লিখে নিল টেলিফোন বুথ থেকে ওঁর স্ত্রীকে ফোন করবেন একথা কি আজ সকালে আপনাকে বলেছিলেন মিঃ পার্কার? আবার ডোনোভান বেশ চাপ দিয়ে প্রশ্ন করল। কৈ, নাতো, আমায় তো কিছুই বলেনি, কেমন ভড়কে গিয়ে জবাব দিল কে না মানে সে রকম কিছু না তো। একথা তো ঠিক, টেলিফোন বুথে ওকে আপনি ঢুকতে দেখেছিলেন? কে ঘাবড়ে

গিয়ে জবাব দিল, ও হ্যাঁ বটে এখন মনে পড়েছে। মনে আছে তখন সময় কত? সে কথা তো মনে নেই কে বলল। ডানকানকে বলল ডোনোভান কেনের দিকে অগ্নি-দৃষ্টি বর্ষণ করে। কোন লাভ নেই এখানে শুধু শুধু সময় নষ্ট করে, চল যাই। তাঁরা দুজন গাড়িতে উঠল কেনের দিকে পিছন ফিরে। কেন্ নির্নিমেষে সেই দিকে চেয়ে রইল যতক্ষণ পর্যন্ত স্টার্ট দিয়ে গাড়িটা চোখের সামনে থেকে না মিলিয়ে গেল।

ঘরে এল কে সদর দরজা বন্ধ করে, দুহাতে চেপে ধরে ইজিচেয়ারের পেছন দিকটা, কিছুক্ষণ দাঁড়াল। কিছুক্ষণ আগে বুকের ভেতর যে ধড়ফড়ানি শুরু হয়েছিল, এই দুই পুলিস অফিসারকে দেখে তা এখনো থামেনি। তাঁর পা দুটো থরথর করে কাঁপছিল কে অনুভব করল।

মনে মনে বলল কে বড় জোর রক্ষা পেয়েছি। ওরা কি বুঝতে পেরেছে আমি ঘাবড়ে গেছি? নিজেকে একটু বশে আনতে হবে এবার থেকে। যদি কখনও আবার ওরা এসে হাজির হয় আগামী দিনে, তাহলেই ওরা সন্দেহ করবে আমি যদি এরকম থরথর করে কাঁপি।

তার মনে পড়ল হঠাৎ পার্কারের কথা। তার কাছ থেকে পার্কারের ঠিকানা নিয়ে গেছে ঐ দুই গোয়েন্দা অফিসার কিছুক্ষণ আগেই। সজাগ করে দিতে হবে পার্কারকে ওরা যাবার আগেই। কেন্ ডায়াল করল পাকারের টেলিফোন নম্বর, অপেক্ষা করতে হলনা বেশি সময়, উল্টোদিক থেকে ভেসে এল পার্কারের স্ত্রীর গলা। কে বলল, হ্যালো, আমি কে হল্যান্ড কথা বলছি, একটু ডেকে দিন তো ম্যাক্সকে? পাকারের স্ত্রী বলল,বাগানে দাঁড়িয়ে

ম্যাঙ্গ কথা বলছে, দুজন ভদ্রলোক এসেছেন ওর সঙ্গে দেখা করতে। ঠিক আছে, ফোন রাখছি, হতাশ গলায় কে বলল। আমি ফোন করেছিলাম ওকে একটু বলে দেবেন।

কেন্ টলতে টলতে মদের আলমারীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল রিসিভার রেখে দিয়ে। গলায় ঢেলে দিল গ্লাসে করে খানিকটা জল না মেশানো হুইস্কি।

ইতিমধ্যে পার্কারের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা দুজন, তাঁর আর এখন কিছু করণীয় নেই। ইজিচেয়ারে এসে বসল কোনরকমে শ্রান্ত শরীর নিয়ে। এখন সে কি করবে ভাবতে লাগল একটা সিগারেট ধরিয়ে। তার সব চিন্তা এলোমেলো হয়ে যেতে লাগল যখনই মনে পড়ল, হয়তো। ডানকান আর ডোনোভান পার্কারের সঙ্গে এখন কথা বলছে। ওদের বলে দেবেনা তো পার্কার সত্যি কথাটা ফাঁদে পড়ে। পুলিস জেরা করে বের করে নেবেনা তো, যে কের টেলিফোন নম্বরটা পার্কারই তাকে দিয়েছিল। পার্কারের কি মনে আছে তার হালকা ধূসর রঙের স্যুটটার কথা? তার মাথায় এইসব উল্টোপাল্টা চিন্তা ঘুরপাক করতে লাগল। চেয়ার ছেড়ে কে উঠে দাঁড়াল। বসে থাকতে তার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল। ইতস্ততঃ ভাবে তাকাতে লাগল সে সদর দরজা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে এসে। পার্কারের বাড়ির সামনে পুলিসের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কিনা দেখে আসবে ভাবল মোড়ের মাথায় গিয়ে।নিজেকে কে সংযত করল অতিকষ্টে, ভাবল গেলে যদি সে তাদের চোখে পড়ে যায় তখন? একটা কথা কেনের মুহূর্তের মধ্যে মনে পড়ে গেল, ফিরে এসে যখন সে দরজা বন্ধ করছিল, তার হাত পা পেটের ভেতর ঢুকে যাবার অবস্থা হল অতিরিক্ত ভয়ে। কে কার পার্কের অ্যাটেনডেন্টের খাতাটা চুরি করে এনেছিল সেই রাতে, যে রাতে কে কে খুন করা হয়। কিছুতেই তার এখন মনে পড়ছেনা। কোথায় তারপর সে খাতাটা রেখেছে।

এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ যে, সেই স্যুটটার পকেটে খাতাটা ছিলনা, সে স্যুটটা ও ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে রেখে এসেছে, কারণ ও নিয়ে যাবার আগে সেই স্যুটটার পকেট নিখুঁত ভাবে খুঁজেছিল, দেখছিল কিছু ওর ভেতর আছে কিনা। কোথায় আছে তাহলে সেটা? পড়ে গেল নাকি রাস্তায়। একটা রক্তের হিমতে তার শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল, কথাটা মনে হতেই। ওটা নিশ্চয়ই পুলিসের হেফাজতে আছে, যদি রাস্তায় পড়ে গিয়ে থাকে। কেনের গাড়ির নম্বর ওতেই লেখা আছে এটাই সবচেয়ে বড় আতঙ্কের কারণ। ঐ খাতাটা নির্ভুল প্রমাণ যে কে ঐ রাত্রে ওখানে গাড়ি পার্ক করেছিল। কোনও ভাবে যদি খাতাটা গাড়ির ভেতরই পড়ে গিয়ে থাকে এমনটাও তো হতে পারে বই কি। গাড়িটা এখুনি একবার খুঁজে দেখা দরকার, কেন্ উঠে পড়ল কথাটা মনে হতেই। তার সদর দরজার দিকেই এগিয়ে আসছে পার্কার। বাগানের গেট খুলে, সদর দরজা খুলে গ্যারেজের দিকে এগিয়ে যেতেই কে দেখতে পেল। কেন্ আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল, ম্যাক্স কি ব্যাপার। ক্লান্তি আর উত্তেজনার ছাপ চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে ম্যাক্স পার্কারের। পার্কার, থেমে থেমে বলল ভেতরে চল কথা আছে। দুটো গ্লাসে হুইস্কি ঢালল কেন, ফিরে এল বসার ঘরে পার্কারকে নিয়ে। একটা গ্লাস পার্কারকে দিয়ে বলল, এবার বল কি হয়েছে? আত্মপ্রত্যয়িত ভাবে পার্কার বলল, একটা কথাও ওরা আমার কাছ থেকে জানতে পারেনি। ভীষণ বদমাইশ সার্জেন্টটা কে কে নাকি আমিই সেদিন ফোন করেছিলাম একথা বলল। ও বার বার আমায় চেপে ধরে, যতই আমি অস্বীকার করি। একটাই নাকি ফোন করা হয়েছিল ব্যাঙ্ক থেকে দশটা নাগাদ।

শেষকালে জোর করে কথা আদায় করার জন্য বলল। মানছি মশাই আপনি খুন করেননি, কিন্তু অন্ততঃ তাদের নামগুলো বলে দিন যারা ঐ কে মেয়েটার কাছে আসত।

আমিও বার বার বলছি, আমার স্ত্রীকে ছাড়া আমি আর কাউকেই ফোন করিনি। যাচাই করে দেখতে চাইল লোকটা শেষকালে, সে বলল আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা জেনে নেবে। সে কথামত সেই কাজই কর। আমি সেদিন ওকে দশটায় ফোন করেছি কিনা বাড়ির ভিতর ঢুকে মেইজিকে সত্যিই সে জিজ্ঞাসা করল। ওর কথা শুনে বিপদের গন্ধ পেল মেইজি কারণ সে বুদ্ধিমতী মেয়ে। সরাসরি বলে দিল সে যে ফোনটা সেই করেছিল। ওরা দুজনেই ক্ষমা চাইল আমার কাছে চলে যাবার সময়। ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল কেনে, যাক শুনে স্বস্তি পেলাম। আরাম করে চেয়ারে বসে সে বলল। পার্কার গভীর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি কিন্তু মেইজিকে সবকথা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছি। কে অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, এটা কি রকম হল? একথাও কি বলেছে যে তুমিও তার ওখানে যাওয়া আসা করতে? এছাড়া পথ ছিলনা,বলতেই হল, পার্কার বলল, ওরা দুজনে চলে যাবার পর মেইজি সমস্ত ব্যাপার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানতে চাইল। ও ঠিক ধরে ফেলেছে আমি সার্জেন্ট ডোনোভানকে মিথ্যা কথা বলেছি। ব্যাপারটা কিন্তু ও খোলা মনে নিতে পারেনি, সব কথা শুনে মর্মাহত হয়েছে। হয়তো আমার পরিবারের শান্তি ব্যাহত হবে এর ফলে। তুমি সেদিন রাতে কের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়েছিলে নাকি? বলতো কে সত্যি করে।

কেন্ উত্তেজিত হয়ে বলল,

আজেবাজে কথা বলছ কেন? কের অ্যাপার্টমেন্টে আমি সেদিন যাইনি, এখনও বলছি আগেও তোমায় বলেছি।

কেন্ তুমি আমায় মিথ্যা কথা বলছ, একথা আমার মনে হচ্ছে। পার্কার বলল, তোমার চেহারার সঙ্গে অবিকল মিলে যাচ্ছে, ওরা সন্দেহ ভাজন ব্যক্তির যে বর্ণনা দিল। কে আবার ধমকে উঠল, বাজে কথা বন্ধ কর পার্কার, কেন তোমার বিশ্বাস হচ্ছেনা যে সেদিন আমি ওখানে যাইনি, বারবার বলা সত্ত্বেও। কেন্, আইনের তাতে কিছু যায় আসেনা, আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি আর না করি, তবে একথা মনে রেখো, কখনই ওদের কাছে বোলোনা যে আমিই তোমায় ওর টেলিফোন নাম্বার দিয়েছিলাম, যে পরিস্থিতিই আসুক। এর মধ্যে আর আমায় জড়িয়ো না তোর্মায় মিনতি করছি। তুমি যদি মুখ খোলো তবে চাকরিটি আমি হারাব, তোমার জন্যই আমার বাড়ির শান্তি নষ্ট হয়েছে। আমায় আর কেউ তখন চাকরি দেবেনা, প্রতিটি খবরের কাগজে যদি আমার ছবি ছাপা হয়। পার্কার বলল। তখন যেন আমায় ফাঁসিয়ে দিয়োনা কেন, আজ হোক বা কাল তোমায় ঠিক গ্রেপ্তার করবে পুলিস। চুপ করবে তুমি দয়া করে, কে ক্রোধে আর উত্তেজনায় প্রায় ফেটে পড়ে বলল, আমার কথাটা একবারও ভাবছনা, শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত আছ। আমি কেন তা নিয়ে মাথা ঘামাব, তুমিই ভাববে তোমার কি করা উচিৎ, পার্কার বলল। কের কাছে যাবার জন্য তুমিই আমায় ইন্ধন দিয়েছিলে একথা ভুলে যেয়োনা পার্কার, কেন্ ক্রোধান্বিত চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, খুবই নির্বোধের কাজ করেছি তোমার কথা শুনে। আমি সেদিন কের কাছে গিয়েছিলাম স্বীকার করছি। কিন্তু তা বলে আমি ওকে খুন করিনি। ও শোবার ঘরে ঢুকেছিল আমায় বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে, তারপর

পার্কার চীৎকার করে উঠল, চুপ কর, তুমি আমাকেও ঐ খুনের চক্রে জড়াতে চাও এসব কথা বলে, তাইনা? আমার এসব শুনে লাভ নেই, কি ঘটেছিল বা তুমি কি করেছিলে, তোমায়। আমি ঐ একটা কথাই বলে দিচ্ছি। তুমি কখনই পুলিসের কাছে বলবেনা যে,

আমি তোমায় ওর টেলিফোন নাম্বারটা দিয়েছিলাম। তোমায় আমি কোন কিছুতেই জড়াবো না, ভয় পেয়োনা, কে বলল, তবে একথাও তুমি অস্বীকার করতে পারনা যে নৈতিক দিক থেকে তুমিও কিছুটা দায়ী। আমি এই বিপদে পড়েছি তোমার কথা শুনেই। তুমি এবার চলে যাও।

পার্কার ঘর থেকে বিদায় নিল আর একটি কথাও না বলে। পার্কার চলে যাচ্ছে বাগানের ভিতর দিয়ে কেন্ জানালায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেল।

কেন্ স্বগোতোক্তি করল পার্কার আমার থেকেও বেশি ভয় পেয়েছে। ও চুপ করে থাকবে সেজন্য, কারোর সঙ্গে আলোচনা করবে না ব্যাপারটা নিয়ে। কে কিন্তু বুঝতে পারল সে নিজে এক জটিল-আবর্তে জড়িয়ে গেছে। ঐ বাড়ি থেকে সেই রাত্রে তাকে বের হতে দেখেছে র‍্যাফায়েল সুইটি এবং আর একটি মহিলা। তাকে সন্দেহ করছে পার্কার খুনী হিসাবে, সে খুব অস্বস্তি বোধ করবে এখন পার্কারের কাছে বসে কাজ করতে। এবার তার দুঃস্বপ্নের সময় শুরু হল, কেন্ একথা বুঝতে পারল।

.

১২.

ব্লু রোজ নাইট ক্লাবে ঢুকল লেফটেন্যান্ট অ্যাডামস, তারপর দেখা করল সেখানকার মালিক স্যাম ভার্সির সঙ্গে। কি করতে পারি আপনার জন্য, বলুন লেফটেন্যান্ট, স্যাম বলল। আপনার মতো লোকেরা ক্বচিৎকদাচিৎ এখানে পদার্পণ করেন। একটু ড্রিঙ্কস দেব, আপনার আতিথেয়তা কিভাবে করব, বলুন স্যার? আমি এখন ডিউটিতে আছি,

স্যাম তোমায় ব্যস্ত হতে হবেনা। কয়েকটা প্রশ্ন তোমাকে গোপনে করতে চাই। ক্লদেৎ, স্যামের বউ একা বসে টাকা গুনছিল ভেতরের ঘরে, সেখানে স্যাম অ্যাডমস কে নিয়ে ঢুকল। টাকাপয়সা দেরাজে ঢুকিয়ে রেখে তাদের দেখে স্যামের বউ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। অ্যাডমস বলল স্যাম আমি কয়েকটা কথা জানতে এসেছি কে কার্সন সম্পর্কে। অবাক দৃষ্টিতে স্যাম তার দিকে তাকাল। সে অনুমান করতে পেরেছিল, অ্যাডমস তাকে এই প্রশ্নই করবে।

অ্যাডমস জানতে চাইল সার্জেন্ট ডোনাভান স্যামের কাছে এসেছিল কিনা? স্যাম উত্তর দিল, হ্যাঁ, কয়েক ঘণ্টা আগেই এসেছিলেন ডোনোভান। তোমার কাছে যে আমি এসেছিলাম একথা বোলোনা যদি আবার তোমার সঙ্গে ডোনোভানের দেখা হয়, বললেন লেফটেন্যান্ট অ্যাডমস। আমি ব্যক্তিগত ভাবে এই খুনের তদন্তে নেমেছি। অ্যাডমস বলল, তদন্তের দিক দিয়ে সাবধানে থাকতে হবে। ব্যাপারটা ঘটার ফলে যতদূর মনে হয় রাজনৈতিক ঘোঁট পাকানো সুরু হবে। স্যাম বলল, নিশ্চিন্তে থাকুন স্যার আমার-আপনার মধ্যে আলোচনা কেউই জানতে পারবে না। বড়। রকম পরিবর্তন ঘটতে চলেছে এখানকার রাজনীতিতে। খুব বেশি হলে কয়েক মাস অথবা বছর খানেকের ভিতর। লিন্ডসে বার্ট, মনে হচ্ছে গদীয়ান হবে। অ্যাডমস বলল টলায়মান অবস্থা তাদের এখন যারা সরকারের সামনে আছে। তোমার এবং আমার দুজনেরই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ও তোমার কারবার অবশ্যই বন্ধ করে দিতে পারে গদীতে বসার পর, এটা স্যাম তোমার জেনে রাখা প্রয়োজন। হয়তো ও তোমায় নিয়ে টানা হেঁচড়া করতে নাও পারে, কৃতজ্ঞতা বশে যদি তুমি এখন থেকে ওর সঙ্গে সহযোগিতা কর।

লেফটেন্যান্ট আমি বুঝতে পারলাম।

আচ্ছা ঠিক আছে। তোমার সঙ্গে কি কে কার্সনের সেদিন রাতে দেখা হয়েছিল ঠিক করে বল।

হা হয়েছিল, স্যাম বলল। ওর সঙ্গে কি কেউ ছিল? অ্যাডমস প্রশ্ন করল। ধূসর রঙের স্যুট পরা সুদর্শন দীর্ঘদেহী একজন লোক ছিল তাঁর সঙ্গে, স্যাম বলল। সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তি বুঝতে পেরেছি, অ্যাডমস বলল, আগে কি কখনও তাকে দেখেছিলে?

স্যাম বলল, না।

কে-কি তোমায় লোকটির সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানিয়েছিল? না, কে কিছু বলেনি, বলল স্যাম।

লোকটি কি ওর ব্যবসার খদ্দের না নিছক বন্ধু? অ্যাডমস জানতে চাইল।

বলতে পারছি না নিশ্চিতভাবে, স্যাম বলল। তবে ওদের দুজনেরই খুব খুশিয়াল ভাব ছিল এটা লক্ষ্য করেছিলাম। কোনদিনই কে কখনও এখানে ওর খদ্দের নিয়ে আসেনি।

তাহলে কি লোকটাকে তোমার মনে হয় ওর বন্ধু, অ্যাডমস বলল। সে সম্পর্কে ঠিক বলতে পারছি না লেফটেন্যান্ট, কারণ আমার সঙ্গে কে লোকটির পরিচয় করিয়ে দেয়নি। আমার এও জানা নেই আদৌ ওর কোন বন্ধু ছিল কিনা।

আচ্ছা তোমার কি একথা মনে হয় যে লোকটির পক্ষে কোন মেয়েকে বরফ কাটা গাইতি দিয়ে খুন করা সম্ভব। অ্যাডমস জিজ্ঞাসা করল।

উত্তর দিল স্যাম, না লেফটেন্যান্ট, খুনীর মত দেখতে লাগছেনা লোকটিকে। আমি এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ যেও খুনকরেনি।অ্যাডমস গম্ভীরমুখেবলল, তোমার কথাই হয়তো সত্যি। কিন্তু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে খুনের দায়টা ওর ঘাড়েই পড়ছে, এটাই তো মুস্কিলের ব্যাপার। ওকে কের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গিয়েছিল কে মারা যাবার পর। এখন কথা হচ্ছে, ওর মোটিভ কি ছিল, যদি ওকে খুনী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আচ্ছা পরিস্কার করে বলত স্যাম কে কি রকম প্রকৃতির মেয়ে ছিল? লোকটি হয়তো ব্ল্যাকমেইলড় হচ্ছিল ওর দ্বারা এমনটাও কি অসম্ভব? স্যাম জোরের সঙ্গে বলল, কখনই তা হতে পারেনা। আদৌ ঐ শ্রেণীর মেয়ে ছিলনা কে, মিঃ অ্যাডমস। ওকে অসৎ পথে নামতে হয়েছিল হয়তো ভাগ্য আর সময়ের চক্রান্তে, কিন্তু ও তেমন মেয়ে ছিলনা যে অত নীচে নামবে। একেবারে অসম্ভব ওর পক্ষে কাউকে ব্ল্যাকমেইল করা।

কেন তাহলে লোকটা ওকে খুন করবে? আচ্ছা লোকটা অসুস্থ মস্তিষ্ক ছিল না কি?

চোখ-মুখের ভাষায়ই ধরা পড়ে যারা পাগল, স্যাম বলল, কিন্তু লোকটাকে দেখে আমার তা মনে হয়নি, উপরন্তু একথা ভেবেছিলাম, যে কের ধারে কাছে ঐ শ্রেণীর একটি লোকের ঘোরাঘুরি করা বরং দৃষ্টিকটু। স্যাম তোমার মতামত কি, আর কে পারে ওকে খুন করতে? লেফটেন্যান্ট, হয়তো আমার সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে, তবে গতকাল পাগলা গারদ থেকে ছাড়া পেয়েছে জনি ডোরম্যান। অনেকদিনের রাগ ছিল ওর কের ওপর, হয়ত ঐ হত্যা করেছে কে কে। নিশ্চয়ই আপনি জানেন জনির সমস্ত ইতিহাস। তাই নয় কি?

অ্যাডমস উচ্চারণ করল। জনি ডোরম্যান। তারপর নীচুস্বরে বলল, হয়তো ভুল নয় তোমার অনুমান স্যাম, তুমি আমায় জানিও জনির এখনকার ঠিকানাটা তল্লাসী চালিয়ে, পারবে তো? আচ্ছা জানাব নিশ্চয়ই একথা বলে স্যাম কেমন গড়িমসি করতে লাগল।

আর হ্যাঁ একটা কথা, অ্যাডমস বলল, আমি সে ব্যবস্থা করব যাতে এই কাজের জন্য কিছু পাওনা দেয় পুলিস থেকে।

স্যাম বলল, শীঘ্রই বিবাহ হবে ও'ব্রায়েনের সঙ্গে জনির বোন গিল্ডার।

.

১৩.

দরজার দিকে চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে যেতে যেতে অ্যাডমস বলল-ব্যাপারটা তাহলে বেশ জট পাকাবে। কিন্তু এসব কথা কাউকে প্রকাশ করবে না। তাহলে, আমি চলি।

স্যাম বলল লেফটেন্যান্ট আর তৃতীয় কেউ জানবেনা আপনি আর আমি ছাড়া।

নদীর ধারে অপেক্ষারত জাহাজে উইলো পয়েন্টে গিয়ে উঠল গাড়ি থেকে সীন ও'ব্রায়েন, যদিও জাহাজটা দেখাশোনার দায়িত্ব টাক্স এর উপরে কিন্তু জাহাজের মালিক ও'ব্রায়েন স্বয়ং।

টাক্সই শুধু বেঁচে আছে, আর সবাই মারা গেছে যারা সীন-ও'ব্রায়েনের মাদক চোরাচালান কারি দলের পুরোনো লোক, টাক্স তাদেরই এই জাহাজে এনে আশ্রয় দেয় যদি কেউ

ঝামেলায় পড়ে, তার অন্ধকার জগতের বন্ধুরা। সে পিস্তল, ছোরা, আর রিভলভার চালনায় ওস্তাদ। দুহাত ভরে টাকা পায় সে ও'ব্রায়েনের কাছ থেকে। যতই বিপদজনক অথবা কঠিন কাজ হোক টাক্স সে কাজ সম্পন্ন করবেই।

জাহাজের নীচের ডেকে চলে এল টাক্স ও'ব্রায়েনকে সঙ্গে নিয়ে। একটা বন্ধ দরজা পাশেই, দরজা খুলল টাক্স পকেট থেকে চাবি বের করে। বাঙ্কের উপর শুয়ে আছে জনি গুটিশুটি হয়ে ও'ব্রায়েন দেখতে পেল টাক্সের সঙ্গে ভিতরে ঢুকেই, বাঙ্কের বাহিরে তার একটা পা ঝুলছে।

অবিকল গিল্ডার মত মুখটা জনির, ওইরকম তার চোখানাক ও মুখ, তারও চোখের মণি সবুজ।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে ও'ব্রায়েন বলল, কেমন আছ জনি, এখন তোমার মাথা সম্পূর্ণ সুস্থ, অবশ্য ডাক্তারদের মতে। কেন তাহলে গতরাত্রে খুন করলে কে কার্সনকে। অবাক হয়ে জনি তার মুখের দিকে তাকাল বলল আজেবাজে কথা কি বলছ, কে কার্সনকে আমি কেন খুন করতে যাবো। তোমার সঙ্গে তো আমি ছিলাম গতকাল রাত্রে। ও'ব্রায়েন বলল ওসব মিথ্যে গল্পে কোন কাজ হবেনা জনি, আমি পার্টিতে ছিলাম গতকাল রাত্রে, খুন করলে ওকে কেন বল।

আমি ওকে খুন করেছি, কে বলল? মনে পড়ে, তুমি ওকে শাসিয়েছিলে খুন করবে বলে পাগলাগারদে যাবার আগে? ঠিক কাল রাতেই কে খুন হল, আর কালই তুমি সেখান থেকে ছাড়া পেয়েছে। তুমি কি ভাবছ পুলিস তোমায় ছেড়ে দেবে।

আচ্ছা ঠিক আছে, জনি বলল, আমি স্বীকার করছি আমিই না হয় ওকে খুন করেছি। আর আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম ওখানে যাবার আগে যে ওকে খুন করব একথা তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু একটা কথা থেকে যাচ্ছে। আমার কি লাভ বলত, তোমার মত রাজনীতি করলেওয়ালা ভগিনীপতি থেকে। যদি দু-একটা নোংরা মেয়েকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে, ধরা পড়ে যাই। তুমি সহজেই ঐ লোকটার ওপর দোষ চাপাতে পার, কারণ কাল রাতে কের সঙ্গে সেই লোকটাই ছিল। তোমার কথায় পুলিশ কমিশনার চলেন, আর তুমি তাকে বাঁদরের মত নাচাচ্ছ। তোমার কথামত উনি নিশ্চয়ই কাজ করবেন।

যদি আমি তোমার কথামত না কাজ করি, ও'ব্রায়েন বলল, উল্টোটাই যদি হয় খুনের দায় যদি পুলিস কমিশনারকে বলে তোমার ঘাড়ে চাপাই, তাহলে কেমন হবে? ওরকম, হঠকারীকাজ তুমি করবেনা সীন আমি নিশ্চিত, তোমার লোকসানই হবেলাভ কিছু হবেনা যদি আমি খুনী হিসেবে ধরা পড়ি। তার প্রধান কারণ, তুমি আর তখন সাহস পাবেনা গিল্ডাকে বিয়ে করতে। তুমি নিজেকে আড়ালে রাখতে চাও তখন থেকে যখন থেকে তুমি এ শহরের রাজনীতি-প্রশাসনকে করায়ত্ব করেছো।সীন, আমায় তুমি বোকা বানাবার চেষ্টা কোরোনা, তোমার জীবনে এমন অনেক ব্যাপার আছে যা পর্দার আড়ালে থাকাই ভাল, একথা আমি জানি। তুমি আত্মপ্রচার চাওনা ঠিক সেই কারণেই। তাকে দেখতে লাগল ও'ব্রায়েন মুখের রেখার অদলবদল না ঘটিয়ে। তার ভেতরে এক অদ্ভুত ইচ্ছা কাজ করতে শুরু করেছে সে বুঝতে পারল, যেটা হল সুস্থ মস্তিষ্কে জনিকে খুন করা। কিন্তু সে কিছুতেই বুঝতে দিলনা কথাটা তাঁর চালচলনে। স্থির কণ্ঠে বলল, ও'ব্রায়েন, এখন ভাবতে হচ্ছে সত্যিই, তুমিই ওর খুনী কিনা?

কোন প্রয়োজন নেই তোমার, আমাকে বিশ্বাস কর তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। জনি বলল, ব্যাপারটা খুবইনক্কারজনক।একটা বাড়তি চাবিএঁকে মেয়েছেলেটা রেখেদিত সিঁড়িরম্যাটেরনীচে দরজা খোলবার জন্য। আমি প্রথমে চাবিটা খুঁজে বের করি ওর বাড়িতে গিয়ে, তারপর লুকিয়ে পড়ি দরজা খোলার পর ওর শোবার ঘরে ঢুকে। ওই লোকটাকে নিয়ে ও ঘরে ঢোকে কিছুক্ষণ পরে।

তৈরীই হয়েছিলাম আমি বরফকাটা গাঁইতি নিয়ে। ও চীৎকার করার সময়ই পায়নি, এমন জোরে ওকে আমি আঘাত করেছিলাম। ওর লোকটা পাশের ঘরে চীৎকার করছিল ওর দেরী হচ্ছে দেখে। চুপিসাড়ে আমি বাইরে বেরিয়ে পড়ি ঘরের ফিউজ বন্ধ করে দিয়ে। ও'ব্রায়েন জানতে চাইল, কেউ কি তোমায়, ওর অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখেছিল? কেউ দেখতে পায়নি, জনি বলল, আর আমি তো বুদ্ধ নই, যে দেখা দিয়ে আসব। তুমি যে এই শহরেই আছ একথা গিল্ডা ছাড়া আর কেউ কি জানে? জনি বলল না। তুমি কের ঠিকানা কোথা থেকে পেলে? বলল ও'ব্রায়েন। আমি জানতাম, যে ও রোজ রু-বোজ ক্লাবে যেত। সেদিন ওর পাশে আগে থেকেই ঘোরাঘুরি করছিলাম। কে একটা লোকের হাত ধরে ভেতরে ঢুকল, হঠাৎ দেখতে পেলাম। আমি গোপনে ওদের অনুসরণ করলাম ওরা যখন বেরিয়ে এল।

তুমি ফের মিথ্যা কথা বলছ, ও'ব্রায়েন প্রচণ্ড চীৎকার করে উঠল। তুমি নাকি চাবি নিয়ে দূরজা খুলে ভেতরে বসেছিলে ওরা বাড়িতে ঢোকার আগেই, এক্ষুণি একথা তুমি বললে! ওদের, অনুসরণ করেছিলে এখন আবার বলছ, কোনটা তোমার সত্য কথা? জনি হাসতে হাসতে বলল, ও সত্যি তুমি পুলিসী জেরা করা শুরু করলে, আচ্ছা এবারে সত্যি কথা বলছি শোন, তুমি যখন জানতে চাও। কের ঠিকানা আমাকে দিয়েছিল প্যারাডাইস লুই।

তুমি কে'র অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছ একথা তাহলে লুই জানে? ও'ব্রায়েন আবার গর্জন করে উঠল, পাঁচ কান না করেই ছাড়বে না ব্যাপারটা ওর মত একটা বদমাইশ লোক, তুমি কি একথাটা ভেবেছ? জনি অবহেলার ভঙ্গীতে বলল, তোমার ওপর সে ভার দিয়ে দিলাম, লুইকে তুমিই শাসিয়ে রেখ। ব্যাপারটা যেন ও পাঁচকান না করে ওকে সেটা বলে দিয়ে।

ও'ব্রায়েন মাটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কিছু একটা ভাবতে লাগল, জনির কথার উত্তর দিলনা। ওকে আমি কখনই খুন করতাম না, যদি আমি এ সম্পর্কে নিশ্চিত না হতাম যে আমায় তুমি বাঁচাতে পারবে। জনি বলল, বড্ড খারাপ এই কেবিনটা, তোমার বাকে নিয়ে যাও আমায় এখান থেকে বের করে। আমি নিউইয়র্ক চলে যাব, আমায় যদি কিছু মোটা টাকা তুলে দাও তোমার ব্যাঙ্ক থেকে।

ও'ব্রায়েন ধমক দিয়ে বলল, জনিঅনভিজ্ঞদের মত কাজ করোনা। অনেকদূর ব্যাপারটা গড়িয়ে গেছেইতিমধ্যেই।টাক্সের দিকে তাকাল ও'ব্রায়েন কথা শেষ করেই। বলল, এখানে জনিকে আটকে রাখবেযতক্ষণনা আমি ছাড়ার নির্দেশ দিই। জনি পালিয়ে গেলে দায়ী থাকবেতুমি সম্পূর্ণভাবে ওর জন্য। এমন শিক্ষা দেবেযদিও পালাবার চেষ্টা করে, তাহলে আর দ্বিতীয়বার করতে সাহস পাবেনা। মাথা ফাটিয়ে দেবে অবাধ্যতা করলেই। টাক্স নিষ্ঠুর হেসে বলল, তোমার কথাই শিরোধার্য বস্।

জনি চীৎকার করে বলল, আমার সঙ্গে যদি ওরূপ আচরণ কর তার ফল কিন্তু খুবই খারাপ হবে। মনে রেখো তোমায় উচিৎ শিক্ষা দেবো, যদি আমায় ছেড়ে না দাও।

ও'ব্রায়েন ধমকে উঠল, হতভাগা, নির্বোধ ছাগল একটা, একদম চুপ কর। ততদিন তোকে এখানেই থাকতে হবে যতদিন আমি বলব। টার এগিয়ে গিয়ে কেবিনের দরজা খুলে দিল, তাকে ইশারা করতেই। ও'ব্রায়েনের দিকে তাড়া করে এল জনি পরমুহূর্তেই, এবং মেঝেয় ছিটকে পড়ল টাক্সের হাতের জোরদার এক ঘুষি খেয়ে।

ও'ব্রায়েন টাক্সকে বলল, ওকে একটু রগড়ে দাও, কিন্তু বেশি ক্ষতি যেন কোরোনা। ও'ব্রায়েন জাহাজ থেকে নামার সিঁড়িতে পা রাখল, তার আগে একবার দেখে নিল, মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা জনিরদেহটাকে।

.

১৪.

গিল্ডা উঠে পড়ে এগিয়ে এল। যখন দরজায় টোকা পড়ল। তাকে বিরক্ত করতে এল কে? এখানে ক্যাসিনোতে। নিশ্চয়ই ও'ব্রায়েন নয়, গিল্ডা ভাল করেই জানে সে এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেনা। মুখে শয়তানী হাসি নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াল প্যারাডাইস লুই, দরজা খুলেই গিল্ডা দেখতে পেল। গিল্ডা অহঙ্কারী চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, কি মনে করে এখানে। লুই উত্তর দিল, গতকাল আমার সঙ্গে জনির দেখা হয়েছিল, আমার কাছে হয়তো তুমি এ ব্যাপারে কিছু জানতে চাইবে ভেবে এলাম। গিল্ডার চোখ-মুখের গর্বিত ভাব হঠাৎ অন্তর্হিত হল। তার মুখে জনির নাম শুনে, প্রথম ধাপেই লুই সফল হল। কি আর কথা বলবে এ ব্যাপারে, কিছুটা থমকে গিয়ে গিল্ডা বলল। লুই

ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বলল, বোকামেয়ে, অবশ্যই কিছু কথা আছে, তোমায় বন্ধুর মত কয়েকটা কথা বলে যাই, তুমি বোস।

কোন কথা বলতে চাইনা আমি তোমার সঙ্গে, গিল্ডা গম্ভীর হয়ে বলল, কেই বা তোমায় অনুমতি দিয়েছে এখানে আসার, এক্ষুণি চলে যাও বলছি, বেরোও। আরে শোনো, অত উত্তেজিত হচ্ছ কেন? কোন লক্ষণই দেখা গেলনা লুইয়ের নিষ্ক্রান্ত হওয়ার। বরং আরাম করে বসে বলতে আরম্ভ করল, আমার সঙ্গে জনি গতকাল দেখা করতে এসেছিল, ও কের ঠিকানা জানত চাইল। আমি ওকে ঠিকানাটা বোকার মত দিয়ে দিলাম, আর মারাত্মক ভুল হল সেটাই, আমার দিক দিয়ে। ওকে কখনই ঠিকানা জানাতাম না যদি জানতাম ওর মনে কে কে খুন করার অভিসন্ধি আছে। আমি এখন টানাপোড়েন অবস্থায় পড়লাম। ভাবলাম তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি, যদি পুলিসের কাছে বিবৃতি দিতে হয়। প্রস্তরবৎ বসে রইল গিল্ডা। তার দুচোখ জ্বালা করছে মুখের রঙ বিবর্ণ হয়ে গেছে, জনি ওকে খুন করেনি, সে লুইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল। গিল্ডা-পুলিস কিন্তু একথা বিশ্বাস করবেনা, লুই বলল, ওরা কিন্তু জনিকেই গ্রেপ্তার করবে আসামী হিসাবে, যখন ও বিশদভাবে সব জানতে পারবে। গিল্ডা লুইকে প্রশ্ন করল দুহাতে মুষ্টিবদ্ধ করে, তোমার কত চাই। লুই সপ্রশংস সুরে বলল, বাঃ সোনামেয়ে এই তো আসল কথা বলেছে? কিন্তু চালাক মেয়ে গিল্ডা আবার বলল, কত চাই তোমার?

কে টাকা চায় তোমার কাছে, লুই ব্যক্তভাবে বলে উঠল তোমার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ঘুরে আসার ইচ্ছা হল, আজকের রাতটা বড় সুন্দর, আরে বাবা আমি তো নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছিনা, পরে টাকা পয়সার কথা ভাবা যাবে। তোমার সঙ্গে বেশ কাটবে আজকের রাতটা, ভেবেছিলাম।

গিল্ডা, আশ্চর্য হয়ে গেল, প্রশ্ন করল, টাকা চাইনা তোমার? টাকা আমার আছে অঢেল, লুই বলল, কিন্তু একটা জিনিস নেই, তা হচ্ছ তুমি। আর আমার টাকার কথা অবশ্যই ভাবতে হবে। যদি আমার পরিকল্পনা মত কাজ না হয় একটা সিগারেট ধরিয়ে গিল্ডা ধোঁওয়া ছেড়ে বলল, আমায় একটু ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে সময় দাও লুই।

ঠিক আছে ভাবো, লুই বলল, কোন অসুবিধা নেই, হাতে আমার সময় বেশি নেই, যা কিছু হবার হবে আজ রাতেই, তাই একটু তাড়াতাড়ি ভাবনাটা সেরে ফেলল।

গিল্ডা বলল, যদি তোমার কথা অনুযায়ী চলি, তবে কারো কাছে প্রকাশ করবে না তো জনির ঐ ব্যাপারটা?

লুই হাসতে হাসতে বলল, পাগল, কোন দুঃখে অন্য কারও কাছে মুখ খুলব। গিল্ডা বলল আচ্ছা আমায় একটু ভাবতে সময় দাও। গিল্ডা মুখের ওপর সজোরে দরজা বন্ধ করে দিল, লুইকে আর কিছু বলার সুযোগ দিলনা। ও'ব্রায়েনকে তারপর সঙ্গে সঙ্গে ফোন করল। ও'ব্রায়েন এই সময় ক্লাবে থাকে গিল্ডা জানে।

ও'ব্রায়েনকে ফোনে পেল মিনিট খানেক পর। গিল্ডা বলল, আমি খুব বিপদে পড়েছি সীন। গিল্ডা, একটু শ্বাস নিয়ে বলল, লুই এসেছিল, কাল রাতে ও জনিকে কের ঠিকানা দিয়েছিল ও আমায় ব্ল্যাকমেইল করতে চাইছে সেই অজুহাতে। আমায় নিয়ে ও ফুর্তি করবেবলছে আজ রাতে, ও জানিয়ে দেবে পুলিসকে যে কে-কে জনি খুন করেছে যদি ওর প্রস্তাবে রাজি না হই। উচ্চৈঃস্বরে

হেসে উঠে ও'ব্রায়েন বলল, এই ব্যাপার, লক্ষ্মী মেয়ে তুমি এ ব্যাপারে ধৈর্য্য হারিয়ো না, বিপদ তোমার নয়, লুই নিজেই জালে পড়েছে। আমি ওকে এক্ষুণি উচিৎ শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছি।

সীন, ওকে তুমি মারধোর করবে নাকি গিল্ডা উৎকণ্ঠাভরে প্রশ্ন করল, ভুলে যেয়োনা ও খুব বিপজ্জনক লোক। একবার যদি পুলিসকে জানিয়ে দেয়

তুমি একদম চিন্তা করোনা আমি কি করব তা নিয়ে, সব ঠিক হয়ে যাবে, একটু পরেই আমি আসছি, এইকথা বলে সে ফোন নামিয়ে রাখল।

আরও কিছু সময় পার হয়ে গেল। গিল্ডা দরজা বন্ধ করে রেখেছে।

.

১৫.

সানন্দচিত্তে লুই বারান্দায় পায়চারী করছে। হঠাৎ পেছনে পায়ের শব্দ পেয়ে ঘুরে তাকিয়ে সে দেখতে পেল বেঁটে খাটো টাক্স এগিয়ে আসছে তার দিকে কোটের পকেটে দুহাত গুঁজে, যে নাকি ও'ব্রায়েনের সহকারী। টাক্স বলল, কি ব্যাপার লুই নাকি? তুই এখানে কি অভিসন্ধি নিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছিস? লুই বলল–আমি অপেক্ষা করছি একটা মেয়েমানুষের জন্য। একটা কুর হাসি ফুটে উঠল টাক্সের মুখে, লুইয়ের একেবারেই ভাল লাগল না সেই হাসিটা।

মনে হচ্ছে গিল্ডা ডোরম্যানের পিছু নিয়েছে বলল টাক্স। তেমনি নিষ্ঠুর হেসে। দুপকেটে হাত খুঁজেই, পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে লুই-এর দিকে।

লুইয়ের গলা যদিও কাঁপছে তবুও সে বলল, কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে। তুই এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস কেন? বন্ধু, কারণ অবশ্যই আছে, ডান পকেট থেকে হাত বের করল টাক্স এই কথা বলেই, টাক্সের ডানহাতে ছোট নলওয়ালা একটা পিস্তল ধরা ছিল। লুই বিস্ফারিত চোখে তা দেখতে পেল। টাক্স বলল, বন্ধু তুমি কি জানতে না গিল্ডা মিঃ ও'ব্রায়েনের সম্পত্তি। বিবর্ণ হয়ে গেল লুইয়ের মুখাবয়ব, ঐ পিস্তল দেখিয়েই টাক্স তাকে স্তব্ধ করে ফেলেছে, এইরকম মনোভাব নিয়ে সে টাক্সের দিকে তাকাল। টাক্স বলল, আমার সঙ্গে চলে এসেছে, মনে রেখো তুমি বিস্ফোরক পদার্থ নিয়ে খেলা করছ। লুই, গলাটা জিভের জলে ভিজিয়ে নিয়ে তোতলামির মত করে বলল আ আমি বুঝতে পারিনি কখনই, যে গিল্ডার অধীশ্বর ও'ব্রায়েন কেন আমায় গিল্ডা সে কথা জানাল না।

ও তোমায় জবাবদিহী করতে যাবে কেন? এই কথা বলে টাক্স এগিয়ে এল। পিস্তলের নল লুইয়ের পাঁজরে ঠেকিয়ে বলল, চল আমার সঙ্গে। লুই বাইরে বেরিয়ে এল টাক্সকে অনুসরণ করে পালিত কুকুরের মত। গাড়ি দাঁড় করানোই ছিল সামনে, হুইটি ও'ব্রায়েনের আরেক চ্যালা বসেছিল ড্রাইভারের সীটে,আরেলুই, যেহুইটি হেসেবলল লুইকে দেখে।ইয়ার, অনেকদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা হল, চল নেমন্তন্নে যাবি চল, ওঠ গাড়িতে। পেছনের সীটে বসাল টাক্স লুইকে, তার পাশে সে নিজে বসল। সে তখনো পিস্তলের নলটা লুইয়ের পাঁজরে ঠেকিয়ে রেখেছে। গাড়ি স্টার্ট দিল। টাক্স তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমায়? ভীতস্বরে লুই জানতে চাইল। বাড়িতে পৌঁছে দেব তোমায় টাক্স বলল, আর হুইটি হয়তো নেমন্তন্ন খাওয়াবে তোমায়। লুই আতঙ্কে গোঙানো স্বরে বলল,

আমার বাড়ির রাস্তা তো এটানয়, অনুনয় করে বলল, গিল্ডা যে ও'ব্রায়েনের জিনিস, বিশ্বাস কর টাক্স আমি, তা জানতাম না। টাক্স বলল, আমরা ঘানা খেলে কিছুই শিখিনা, আগে বল ব্যাপারটা কি, জনি কেন। কাল রাতে তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?কথাটা এমনি কথা, সত্যনয়,কান্না ভেজা গলায় লুই বলল, একটু ভয় দেখিয়ে মজা করতে চেয়েছিলাম গিল্ডার সঙ্গে। এটা বসের একেবারেই অপছন্দ যে তোর মত একটা, নোংরা লোক গিল্ডাকে ভয় দেখিয়ে যাবে, বলেই হুইটির দিকে তাকাল টাক্স। আমরা গন্তব্যে পৌঁছে গেছি, গাড়ি এখানেই রাখো হুইটি।

সামনে কিছুটা পোড়ড়া জমি, তার পাশে নদী, সভয়ে দেখল লুই, পিস্তল পকেটে খুঁজে রেখে গাড়ি থেকে নেমে, টাক্স লুইকে সম্বোধন করে বলল নেমে আয়। গাড়ি থেমে নেমে এল লুই কাঁপতে কাঁপতে। হুইটিও ইতিমধ্যে নেমে এসেছে গাড়ি থেকে। লুইয়ের দিকে এগিয়ে আসতে। লাগল টাক্স আর হুইটি, দুটো সাইকেলের চেন হাতে নিয়ে দুজনে ঘোরাতে ঘোরাতে। টাক্স বলল, আমি তোকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, বস আবার এসব অপছন্দ করেন। তাই আজ একটু অল্প সামলে দিচ্ছি তোকে। এবার তাহলে আর প্রাণে বাঁচবি না যদি কের ব্যাপারে পুলিসের কাছে যাস, বা গিল্ডাকে উত্যক্ত করিস। লুইয়ের পা গুলো তখন কাঁপছে থরথর করে। সে চীৎকার করতে লাগল, হুঁশিয়ার আমার গায়ে যেন হাত না পড়ে, দুহাত দিয়ে সে মাথা আড়াল করে রেখেছে। লকলকে দুটো চেন তীরের বেগে এসে তার মুখে আঘাত করল পর মুহূর্তেই।

কলিং বেল বাজার শব্দ

১৬.

কেন্ এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিল কলিং বেল বাজার শব্দ পেয়েই। পরক্ষণেই সে দেখলো র‍্যাফায়েল সুইটি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে অবাক চোখে দেখতে লাগল, সেই ছোট পিকনিজ কুকুর লিও, সুইটি-এর কোলে ছিল। সুইটি বলল, চলুন মিঃ হল্যান্ড ভিতরে বসি, আপনার সঙ্গে একটু জরুরী কথা আছে। সুইটি কোন ভূমিকা না করেই শুরু করল। যখন কে তাকে ভেতরে এনে বসাল, কাগজে নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন, মিস কে কার্সন খুন হয়েছে। মানে আপনি গতরাতে যার কাছে গিয়েছিলেন। কেন্ উত্তর না দিয়ে তাঁর বক্তব্যে মনোনিবেশ করল। মিঃ হল্যান্ড এই খবরটা পুলিসের কাছে খুবই জরুরী যে আপনি কের সঙ্গে সে রাতে কিছু সময় ছিলেন। কে প্রশ্ন করল, এতে আপনার প্রয়োজনটা কি?

নিশ্চয়ই আছে, সুইটি বলল, আমি পুরস্কৃত হব আংশিকভাবে খবরটা যদি পুলিসকে জানাই। আর নয়তো পুরস্কারটা আপনি আমায় দেবেন, যদি আপনি কোন ঝামেলায় পড়তে অপছন্দ করেন। আমি যাতে পুলিসের কাছে কিছু না প্রকাশ করি। আচ্ছা, মোদ্দা কথা তাহলে আপনি আমায় ব্ল্যাকমেইল করতে চান? সুইটি লজ্জার মাথা খেয়ে হেসে বলে উঠল, স্যার ব্ল্যাকমেইল কথাটা শুনতে বড় খারাপ। আমি, মানে আমার মত গরীব লোক আপনার কাছে যা আশা করে তা হল, কিছু অর্থ সাহায্য। কেন্ প্রশ্ন করল, কত দিতে হবে?

অল্প হেসে সুইটি বলল, বেশি কিছুনা,নগদ দুশো ডলার আপাততঃ আমায় যদি দেন, তারপর অল্প কিছু করে প্রতিমাসে

কেন্ প্রশ্ন করল অল্প মানে কত? এই ধরুন, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ডলার, সুইটি বলল। ভীষণ বিপদে পড়বে কে বুঝতে পারল,যদি সে একবার সুইটি-এর দাবিতে রাজি হয়।ওর চাহিদার শেষ হবেনা। কে বলল, পুলিস আমায় ঠিক খুঁজে বার করবে আজ অথবা কাল। বরং আপনি নির্ভয়ে বলে দিতে পারেন যা আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন। একটা ডলারও আপনাকে আমি দিতে রাজী নই।

ঘাবড়ে গেল সুইটি। সে জীবনে এ পর্যন্ত অনেককে ব্লাকমেইল করেছে কিন্তু কাউকে কেনের মত এমন দৃঢ় হয়ে থাকতে দেখেনি। সে একটু ভীত হল, কিন্তু হেসে বলল, পাছে কেসটা তার নাগালের বাইরে চলে যায়। মিঃ হল্যান্ড সুস্থ মস্তিষ্কে সব কিছু বিবেচনা করে দেখুন, আমার জবানবন্দীর ফলে আপনার মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে। কের মৃত্যুর পর আমিই একমাত্র দেখেছি আপনাকে তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে। সুতরাং আমিই প্রধান সাক্ষী। যদি আপনি আমার মুখ বন্ধ করতে পারেন। কেন্ উঠে দাঁড়াল এবং বলল, আপনার একটু ভুল হচ্ছে, ঐবাড়ির একতলায় থাকেন একজন মহিলা, তিনিই আমাকে ঐবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে দেখেছেন, আপনি নন কখনই। কোনমতেই জোরদার হবেনা আপনার সাক্ষ্য প্রমাণ। সুইটি তার কথাগুলো শুনে ভড়কে গেল। একটু পরেই নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বলল, ঐ মহিলা আপনাকে দেখেছেন একথা সত্যি মিঃ হল্যান্ড, কিন্তু আপনার পরিচয় তিনি জানেন না। কিন্তু আমি আপনার সবিশেষ জ্ঞাত আছি। আমার কখনই অভিপ্রেত নয় যে সামান্য কয়েকটা ডলার খরচের ভয়ে আপনার মত এক অসাধারণ ব্যক্তির জীবন নষ্টহবে।কত মর্মাহত হবেনবলুন তোআপনার স্ত্রীযুদি

জানতে পারেন। তার এখন বয়স কত অল্প। কেনের এবার ধৈর্য্য হারিয়ে গেল, স্ত্রীর নাম শুনেই, সুইটির জামার কলার খামচে ধরে তাকে ঠেলতে ঠেলতে দরজার দিকে নিয়ে গেল চেয়ার থেকে তুলে নিয়ে। কলার ছেড়ে দিন মিঃ হল্যান্ড, এসব কি হচ্ছে? সুইটি চেঁচিয়ে উঠল, আমায় আরও কিছু বলতে দিন।

কোন কথা আর আপনাকে বলতে দেবনা, সোজা আপনি পুলিসের কাছে চলে যান। একটি পয়সাও আপনি আমার কাছ থেকে পাবেন না। এতগুলি কথা কে বলল, তারপর বলল, শীঘ্রই দূর হয়ে যান।

সুইটি বলল আমি কিন্তু সত্যিই পুলিসের কাছে যাব যদি আপনি আমার শর্তে রাজি না হন। দুশো ডলারের বেশি এক পয়সাও আপনার কাছে নেব না, আপনি এই সুশর্তে রাজি হন। বেশ তো দর কমে যাচ্ছে। পাজী, শয়তান কোথাকার, কে ব্যঙ্গ করে বলল, তোকে একটা আধলাও দেবনা, সুইটির মুখে প্রচণ্ড এক ঘুষি মারল সে, এই কথা বলেই। দরজার কাছে চিৎ হয়ে পড়ল সুইটি অসতর্কিত আক্রমণে ভারসাম্য হারিয়ে। দরজা খুলে উঠে দাঁড়াল কোনক্রমে, তারপর সবেগে দৌড় দিল দরজা খুলে বাগানের রাস্তা ধরে। প্রভুর অনুসারী হল লেজ তুলে তার কুকুর লিও, কারণ সে বুঝেছিল ব্যাপারটার পরিণতি ভাল নয়। বদমাস, বেয়াদব, পেছন থেকে কেন্ চীৎকার করে উঠল আর কোনদিন যদি এখানে দেখি, পিতৃপুরুষের নাম ভুলিয়ে দেব একেবারে।

কেন্ হাঁপাতে লাগল ঘরের ভেতরে এসে। পুলিসের কাছে নিশ্চয়ই সুইটি যাবে এরপর। তারপর সব কিছু ফাস করবে থানায় গিয়ে। মনে হয় পুলিস তাকে আধঘণ্টার মধ্যে এসেই গ্রেপ্তার করবে। পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য আর অপেক্ষা করে লাভ নেই,

কেন্ বুঝল। এবার তার সময় হয়েছে সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি হবার। সে নিজেই সব কথা পুলিসের কাছে জানাবে, সুইটি থানায় পৌঁছার আগেই, কেন্ স্থির সিদ্ধান্ত নিল। একবার সে তাকাল, দেওয়ালে যেখানে অ্যানের ছবিটা আছে তার দিকে, তারপর সদর দরজায় তালা লাগিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। কেন্ বড় রাস্তায় এসে একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসল। সীটের পেছনে মাথাটা হেলিয়ে বসল সে, নির্দেশ দিল ড্রাইভারকে পুলিস হেড কোয়ার্টারে যাবার।

.

১৭.

সার্জেন্ট আমি নিঃসন্দেহ যে ঐ কেন্ হল্যান্ড লোকটিই খুনী। সার্জেন্ট ডোনোভানের দিকে তাকিয়ে ডিটেকটিভ ডানকান রায় দিল। প্রশ্ন করল ডোনোভান, তুমি এত নিশ্চিত হলে কিরূপে? বোঝা অত্যন্ত সরল, আমি গাঁজা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে গিয়েছিলাম ডানকান বলল। একখানা রক্তের দাগ লাগা স্যুট আর একজোড়া রক্ত মাখা জুতো ওখানে একজন রেখে গিয়েছিল একথা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে। এক খদ্দেরের চেহারার যে বিবরণ দিল ওখানকার কর্মচারী, তার সঙ্গে হল্যান্ডের চেহারার বিবরণ অবিকল মিলে যাচ্ছে। দুটো পার্সেল নিয়ে লোকটি দোকানে ঢুকেছিল, আর বেরিয়ে গিয়েছিল খালি হাতে।

ডোনোভান মন্তব্য করল তোমার এই ভাষণে কোন সিদ্ধান্তেই আসা যায়না ডানকান।

না, এটাই শেষ কথা নয়, বলল ডোনোভান, আরও তথ্য আছে আমার কাছে। একথা কি মনে পড়ে যখন আমরা লোকটির কাছে পার্কারের ঠিকানা নিতে যাই, তখন ও কিরকম ভয় পেয়েছিল। পুলিস দেখলে অত ভয় পাওয়ার কি কারণ আছে যদি সে নির্দোষী হয়।

ডোনোভান বলল, ডানকান কেউই সাধারণতঃ খুশী হয়না বিনা কারণে বাড়িতে পুলিস এলে, চল ওর বাড়ি যাওয়া যাক এখানে বসে না থেকে। তাহলে ওকেই খুনী সনাক্ত করবো যদি সবুজ রঙের লিঙ্কন হয় কেন্ হল্যান্ডের গাড়িটা।

দশটা বাজে প্রায় দুজনে পৌঁছল যখন, কেন হল্যান্ডের বাড়ির কাছাকাছি।

ডানকান নিঃশব্দে টর্চের আলো ফেলল বন্ধ গ্যারেজের দরজার ফাঁক দিয়ে।

এই তো সবুজ রঙের লিঙ্কন! সার্জেন্ট ঠিক যা ভেবেছি তাই, সে প্রফুল্লিত হয়ে পরমুহূর্তেই বলে উঠল।

ডোনোভান তাকে গভীর ভাবে হুকুম করল তালা খোলার যন্ত্রটা নিয়ে এস গাড়ি থেকে।

ডোনোভান ডানকানের এই কেরামতিতে একটু ক্ষুণ্ণ হল। কমিশনারকে রিপোর্ট দেবে সে যে এটা সে নিজেই খুঁজে বের করেছে। এই কথাই সে বলবে, ভাবল ডোনোভান, দেখবে তার প্রমোশন কে আটকায়। অনেক জুনিয়ার ডানকান তার থেকে, এখন অনেক দেরী তার প্রমোশন হতে। ডোনোভান রিপোর্টে কিছুই উল্লেখ করবে না ডানকানের কৃতিত্ব সম্পর্কে। সহজেই গ্যারেজের দরজা খুলে ডানকান, তালা খোলার যন্ত্রটা নিয়ে এল। গ্যারেজে ঢোকার পর সুইচ টিপল, আলো জ্বলে উঠল। হঠাৎ ডানকান চেঁচিয়ে উঠল

গাড়ির পেছনের সীট খুলেই, দেখুন সার্জেন্ট, পেয়ে গেছি। ডানকান একটা ময়লা নোটবই হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সবিস্ময়ে ডোনোভান দেখল। সে জানতে চাইল, কি ওটা?

ডানকান বলল, এটা সেই নোটবই, সেটা হারিয়ে গিয়েছিল পার্কের কার অ্যাটেন্ডাটের টেবিল থেকে, এই গাড়ির পেছন সীটে এটা পাওয়া গেল!

ডানকানকে নিয়ে ডোনোভান গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এল এই কথা বলতে বলতে, এবার ওকে জেরা করি চল। সদর দরজায় তালা দেওয়া দেখল, বাংলোর কাছে যখন ওরা এল। দুজনে তারা জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ল। আরো দুটো জিনিস তাদের করায়ত্ব হল।

গাঁজা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে কিনে আনা একজোড়া জুতো এবং ধূসর রঙের একটি স্যুট।ডানকান একটি ভিজিটিং, কার্ডও খুঁজে পেল তাতে পার্কারের নাম লেখা, ওটা ছিল বাজে কাগজের ঝুড়িতে। কার্ডের পেছনে ফোন নাম্বার লেখা আছে কে কার্সনের।

নিশ্চয়ই কে কোথাও আত্মগোপন করে আছে ভয়ে, বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও আছে, ওকে দেখামাত্র গ্রেপ্তার করার আদেশ জানাচ্ছি আমি থানায় ফোন করে তোনোভান বলল। এবার আমি নিশ্চিত হলাম যে পার্কারই কেনকে কের কাছে যাওয়ার জন্য প্ররোচিত করেছিল।

.

১৮.

এক সুদর্শন তামাটে চেহারার যুবক অ্যাডমসের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, আপনিই কি লেফটেন্যান্ট অ্যাডমস? প্রশ্ন শুনে অ্যাডমস মুখ তুলে তাকাল, হ্যাঁ আমিই, বলুন তো কি ব্যাপার, শান্ত গলায় সে বলল, আমার কি করণীয় আপনার জন্য বলতে পারেন।

কেন্ বলিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে বলল, আমি কেন্ হল্যান্ড, আমিই সেই লোক, আপনারা যার অনুসন্ধানে আছেন, আমিই গিয়েছিলাম সেদিন রাতে কে কার্সনের অ্যাপার্টমেন্টে।

অ্যাডমস তাঁর মুখের দিকে তাকাল জরীপ করার দৃষ্টিতে,ঠিকই তো, বর্ণনানুযায়ী মিল আছে। অ্যাডমস প্রশ্ন করল, তাহলে আগে আপনি আসেননি কেন আমাদের কাছে। এই ভেবে আসিনি যে ঝামেলা আরও বেড়ে যাবে, কে উত্তর দিল, কিন্তু এখন দেখছি পালানো সম্ভব নয়। আমি যে কে কার্সনের খুনী নই শুধু এটুকু আপনাদের জানাতে চাই।

আপনাকে আমি ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবরণ দিতে চাই। অ্যাডমস বলল, আচ্ছা ঠিক আছে, কিন্তু এখানে সব আলোচনা করা ঠিক হবেনা। বারবার টেলিফোন ধরতে হবে আর অনবরত লোকজন আসা-যাওয়া করছে। অ্যাডমস মাথায় টুপিটা চাপিয়ে কেকে তার সঙ্গে অন্যত্র যাওয়ার নির্দেশ দিল। ও, একটা কথা, আপনার গাড়িটা কি সঙ্গেই আছে?

না, আনিনি, কেবলল, আমি ট্যাক্সিতেই ভাড়া দিয়ে এসেছি। কেকে তার অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে এল অ্যাডমস নিজের গাড়িতে করে। নিজের টুপিটা খুলে চেয়ারের ওপর রাখল,

কেকে ঘরের ভিতর বসিয়ে বলল এবার আপনি অকপটে সবকথা বলতে পারেন। কেন্ সব কথা খুলে বলল একটুও গোপন না করে সেদিন সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্য্যন্ত যা কিছু ঘটেছিল সব। খানিকটা স্কচ হুইস্কি দুটো গ্লাসে ঢেলে অ্যাডমসবলল, আমিও ঠিক তাই করতাম, আপনি যা করেছেন, যদি আমি বিবাহিত হতাম। কেউদ্বেল হয়ে জানতে চাইল, তাহলে আপনি আমার কথা অবিশ্বাস করেননি?

কিছুই যায় আসেনা তাতে আমি বিশ্বাস করলাম বা না করলাম, অ্যাডমস বলল, সব কিছুই জুরীদের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে বিচার হবার পর। এবার ঠিকমতো বলুন, আমি আপনাকে এখন কয়েকটি প্রশ্ন করছি। আপনি কি আর কারো উপস্থিতি অনুভব করেছিলেন কে কার্সনের অ্যাপার্টমেন্টের আলো নিভে যাওয়ার আগে? কে বলল, না আমি বুঝতে পারিনি, তবে অন্ধকার ঘরে ওর পায়ের শব্দ আর দরজা খুলে নেমে যাওয়ার শব্দ আমি শুনতে পেয়েছিলাম।

কোন আর্তনাদ কে কার্সনের গলার আপনি শুনতে পাননি? অ্যাডমস প্রশ্ন করল।

কেন্ জবাব দিল না। কারণ ঘনঘন বাজের শব্দ আর বাইরে সেদিন তুমুল ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিল। আমার কানে কিছুই শব্দ আসেনি কে যদি আর্তনাদ করে থাকেও।

আচ্ছা তাই? অ্যাডমস গম্ভীর ভাবে কি যেন ভাবতে লাগল, তারপর প্রশ্ন করল, একটা কুকুর ওয়ালা লোকের কথা বললেন না যে ঐ বাড়িতে থাকে, টেকো মাথা লোকটি, ঠিক বলছি না? হ্যাঁ লোকটির নাম র‍্যাফায়েল সুইটি, খাড়া কান, শকুনের মত বাঁকা নাক, গোটা মাথাটা টাক কেন বলল। আপনি কি ওকে চেনেন?

অ্যাডমস বলল অবশ্যই চিনি। মাত্র দুমাস আগে বাবাজী জেল থেকে বেরিয়েছে। ওর একমাত্র কাজ লোককে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করা।

তাহলে আমাকে ও মিথ্যে করে ভয় দেখিয়েছে একথা আপনি বলছেন? একশবার সত্যি, অ্যাডমস বলল, তবে আপনি যে লোকটার অন্ধকার ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা বললেন, তাকে নিশ্চয়ই সুইটি দেখতে পেয়েছিল। জানা যাবে ওকে প্রশ্ন করে।

কেন্ পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, তাহলে লেফটেন্যান্ট আমার কথা আপনি বিশ্বাস করছেন?

নিশ্চয়ই করছি, তবে আপনি ভাববেন না যে আপনি খুব অনায়াসে পার পাবেন। অ্যাডমস বলল, আপনি এখনো জানেন না যে কি সাংঘাতিক ফাঁদে আপনি গেঁথে আছে। টেলিফোন বেজে উঠল কিছু বলার আগেই। কে কিছুই বুঝতে পারলনা অ্যাডমস টেলিফোন তুলে কাকে কিছু নির্দেশ দিল। অ্যাডমস রিসিভার নামিয়ে রেখে বলল, এই রকম হুকুমজারী হয়েছে যে আপনাকে দেখামাত্র গ্রেপ্তার করতে হবে। আপনার বাড়ি তল্লাসী করে খুঁজে পেয়েছে ধূসর রঙের স্যুট এবং জুতো জোড়া যেগুলো আপনি গাঁজা স্টোর্স থেকে কিনে ছিলেন, আমার দুই সহকারী সার্জেন্ট ডোনোভান আর ডিটেকটিভ: ডানকান। আর সেই সঙ্গে তারা খুঁজে পেয়েছে আপনার গাড়ির ভেতর থেকে কার পার্কের অ্যাটেন্ডেটের সেই হারানো নোটবুকটা। আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে এখন শহরের প্রতিটি পুলিস।

কেন্ উত্তেজিত ভাবে জিজ্ঞাসা করল, আপনি তো বিশ্বাস করেন যে আমি খুন করিনি। সে কথা আপনি দয়া করে সবাইকে বলে দিন। মিঃ হল্যান্ড আপনার কি কোন ধারণা

আছে যে রাজনীতি কি পর্যায়ের জিনিস? অ্যাডমস বলল। গম্ভীর ভাবে একটা সিগারেট ধরিয়ে তাকে দেখতে দেখতে প্রশ্ন করল কেন্ এর মধ্যে রাজনীতির স্থান কোথায়? নিশ্চয়ই স্থান আছে। সীন ও'ব্রায়েন নামে একটি লোক অন্তরালে বসে শহরের রাজনৈতিক-প্রশাসনের সব কলকাঠি নাড়ছে অ্যাডমস বলল, সে বিয়ে করতে চায় গিল্ডা ডোরম্যান নামে এক সুন্দরী ক্যাবারে নায়িকাকে। অর্থ, লোকবল, ক্ষমতা সব তারই হাতে। কোনরকম প্রতিবন্ধকতা তাকে ঠেকাতে পারেনা, যা সে চায় তা ঠিক তার করায়ত্ব হয়। জনি ডোরম্যান অর্থাৎ গিল্ডার ভাইকে-কে ভালবাসত, তারপর তাকে মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হয়, সে ছাড়া পেয়েছে গতকাল, সে শাসিয়েছিল কে-কে খুন করবে বলে মাথাখারাপ হবার পর। যদিও আমি কোন উপযুক্ত প্রমাণ পাইনি তবুও মনে হয় এই জনিই হয়তো কে-কে খুন করেছে। এইবার কথা হচ্ছে নিশ্চয়ই চাইবে না তার শ্যালকের প্রাণদণ্ড হোক, ও'ব্রায়েনের মত প্রভাবশালী লোক।

অ্যাডমস আরও বলল, চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখবেনা ও'ব্রায়েন তার শ্যালককে যাতে বাঁচাতে পারে। অবশ্যই সে এমন একটি লোককে খুঁজবে যার ওপর খুনের ভার চাপানো যায়, আর আপনিই হচ্ছেন সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তি।

কেন্ বলল, আপনি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন। নিশ্চয়ই নয়, অ্যাডমস বলল, এই শহরের চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার লোক একমাত্র ও'ব্রায়েন। পুলিস কমিশনার মারফত ও'ব্রায়েনের কাছে পৌঁছে যাবে সেই রিপোর্ট, আপনার সম্বন্ধে সার্জেন্ট ডোনোভান যে রিপোর্ট তৈরী করবে। তাতে যে সব প্রমাণ থাকবে সবই আপনার বিরুদ্ধে। যাবতীয় সব প্রমাণ যা আপনার পক্ষে তা অন্তরালে চলে যাবে। হাত-পা কেনের ঠাণ্ডা হয়ে গেল, তাকে হাত-পা বেঁধে বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে সে মানস চক্ষে দেখতে

পেল। তার মৃত্যুদণ্ড কার্যভার হবে যখনই ঘাতক সুইচ টিপবে। কে উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল তাহলে আমাকে ডেকে এনে মিছামিছি এত কথা শোনানোর কি প্রয়োজন ছিল। তখনই আমায় গ্রেপ্তার করলে ভাল হত। আপনি নিজে একজন পুলিস অফিসার, আমায় কেন আপনার বাড়ি নিয়ে এলেন? কারণ একটাই, আমি আছি ও'ব্রায়েনের বিরোধী দলে।

অ্যাডমস বলল, ওর পায়ের তলা থেকে মাটি সরাতে চেষ্টা করেছি বহুবার, পারিনি। মনে হচ্ছে এবার আমার সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে যদি আপনি একটু সহযোগিতা করেন। ও'ব্রায়েন একেবারে নাজেহাল হয়ে যাবে একবার যদি প্রমাণ করতে পারি যে জনি ডোরম্যানই আসল খুনী। আমার লোকেরা আপনাকে ধরার জন্য খোঁজাখুঁজি শুরু করুক তাই আমি চাই। আমি জনিকে ধরব সেই অবসরে, তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে। আপনি যাতে আমার লোকেদের হাতে ধরা না পড়েন, আমি জনিকে গ্রেপ্তার করার আগে, সেই কারনেই আপনাকে আমি এখানে নিয়ে এসেছি। আপনার কথা বলতে হবে লিন্ডসে বার্টকে, আমি সেই চেষ্টাই চালাব যাতে উনি আপনার ব্যাপারে উৎসাহিত হন। আপনার কোন চিন্তাই নেই একবার যদি তাকে বোঝাতে পারি। আপনিও একটু ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করুন। কয়েক সপ্তাহ বা কয়েকদিন লেগে যেতে পারে এজন্য সেকথা এখনই ঠিক করে বলা যাচ্ছেনা। দয়া করে রাস্তায় বেরোবেন না, মনে রাখবেন এখানে থাকলে আপনার বিপদ আসবেনা। খুব করিৎকর্মা আমার লোকেরা। এমনিতেই ওরা উদভ্রান্ত হয়ে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, আর যদি রাস্তায় দেখে, ধরে সোজা হাজতে ঢুকিয়ে দেবে। অ্যাডমস সমস্ত কথাই বিস্তৃতভাবে কেকে বোঝাল। কেনহতবিহ্বল হয়ে বলে উঠল কিন্তু আপনার এখানে আমি কি করে একা থাকব। আমার স্ত্রী শীঘ্রই ফিরে আসবেন বাপের বাড়ি থেকে। এছাড়াও আমি চাকরি করি দায়িত্ব পূর্ণ পদে। তার কি ব্যবস্থা হবে?

একটু দাঁড়ান, হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে অ্যাডমস তাকে বললেন, আপনি যে একটা জট পাকানো সমস্যায় পড়েছেন তা পূর্বেই বলেছি। আপনার জীবনের চাইতে কখনই বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় আপনার চাকরি অথবা আপনার স্ত্রী। আপনার জীবনের শেষ সেখানেই হবে, যদি আপনি ধরা পড়েন। সব সময় এটা মনে রাখবেন।

জনি ডোরম্যানকে যদি আপনি ধরতে না পারেন তখন আমার কি হবে, কে প্রশ্ন করল। সময়ের কথা সময়েই ভাবব। কি হবে আমার স্ত্রীর? আপনার ভাবা উচিৎ ছিল নিজের স্ত্রীর কথা, কের সঙ্গে ফুর্তি করতে যাবার সময়, গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে অ্যাডমস বলল, ব্যাপারটা সহজভাবে নিন, দুঃশ্চিন্তা না করে। আমি এখন আবার হেডকোয়াটার্সে ফিরে যাচ্ছি। আপনি আপাততঃ থাকুন এখানেই। ও একটা কথা, সেদিন যখন র রোজ ক্লাবে কে'র পাশে বসেছিলাম, সেই সময় গিল্ডা ডোরম্যান এসেছিল, আপনাকে বলতেই ভুলে গেছি গিল্ডা আর কে দুজনে একসময় একই অ্যাপার্টমেন্টে থাকত ভাগাভাগি করে, কেন্ বলল। না তো আমি একথা জানতাম না–মাথায় টুপিটা পরে অ্যাডমস বলল, তবে এখনকার সমস্যার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই মনে হয়। আমার ওপর ছেড়ে দিন ব্যাপারটা।

কেন্ বলল, আমার একজন উকিল দরকার।

বিস্তর সময় পাবেন উকিল খোঁজার, এখন পাশের ঘরে শুয়ে আরামে ঘুমান, অ্যাডমস বলল। এবার আমি তাহলে চলি বলেই সে বেরিয়ে গেল, কেকে আর কিছু বলার সময় দিলনা।

কেন্ দুর্ভাবনায় পড়ল, অ্যাডমস বেরিয়ে যাবার পর। সে ভেবেই পাচ্ছেনা কি করবে, সবকিছুই যেন হঠাৎ ঘটে যাচ্ছে। তবে এটা সত্যি যে সে এক রাজনৈতিক প্যাঁচের মধ্যে পড়ে গেছে, অ্যাডমস সত্যি কথাই বলেছে। এই জটিল রাজনীতির দাবা খেলায় অ্যাডমস তাকে গুটি হিসাবে ব্যবহার করছে, কে তাও জানে। তার কোন চিন্তার কারণ নেই যদি সব হিসাব অনুযায়ী মিটে যায়, তা না হলে অ্যাডমস নিজের হাত ধুয়ে ফেলতে দ্বিধা করবে না, তাকে দোষী প্রমাণ করে।

তাঁর স্ত্রী অ্যানের কথা মনে পড়ল, বাংলো খালি দেখবে অ্যান ফিরে এসে, দেখবে কেন্ উধাও। একবস্ত্রে লোকটা উধাও হল কোথায়, কাউকে না জানিয়ে, এক রাত্রের মধ্যে। আর অফিসেও খোঁজ করবে। কখনও সে এখানে অনির্দিষ্টকালের জন্য থাকতে পারেনা, কাউকে কিছু না জানিয়ে। যদি একজন নামী উকিলের শরণাপন্ন হয় তাহলে খুব ভাল হয়। তার সামনে রাখা টেলিফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠল, যখন সে মনে মনে চিন্তা করছে কোন উকিলের সঙ্গে সে দেখা করবে। কেন্ রিসিভার তুলল, সামান্য ইতস্ততঃ করার পর। ওপাশ থেকে একজন ভারী গলায় বলে উঠল, হ্যালো লেঃ অ্যাডমস? কে বুঝতে পারল নিশ্চয়ই স্যাম ভার্সি। কেন্ উত্তর দিল লেঃ একটু বাইরে গেছেন, হয়তো হেড কোয়ার্টারে। ভার্সি একটু চুপ করে থেকে বলল, আপনি লিখে নিন একটা খবর,উনি এলে দিয়ে দেবেন, বলবেন যে টাক্সের জাহাজে জনিকে একবার দেখা গেছে, উইল পয়েন্ট ঐ জাহাজের নাম। কেনের শরীরের ভিতর একটা শিহরণ খেলে গেল, সে বলল, ঠিক আছে, বলে দেব।

নোঙ্গর করা আছে জাহাজটা নদীর মোহানায়, ভার্সি বলল,উনি সব বুঝে নেবেন ওকে বললেই। ঠিক আছে ওকে বলে দেব, বলেই কে লাইন ছেড়ে দিল। বেশ কিছুক্ষণ পর

পুলিস হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করল রিসিভার তুলে, ডেস্ক সার্জেন্ট ফোন তুলে প্রশ্ন করল হ্যালো কাকে চান, হ্যালো। কে বলল লেঃ অ্যাডমসকে একবার দিনতো। আপনি কে কথা বলছেন? উনি তত বেরিয়ে গেছেন। উনি কি এখনো পৌঁছননি, বলে গেলেন অবশ্য হেড কোয়ার্টারে যাচ্ছেন। ডেস্ক সার্জেন্ট বলল, উনি এসেছিলেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেছেন। কিছু কি জানাতে হবে। ফোন রেখে দিল কেন্ কিছুনা বলে। জনির জাহাজ যদি ছেড়ে চলে যায় অ্যাডমস গিয়ে পৌঁছনর আগেই, সেরীতিমত ভয় পেয়ে গেল। তার নিজেকে নিজেই সাহায্য করতে হবে এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেতে গেলে, সে বরং জলের ধারে গিয়ে নজর রাখবে এখানে বসে না থেকে জাহাজটা চলে গেল কিনা। অ্যাডমসের আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

কেন্ স্যাম ভার্সির দেওয়া খবরটা লিখল, অ্যাডমসের টেবিলের উপর থেকে একটুকরো কাগজ নিয়ে এবং সে উইলো পয়েন্ট জাহাজ খুঁজে বের করবে এটাও লিখল। যত শীঘ্র সম্ভব অ্যাডমস যেন সেখানে চলে যান। কে টেবিলের উপর কাগজটা চাপা দিয়ে রাখল, খুব সাবধানে দরজা খুলে বেরিয়ে এল টুপিটা মাথায় চাপিয়ে। বৃষ্টি শুরু হয়েছে তখন বাইরে, অন্ধকার আর বৃষ্টির ভেতরে হাঁটতে অদ্ভুত এক নিরাপত্তা বোধ করল সে। দ্রুতগতিতে সে নদীর মোহানার দিকে এগিয়ে চলল রাস্তায় নেমেই।

.

১৯.

ডেস্ক সার্জেন্ট অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল অ্যাডমসকে ঢুকতে দেখেই,নতুন কোন আসামী আছে নাকি ব্যাপার কি? অ্যাডমস প্রশ্ন করল? ডেস্ক সার্জেন্ট বলল, না স্যার আসামী নেই কেউ, তবে প্যারাডাইসলুইকে পাওয়া গেছে ওয়েস্টস্ট্রীটে হতচেতনঅবস্থায়।ওর প্রায় মরণাপন্ন অবস্থা, কেউ ওকে বেদম পিটিয়েছে, সালিভান ওকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেছিল, তখন সালিভান ডিউটিতে ছিল। লুইয়ের বাঁচার সম্ভাবনা খুব কম তার মতানুযায়ী। অ্যাডমস প্রশ্ন করল, কোথায় আছে লুই? ডেস্ক সার্জেন্ট জবাব দিল, কাউন্টি হাসপাতালে ছনম্বর ওয়ার্ডে। ততক্ষণাৎ কাউন্টি হাসপাতালে চলে গেল গাড়ি নিয়ে অ্যাডমস আর বিলম্বনাকরে। সারা মুখে ব্যান্ডেজ বাঁধা, চোখবুজে শুয়ে আছে লুই,ছনম্বর ওয়ার্ডে পৌঁছে দেখতে পেলঝুঁকে পড়ে।অ্যাডমসতার হাত ধরেঝকাল ডাকল,লুই। অ্যাডমসকে চোখ মেলে দেখতে পেল লুই। খেঁকিয়ে উঠে বলল, ছেড়ে দাও বলছি আমাকে, একেবারে বিরক্ত করবেনা। কে তোমার এই দুর্দশা করল? তার বিছানার একধারে বসে অ্যাডমস জানতে চাইল।

নিঃশব্দে নোটবই খুলে দাঁড়িয়েছিল অ্যাডমসের সহকারী ওয়াটসন, আমায় ছেড়ে দাও, একটা কথাও আমি বলব না লুই বলল। পকেট থেকে দেশলাই বের করে একটা কাঠি জ্বালল অ্যাডমস কিছুনা বলে, তারপর জ্বলন্ত কাঠিটা লুইয়ের হাতের পাতায় চেপে ধরল। যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে লুই হাতটা সরিয়ে নিল। তার চোখে-মুখে যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠল। বল এখনো কে তোমায় মেরেছে বললঅ্যাডমস,নাহলে এবার তোমারকবজিতেছ্যাকা দেব।টাক্সআরহুইটি,লুই অস্ফুট স্বরে বলল অ্যাডমসের নিষ্ঠুর মুখের দিকে তাকিয়ে। অ্যাডমস আরও নীচু হয়ে জিজ্ঞেস করল কেন মারল? ওরা এরকমকরল কি কারণে?লুই বলল আমি ঠিক মনে করতে পারছি না, বলেই সে দেখল আবার দেশলাই কাঠি জ্বালাচ্ছে অ্যাডমস, বলছি, একটু দাঁড়াল বলল লুই সহকর্মী

ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে অ্যাডমস জ্বলন্ত কাঠি নিভিয়ে ফেলল। তারপর লুইয়ের মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ল। লুই সব কথা ফাঁস করে দিল কোন কিছু গোপন না করে। •

কে কার্সনের ঠিকানা কি তুমিই জনিকে দিয়েছিলে? অ্যাডমস জানতে চাইল। কে প্রায় রোজ বু রোজ নাইট ক্লাবে যায়। একথা আমি জনিকে বলেছিলাম, কারণ আমি কের ঠিকানা জানিনা। রাত্রি তখন কটা বাজে?

তা প্রায় এগারটা হবে বলল লুই।

ও'ব্রায়েনের হয়ে তাহলে টাক্স কাজ করছে, অ্যাডমস জানতে চাইল। লুই বলল, হ্যাঁ ঠিক তাই, একমাত্র টাক্সই বেঁচে আছে ও'ব্রায়েনের চেলাদের মধ্যে। লুই বিবৃতি দিচ্ছিল ওয়াটসন সব লিখে নিয়েছে, এবার লুইকে দিয়ে নোট বইয়ের পাতায় সই করাল অ্যাডমস। ডাক্তারকে দেখতে পেয়ে জানতে চাইল লুই কেমন আছে, যখন সে ওয়ার্ড ছেড়ে বেরিয়ে আসছিল ডাক্তার বললেন, একেবারেই অবস্থা ভাল নয়। খুলি ফেটে ভেতরের মগজ বেরিয়ে এসেছে, এমন জোরে কেউ ওকে সাইকেলের চেন দিয়ে মাথায় মেরেছে। আজ রাত কাটানো হয়তো সম্ভব নয়। অ্যাডমস ওয়াটসনকে নিয়ে গম্ভীর মুখে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল, ডাক্তারের কথা শেষ হলে।

.

২০.

ছোট একটা নৌকো বাঁধা ছিল জেটির ধারে, কেন্ তাতে চেপে সাবধানে দাঁড় বেয়ে এগিয়ে চলল, কিছুদূরে যেখানে উইলো পয়েন্ট জাহাজটা আছে সেইদিকে। মোটর বোটের এঞ্জিনের শব্দ পেল সে কিছুদূর এগোনোর পর। তার পাশ দিয়ে জল কেটে একটা মোটর বোট বেরিয়ে গেল, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই। কেনের নৌকটা দুলে উঠল ঢেউয়ের আঘাতে। কে লক্ষ্য করল ঠিক উইলো পয়েন্টের গায়ে গিয়ে মোটর বোটটা থেমে গেল। একটা মূর্তি জাহাজের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল, অন্ধকারেও কে দেখতে পেল। নৌকা ভেড়াল কে জাহাজের পাশে এসে দাঁড় টেনে নিঃশব্দে। আর কোন লোক সেখানে ছিলনা, বুঝতে পারল সে মোটর বোটের পাশে এসে। জাহাজের পোর্ট অর্থাৎ বাঁ দিক থেকে দুটি লোকের কথোপকথন তার কানে এল, সে মুহূর্তে কেন্ ভাবছিল এখন তার কি করা উচিৎ।

ভাল করে শিক্ষা দিয়েছ তো লুইকে?

টাক্স বলল অবশ্যই প্রচণ্ডভাবে। ওর মাথার ঘিলু বেরিয়ে এসেছে, চেন দিয়ে মেরে ওর মুখ মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে হুইটি। ও'ব্রায়েন জানতে চাইল, তাহলে কি ও এখন বেঁচে নেই? স্যার, সে সম্বন্ধে ঠিক বলতে পারবনা।

আচ্ছা, ও মরে গেলেই ভাল হয়, হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে সমস্ত ব্যাপারটা, একটু চিন্তা করে ও'ব্রায়েন বলল। মুশকিলে পড়ব ও যদি মৃত্যুর আগে জবানবন্দী দিয়ে যায়। বস্ এটা খুব আশ্চর্যের ব্যাপার হবে, যদি ও বেঁচে ওঠে, কারণ আমরা দুজনে ওকে যেভাবে জখম করেছি। ও'ব্রায়েন গলা নামিয়ে বলল, শোন, জনিকেও আর বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন নেই ওকেও শেষ করে দিতে হবে। আপনার কথাই শেষ কথা বস্। ওকে খুন

করে, একটা কাঠের পিঁপের ভেতর পুরে আগা পাতলা সিমেন্ট দিয়ে ভরাট করে দেবে। ও'ব্রায়েন বলল, কাকপক্ষীও যেন না টের পায় এমন জায়গায় গিয়ে পিপেটা পুতে দেবে।

তাই হবে বস, ঐ কথাই রইল, ও'ব্রায়েন বলল আমি একবার দেখা করব জনির সঙ্গে, তারপরে জনির কেবিনের তালা খুলে ভেতরে ঢুকল টাক্সকে সঙ্গে নিয়ে। দুচোখ বুজে জনি শুয়েছিল, উঠে বসল পায়ের শব্দে। ও'ব্রায়েন বলল শুনছ জনি তোমার সঙ্গে কয়েকটা কাজের কথা বলতে এলাম, জনি বলল, দেরী না করে বলে ফ্যালো, তবে তোমার বেশ কিছু টাকা গচ্চা লাগবে তা যে কাজই হোকনা। ও'ব্রায়েন বলল, আমি তোমার সঙ্গে কোন শর্তে যেতে চাইনা জনি, ভুলে যেয়োনা তোমায় এখানে আজীবন বন্দী থাকতে হবে, যদি আমার কথার অবাধ্যতা কর। জনি বলল, আগে শুনিইনা তোমার প্রস্তাবটা কি? ও'ব্রায়েন বলল ফ্রান্সে চলে যেতে হবে তোমায় আজ রাতেই এ স্থান ছেড়ে,প্রথমে যাবে এয়ারপোর্টে তারপর নিউ ইয়র্কের প্লেনে চাপবে ওখানে গিয়ে। আমার একজন লোক নিউইয়র্কে থাকে সে তোমায় প্যারিসের প্লেনে চাপিয়ে দেবে। আমার আরেকজন লোক তোমায় একটা অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যাবে। আমি যতদিন না আদেশ দেব, ততদিন থাকবে তুমি ঐ অ্যাপার্টমেন্টে। জনি প্রশ্ন করল, আচ্ছা আমায় ভাগাবার জন্যে কেন তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ বলতো? লজ্জা করছে না তোমার আবার জবাবদিহী চাইছ? ও'ব্রায়েন উচ্চৈস্বরে বলল, তোমার তো একটাই কাজ এখানে থেকে শুধুঝামেলা বাড়াবে। আমার তোমার মত শ্যালকের সঙ্গের প্রয়োজন নেই।

ঠিক আছে যাব আমি, জনি বলল, কিন্তু কে আমার প্লেনের ভাড়া যোগাবে? তোমার প্লেনের ভাড়া আমার লোকেরা দেবে। ও'ব্রায়েন পার্স খুলে তিনটে একশো ডলারের নোট বের করল, আর বলল, নাও এ টাকাটা তুমি রাখ, আর আমার সামনে একটা চিঠি

লেখো গিল্ডাকে, লিখবে যে বেশ কিছুদিন তোমার ফিরতে দেরী হবে কারণ তুমি প্যারিসে যাচ্ছ। জনি বাধ্য ছেলের মত ও'ব্রায়েনের জবানী অনুসারে গিল্ডাকে চিঠি লিখে দিল। ও'ব্রায়েন চিঠিটা নিয়ে বেরিয়ে গেল, সব কিছুই তার পরিকল্পনা মত এগোচ্ছে, ও'ব্রায়েন দারুণ খুশী।গিল্ডা কখনই তাকে সন্দেহ করতে পারবেনা যদি জনিকে খুন করে পুঁতে ফেলা হয়। গিল্ডা বিশ্বাস করবেই যে জনি প্যারিসে আছে, কারণ সে নিজে হাতে চিঠি লিখে গেছে গিল্ডাকে। জনির মৃত্যু হয়েছে প্যারিসে থাকাকালীন একথা সে গিল্ডাকে জানাবে বেশ কিছুদিন কেটে যাবার পর। মোটর বোটে উঠল ও'ব্রায়েন জাহাজ থেকে নেমে হুকুম দিল টাক্সকে যাতে কাজটা নিঃসাড়ে সে সেরে ফেলে। তারপর জেটির দিকে চলল এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে।

কেন্ জাহাজের দিকে আড়ালে নৌকোটাকে নিয়ে গিয়েছিল যখন সে বুঝতে পারল ও'ব্রায়েন নেমে আসছে। সে চুপিসাড়ে নৌকটা এনে জাহাজের গায়ে ভেড়াল, মোটর বোটে চেপে ও'ব্রায়েন যখন দূরে চলে গেল। কে হামাগুড়ি দিয়ে কিছুদূর এগোল তারপর টাক্সকে দেখতে পেল। চট করে সে আড়ালেই লুকিয়ে পড়ল, টাক্সের সঙ্গে মহড়া দেওয়া তার একার কর্ম নয় কে বুঝতে পারল। যদি কোনমতে জনির কাছে পৌঁছা যায় তবে তাকে সব কথা বলে সাবধান করে দিতে হবে। তারপর টাক্সকে চেপে ধরতে হবে দুজনে মিলে।

কেন্ উঠে দাঁড়াল টাক্স সিঁড়ি দিয়ে উঠে যখন ওপরের ডেকে চলে গেল। সে দেখল চারটে কেবিন পাশাপাশি, সব কটাই ভেতর থেকে বন্ধ। শুধু দেখল একটা দরজার গায়ে চাবি ঝুলছে সুতরাং এখানেই জনিকে আটকে রাখা হয়েছে। একটি অল্পবয়সী ছেলে বাক্সের উপর শুয়ে আছে ছেলেটি দেখতে সুন্দর, সে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই

দেখতে পেল। জনি মুহূর্তের মধ্যেই চমকে উঠে দাঁড়াল, কেকে প্রশ্ন করল, কে তুমি? কে দরজা ভেজিয়ে তাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, তোমার জানার কোন প্রয়োজন নেই আমি কে? উত্তেজনায় মনে হচ্ছে কেনের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কে বলল জনির বিস্ফারিত দৃষ্টির অনুসরণ করে, আমি নৌকোয় বসেছিলাম, ঠিক জাহাজের পাশেই, তোমায় খুন করে পুঁতে ফেলার মতলব আঁটা হচ্ছে একথা শুনতে পেলাম। জনি অপ্রসন্ন সুরে বলল, নিশ্চয়ই তুমি ও'ব্রায়েনের দলের লোক, আমায় তুমি ভয় দেখাতে পারবেনা, ওসব ফালতু কথা বলে, চলে যাও এখান থেকে।

কেন্ বলল এক সেকেন্ডও তোমার জন্য নষ্ট করতে পারবনা। তোমায় খুন করে পিঁপেতে ভরে পুঁতে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে টাক্স। আমরা দুজনে ওকে অনায়াসেই কাবু করে ফেলতে পারি যদি তুমি সহযোগিতা কর। এতক্ষণে জনি কেনের কথা বিশ্বাস করল। তবে কপাল ঘেমে উঠল, সে মনে মনে জানল নিশ্চিত মৃত্যু হবে তার। পিস্তল আছে টাক্সের সঙ্গে জনি বলল। কি করে আমরা তার সঙ্গে লড়াইতে নামব?

ওকে প্যাঁচে ফেলে ঘায়েল করতে হবে কে বলল এখানে বসে বসে ওকে কাবু করা যাবেনা বাইরে বেরিয়ে এস। জনি বলল চাবিটা আমায় দাও, সে হঠাৎ উন্মাদের মত বলে উঠল দরজা বন্ধ করে ভেতরে বসে থাকব আমি, আর তুমি ইতিমধ্যে পুলিসকে খবর দিয়ে দেবে তাইত? কেন্ ধমক দিয়ে বলল কেন বোকার মত কথা বলছ? বন্ধ দরজা ও ভেঙে ভেতরে ঢুকবে। যা কিছু আমাদের নিজেদেরই করতে হবে। দুজনে থেমে গেল হঠাৎ বাইরে কার পায়ের শব্দ পেল। শিস্ দিতে দিতে এগিয়ে আসছে টাক্স। কে সন্ত্রস্তভাবে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিল, একটা হুইস্কির বোতল আর ভাঙা চেয়ার ছাড়া কোন জিনিসই কেবিনের ভেতর, নেই যা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায়। সে

আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকল বোতলটা হাতে নিয়ে। টাক্স পিস্তল হাতে নিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল, বলল, জনি। কি ব্যাপার? দরজা খোলা কেন কেবিনের? হয়তো ও'ব্রায়েন খুলে গেছে যাবার আগে ভুল করে। আমি কি করে জানবো? হবে হয়তো, যা টাক্স বলল এখন শোনো, কিছু দরকারী.কথা। দেখ জনি, তোমার ওপর বস্ ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আর তোমায় বাঁচিয়ে রেখে লাভ নেই। সিমেন্ট দিয়ে ঢেকে পিপেতে তোমায় খুন করে পুরে ফেলা হবে। তারপর তোমায় মাটিতে পুঁতে ফেলব।

জনি চিৎকার করে উঠল, এগিও না খবরদার আমার দিকে, এই অবসরে এগিয়ে এসে পেছন থেকে টাক্সের মাথা লক্ষ্য করে বোতলটা মারল কে। পায়ের আওয়াজ আগেই শুনতে পেয়েছিল টাক্স। ঘাড়নীচু করে মাথাটা ঠিকবাঁচিয়ে নিল। বোতলটা ভেঙে টুকরো হয়ে গেলতারকাঁধে লেগে।

কেন্ ক্ষিপ্র গতিতে সজোরে এক ঘুষি চালাল টাক্সের মুখ লক্ষ্য করে, টাক্স এবারে সরে গেল। তারপর টাক্স কেনেবুকে এক ঘুষি মারল। কেকাতরোক্তি করতে লাগলবুকে হাত দিয়ে। জনিকে হাঁটুর ওপর এক লাথি মেরে শুইয়ে দিল টাক্স জনি যেই ফাঁক পেয়ে বাইরে বেরোতে যাচ্ছিল। জনিকে নিয়ে টাক্স যখন ব্যস্ত কে ঠিক সেই সময় পেছন দিক থেকে তাকে জাপটে ধরল। কেরে মনে হল সে একটা বুনো গরিলাকে জাপটে ধরেছে। একটা ঝটকায় টাক্স কেবিনের দেওয়ালে আছড়ে ফেলল কেকে। কে আর জনি আবার উঠে দাঁড়াল, কেরে দিকে কুটিল হিংস্র চোখে তাকিয়ে টাক্সবলল।বাঃ বেশ তো একজন দোওজুটিয়েছ?খুব ভালকথাতবেকবরে যাবেদুজনেই একসঙ্গে। পিপেতে পুরেদুজনকেই তারপর কবর দেব। টাক্স কালবিলম্বনাকরে পকেট থেকে ছুরি বার করল, অনেক বেশি জায়গা আছে পিপের ভেতর এই কথা বলেই। ছুরিটা নাচাতে নাচাতে এগিয়ে আসতে

লাগল টাক্স বলল বল কাকে আগে খতম করি তোদের দুজনের মধ্যে? তাকেই মারব যে বলবে। কেন্ চেয়ার ছুঁড়ে টাক্সের বুকে মারল, তার কথা শেষ হবার আগেই সহজেই চেয়ারটাকে এড়িয়ে গেল, সে কেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পর মুহূর্তেই,এবার তাঁর মুখে ঘুষি চালাল কেন্। টাঙ্গের ছুরি কেনের কোটের কাপড়ের ভেতর চলে গেছে কেন্ টের পেল। এক ধাক্কায় টাক্সকে সে মাটিতে ফেলে দিল। তাঁর ছুরি ধরা ডান হাতটা চেপে ধরল দুহাতে সজোরে। জনিও এবার সাহসীহয়ে এগিয়ে এল। টাক্সের বুকে খুব জোরে লাথিমারল ডানপায়ের জুতো দিয়ে। টাক্সমুহূর্তের জন্য অকেজো হয়ে পড়ল, কিন্তু কেনের মুখে এক ঘুষি মারল সে পরমুহূর্তেই দেহের সব শক্তি প্রয়োগ করে। টাক্স মাটি থেকে উঠতে যাচ্ছিল কে উলটে পড়ে যেতেই, কিন্তু জনি তার আগেই পর পর বেশকয়েকবার আঘাত মারলটাক্সের মাথায় চেয়ারটাদুহাতে তুলে ধরে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল টাক্স, জনি এগিয়ে এসে তার পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে নিল। তারপর বেরিয়ে এল কেবিন থেকে কেকে মেঝে থেকে তুলে নিয়ে।

অন্যের ব্যাপারে নাক গলিয়ে

২১.

অ্যাডমস গম্ভীর ভাবে বলল, অন্যের ব্যাপারে নাক গলিয়ে সারাজীবন তুমি পয়সা কামিয়েছে। তোমার অনেক কিছুই জানা আছে কে কার্সনের খুন সম্বন্ধে। আমায় কিছু বলতে সংকোচ করনা, যা জানো বল।

উত্তর দিল সুইটি, মরিস ইয়ার্দের সঙ্গে আমি কথা বলতাম, লেফটেন্যান্ট যদি আপনার জায়গায় আমি থাকতাম, উনি অনেক খবর জানেন।

আমি জানিনা তিনি কে?

সে হল কে কার্সনের নৃত্যসঙ্গী, মরিস কে-কে ছেড়ে চলে যায়। কারণ ওদের মনোমালিন্য হয়েছিল। সুইটি সংবাদ দিল। অ্যাডমস জানতে চাইলেন ওদের ঝড়ার কারণটা কি? একই অ্যাপার্টমেন্টে থাকত কে আর গিল্ডা। গিল্ডার প্রেমে পড়ে যায় মরিস। ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় এ নিয়ে গিল্ডার সঙ্গে কের, লস এঞ্জলসে চলে যায় মরিস কিছুদিন পর। অবশ্য তার সঙ্গী হয় গিল্ডা। ইয়ার্দে কিছুদিন আগে কের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আমিও পরের কথাবার্তা সব শুনি আমার ঘরের দেয়ালে কান পেতে। একদিন শুনতে পেলাম কের সঙ্গে মরিসইয়ার্দের খুব বাকযুদ্ধ হচ্ছে। কথা প্রসঙ্গে কে-কে খুন করবে বলে মরিস শাসিয়েছিল।

টুপি খুলে মাথা চুলকোতে লাগল লেঃ অ্যাডমস। ক্রমশঃ জট পাকিয়ে যাচ্ছে সমস্ত ব্যাপারটা। জনিকেই এ পর্যন্ত খুনী সাব্যস্ত করেছিল অ্যাডমস। ঘটনার গতি যে অন্যদিকে বাঁক নিচ্ছে র‍্যাফায়েল সুইটিয়ের বিবৃতিতে বোঝা যাচ্ছে। এ বিষয়ে অ্যাডমস নিশ্চিন্ত যে, জনি বা মরিস যেই খুনী হোক, গিল্ডা ডোরম্যান এ বিষয়ে কিছুটা জড়িত।

কোথায় থাকে মরিস ইয়ার্দে? অ্যাডমস প্রশ্ন করল। র‍্যাফায়েল সুইটি বলল, লেঃ ওয়াশিংটন হোটেলে থাকে।র‍্যাফায়েল সুইটি-রঅ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে গেল অ্যাডমস চিন্তান্বিত অবস্থায়।

.

২২.

কেন্ আর জনি দুজনেই তীরে উঠে এল নৌকো থেকে নেমে। কিভাবে লেঃ অ্যাডমসের হাতে জনিকে তুলে দেওয়া যায় ওকে বুঝতে না দিয়ে একথাই কে ভাবছে। আবার ভয়ও আছে। তার অন্যদিক দিয়ে। টাঙ্গের পিস্তলটা জনির পকেটে আছে অর্থাৎ জনি সশস্ত্র। একবার জ্বলছে আর নিভছে ওয়াশিংটন হোটেলের নিয়ন আলো, হোটেলটা সামনেই। হঠাৎ একটা পুলিস কনস্টেবল, যেন আকাশ থেকে তাদের সামনে আবির্ভূত হল। ভাল করে তাকাল সে দুজনের মুখের দিকে, বলল এমন একজনকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আমরা যার নাম কেন্ হল্যান্ড। এরকম আপনার সঙ্গে তার চেহারার অবিকল মিল আছে। কেন হল্যান্ড নাকি আপনি? কেন উত্তেজিত হয়ে জবাব দিল, কখনই আমি নই। ধীরে ধীরে পুলিশ কনস্টেবলটির পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল জনি, কে কথা বলতে ব্যস্ত

থাকায় দেখতে পায়নি, জনির পিস্তল গর্জে উঠল হঠাৎ আর পুলিসটি। পড়ে গেল মাটিতে মুখ থুবড়ে কাটা কলাগাছের মতই।

কেনের হাত ধরে টানল জনি, এখুনি পুলিস আমাদের পিছু নেবে, চলে এসো তাড়াতাড়ি দৌড়ও।

যখন দুজনে ছুটছিল হঠাৎ ওয়াশিংটন হোটেলের বারান্দা থেকে গুলির শব্দ হল, জনি অন্ধকারে যন্ত্রণায় ঝাঁকিয়ে উঠল বলল, আমার হাতে গুলি লেগেছে, পালিয়ে এস গুলি চালাচ্ছে ওরা। উন্মাদের মত তারা দুজন দৌড়তে লাগল, ঢুকে পড়ল সামনের একটা গলিতে, সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে বাঁশী বাজিয়ে বড় রাস্তায় কর্তব্যরত পুলিস, ওরা শুনতে পেল। একটা ভাঙ্গা বাড়ি দেখতে পেয়ে কে দাঁড়াল, যখন ওরা গলির ভেতর দিয়ে ছুটছিল। রাস্তায় এসে একটি মেয়ে পরক্ষণেই দাঁড়াল, তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে আসুন একপলক তাদের দুজনকে দেখে নিয়ে মেয়েটি বলল, কেন জনিকে ধরে ধরে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। অনেকগুলো লোক ছোটাছুটি করে গলির ভেতর দিয়ে চলে যাচ্ছে তারা শুনতে পেল, মেয়েটি যেইনা দরজা বন্ধ করল। তাদের দুজনকে তাড়া করেই লোকগুলো গলিতে ঢুকেছে কে বুঝতে পারল, কিন্তু তারা অন্ধকারে ঠিক হদিস করতে পারছে না।

ভেতরে শোবার ঘরে কেন্ জনিকে নিয়ে গেল, মেয়েটি নির্দেশ দিল তাকে যেন আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়। মেয়েটি জল আর তোয়ালে নিয়ে আসতে কেন্ বিস্মিত হয়ে গেল। মেয়েটির শুশ্রূষার ফলে জনির হাত থেকে কিছুক্ষণ পর রক্তপড়া বন্ধ হল।

কেন্ প্রশ্ন করল টেলিফোন আছে এখানে? এখানে নেই, তবে একটা বুথ আছে গলির মোড়ে মেয়েটি উত্তর দিল। টেলিফোন করা যাবে ওখান থেকে। তবে আপনার এখন না বেরোনই ভাল কারণ চারিদিকে তল্লাশী চলছে। কেন বলল, তোমাকে ঠিক বোঝানো যাবেনা, কিছুক্ষণ আগে আমার বন্ধু একটি পুলিসকে খুন করেছে। এখান থেকে ওকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলাই যুক্তিযুক্ত।

মেয়েটি সহাস্যে বলল, তাতে আবার কি হয়েছে, সে পুলিস খুন করেছে। দুজন পুলিসকে খুন করেছে আমার ভাইও। কেন্ তবুও তার দিকে নিরাশার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, না ওকে সরাতেই হবে এখান থেকে। জনির উপরে ঝুঁকে পড়ে মেয়েটি বলল, অনেক রক্ত বেরিয়ে গেছে ওর শরীর থেকে। এখন হাঁটা চলা করা ওর পক্ষে অসম্ভব। আমি আপনাদের জন্য কফি তৈরী করে আনছি, আপনি একটু সুস্থ ভাবে বিশ্রাম নিন। কেন্ কণ্ঠে অস্বস্তি নিয়ে বলল এখানেও তো আসবে পুলিস।

মেয়েটি তাচ্ছিল্য ভরে বলল, আসেনি তো এখনও। এখন ও কথা ভুলে যান।

.

২৩.

র‍্যাফায়েল সুইটি উপরে উঠে এল ৪৫, ম্যাডক্স কোর্টের লিফটে চেপে। লিফট থেকে বেরোনোর পর সামনে একটি দরজা তার চোখে পড়ল। সে দরজার কলিংবেল টিপল। দরজা খুলে গেল কিছু পরেই। তার সামনে এসে দাঁড়াল গিল্ডা ডোরম্যান, পরনে তার

নীল রংয়ের রাত্রিবাস। সুইটি বলল, অবাক হবেন না মিস ডোরম্যান, আমি কিছু খবর যোগাড় করে এনেছি মরিস ইয়ার্দে এবং আপনার ভাই জনির। গিল্ডা ভ্রূ সঙ্কোচন করে প্রশ্ন করল, আপনাকে তো চিনতে পারলাম না? র‍্যাফায়েল সুইটি আমার নাম, জনি আমার বন্ধু। ভেতরে কি আমায় যেতে দেবেন না। এভাবেই বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব আমি?

গিল্ডা বলল, কখনই আপনি ভেতরে ঢুকবেন না, চলে যান এক্ষুণি আপনি। কথা দিচ্ছি আমি আপনাকে কোন রকম বিরক্ত করব না। আপনি শুনলে অবশ্যই কৌতূহলী হবেন। কারণ আমার কাছে সেরকম কিছু সংবাদ আছে। সামান্য চিন্তা করার পর গিল্ডা সরে দাঁড়াল। ভেতরে ঢুকল সুইটি। গিল্ডা চেয়ারে বসতেই বলল, কি বলার আছে বলুন। এমনকি খবর আছে আপনার কাছে যা আমাকে বলতে হবেই।

ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই, বলছি। কৃতার্থ হওয়ার মত হেসে সুইটি বলল, একটু হুইস্কি আর সোডা দিন আগে আমাকে, গলাটা শুকনো হয়ে গেছে। গিল্ডা চাপা অথচ রুষ্ট গলায় বলল, দেখুন এখানে এসব কিছু দেওয়া যাবেনা, আপনার যা বলার আছে বলে ফেলুন। ম্যাডাম, আমি খবরের বিনিময়ে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে থাকি। আপনি নিশ্চয়ই উৎকণ্ঠিত হবেন আমি আপনার ভাইয়ের সম্বন্ধে যে সংবাদ সংগ্রহ করেছি তা কেনার জন্য, হিসেবী গলায় সুইটি বলল।

গিল্ডা প্রশ্ন করল, আপনি কি আমায় ব্লাকমেইল করতে এসেছেন? অবশ্যই না সুইটি বলল, তবে দামী খবর পেতে গেলে দাম তত দিতেই হবে। আমি পাঁচশো ডলার নেব, যে খবর দেব তার জন্য। গিল্ডা বলল, আমার যদি অত টাকা না থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই

আপনার গয়নাগাঁটি কিছু আছে হয়তো টাকা নেই। সুইটি বলল, তাতেই আমি সন্তুষ্ট। তাহলে একটু বসুন, আপনাকে দেবার মত আমার কি কি আছে ভেতরে গিয়ে দেখে আসছি। গিল্ডা বেড়ালের মত হালকা পায়ে ভেতরে চলে গেল। গিল্ডা নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল, এক সময় সুইটি পেছন ফিরে দেখল কিছুক্ষণ বসে থাকার পর, গিল্ডার হাতে উঁচু করে পিস্তল ধরা।

পিস্তলটা সুইটির দিকে তাক করে ধরে গিল্ডা বলল, কি খবর জোগাড় করেছেন এবার বলতে পারেন। তা না হলে আমি গুলি করব আপনার পায়ে। আপনি চুরি করতে ঢুকেছিলেন আমার ঘরে একথা বলব সবাইকে, পালাতে গিয়ে ঘায়েল হয়েছেন আমার গুলিতে। একটু আগে লেঃ অ্যাডমস আমার সঙ্গে দেখা করে গেলেন সুইটি বলল, জনিই যে কের খুনী এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। ওকে অবশ্য আমি বলেছি খুন করেছে মরিস ইয়ার্দে জনি অ সুতরাং ওর ধারণা ভুল। কঠোর দৃষ্টিতে গিল্ডা তাকে দেখল এবং প্রশ্ন করল, আপনি কেন ওঁকে একথা বলতে গেলেন। কারণ মরিস ইয়ার্দে খুন হবার আগের দিন কের ঘরে এসেছিল। সুইটি বলল, আমি ঠিক কের ঘরের নীচের তলায় থাকি, ওদের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া হচ্ছিল শুনতে পেলাম হঠাৎ শুনতে পেলাম ইয়ার্দে কে-কে খুন করবে বলে শাসাচ্ছে। গিল্ডা জানতে চাইল, সমস্ত কথাই আপনি অ্যাডমসকে বলেছেন? সুইটি বলল হ্যাঁ, কারণ আমার পুরনো বন্ধু জনি, আমি চাইনা ওর কোন বিপদ হোক। আমার কর্তব্য বন্ধুর জন্য কিছু করা। আপনি পাঁচশো ডলার দেবেন এর বিনিময়ে। গিল্ডা অবাক হল। সুইটি ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিয়ে বলল, সে বিবেচনা আপনার নিজের উপর। আমি তার জীবন বাঁচিয়েছি, তার ওপর জনি আপনার ভাই।

এখনো কি জনির খোঁজ করছে পুলিস, গিল্ডা জানতে চাইল। বোধহয় না, সুইটি বলল। মরিস ইয়ার্দেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে এখন অ্যাডমস। ওয়াশিংটন হোটেলে আছে মরিস, মনে হয় ওখান থেকেই তুলবে ওকে অ্যাডমস।

গিল্ডা ড্রয়ার থেকে পাঁচ ডলারের চারটে নোট বের করে সুইটি কে দিয়ে বলল, নিন। এরচেয়ে কিছু বেশি হতে পারেনা আপনার খবরের দাম। এবার মান নিয়ে সরে পড়ুন। সুইটি নিরাশ হয়ে বলল কুড়ি ডলার মাত্র, আমার হাত একেবারে খালি। দিননা ম্যাডাম আর কয়েকটা টাকা। শীঘ্রই বেরোও, পিস্তল উঁচু করে গিল্ডা গর্জন করে উঠল, যাও বেরিয়ে যাও।

যখনই বিরস বদনে সুইটি উঠতে গেল দরজার কলিং বেল বেজে উঠল। পাশের দরজা দ্রুত গতিতে খুলে, পিস্তল নামিয়ে গিল্ডা নীচু স্বরে বলল, জলদি এদিক দিয়ে নেমে যান, বড় রাস্তা পেয়ে যাবেন। সুইটি যখন বেরিয়ে যাচ্ছে, গিল্ডা আবার চাপা গলায় বলল, খবর বিক্রী করার জন্য আর কোনদিন আমার কাছে এভাবে আসবেন না কিন্তু বলে দিলাম। এই কথা বলেই সে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিল।

গিল্ডা এগিয়ে গিয়ে সদর দরজা খুলল, সুইটি যেই পেছন দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল ও'ব্রায়েন হেসে গিল্ডার দিকে তাকিয়ে বলল, কি ব্যাপার মনে হচ্ছে ভয় পেয়েছে। গিল্ডা বলল, মিথ্যা কথা বলবনা, ভয় পেয়েছি একটু তা সত্যি। কিছুই খোঁজ পাচ্ছিনা জনির, ওকি উধাও হয়ে গেল কিছু না জানিয়েই। তুমি কি ওর খবর কিছু জান? তোমার কাছে তো সেজন্যই এলাম ও'ব্রায়েন হেসে বলল, আমার সঙ্গে জনি আজ

দেখা করতে এসেছিল। গিল্ডা অবাক হয়ে গেল, বলল দেখা করতে এসেছিল তোমার সঙ্গে কেন?

ব্রায়েন বলল, কে কার্সনের খুনের ব্যাপারে ওকে পুলিস সন্দেহ করতে পারে তাই জনি বলল ও কিছুদিন ফ্রান্সে গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকবে। আমার কাছে ও তিনশো ডলার নিয়ে গেল। তোমার কাছে টাকা নিয়েছে, জনি ফ্রান্সে গেছে গিল্ডা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল, একবার আমার সঙ্গে যাবার আগে দেখাও করলনা। ও'ব্রায়েন হাসতে হাসতে পকেট থেকে জনির লেখা পত্রখানা বের করে দেখাল, বলল দেখা হয়ত করেনি তবে ও যাবার আগে তোমায় একখানা চিঠি দিয়ে গেছে।

টেবিলের উপর রাখল চিঠিটা তারপর মন দিয়ে গিল্ডা সেটা পড়ল, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বলল, একবার দেখা করে গেলে ভাল করত যাবার আগে।

ও'ব্রায়েন বলল আর মন খারাপ করে কি হবে দেখা যখন হয়নি। তবে ফ্রান্সে ও বেশিদিন থাকবেনা, দেখে নিও।

আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা এবারে তাহলে পাকা করে ফেলা যা তুমি কি বলছ গিল্ডা? তাহলে এ সপ্তাহের শেষ নাগাদ বিয়ের তারিখটা ঠিক করে ফেলি, কি বল?

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল গিল্ডার মুখ, লাজুক হাসি হেসে বলল, তুমি যেদিন মনে করবে সেদিনই হবে সীন। ও'ব্রায়েন উঠে পড়ল বলল, আচ্ছা ঠিক আছে। আমি তাহলে বিবাহের সমস্ত আয়োজন করতে শুরু করছি। রাত হয়েছে, তুমি আর কোনরকম অযথা চিন্তা না করে শুয়ে পড়। তোমায় তারিখটা কাল সকালে ফোন করে জানিয়ে দেব।

সুইটি তাদের প্রত্যেকটা কথা দরজায় কান পেতে শুনে নিল। সে আশ্চর্য্য হল জনি চলে গেছে শুনে, আরো আশ্চর্য হল যে গিল্ডা সীন নামে একটি লোককে বিয়ে করছে। সীন ও'ব্রায়েন কি সেই বিখ্যাত অপরাধী? সেই লোকটাই সীন এ কথা ভেবে আরও আশ্চর্য হল। সুইটি মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করল, গিল্ডা দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে শুতে গেল, ও'ব্রায়েন দরজা খুলে বেরিয়ে যাবার পূর। রাত অনেক হয়েছে এবার তাকেও বাড়ি যেতে হবে। সুইটি-র হঠাৎ খুব ক্ষিধে পেল। অতি সন্তর্পণে সে গিল্ডার কিচেনে গিয়ে ঢুকল। সুইটিংর জিভে জল এল, সামনেই বিশাল রেফ্রিজারেটার, তার পেটে সারাদিন একটুও দানাপানি নেই, নিশ্চয়ই ঐ ফ্রিজের ভেতর ভালমন্দ অনেক খাবার আছে।

ফ্রিজের দরজা আলতো ভাবে টান মারতেই খুলে গেল, পরক্ষণেই চমকে উঠল ভূত দেখার মত জালিয়াত ব্ল্যাকমেইলার র‍্যাফায়েল সুইটি ভয়ে কাঁপতে লাগল থরথর করে, ক্ষীণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল। মরিস ইয়ার্দের মৃতদেহ পড়ে আছে ফ্রিজের ভেতর, সারা মুখ রক্তাক্ত, হাঁটু মোড়া অবস্থায় পড়ে আছে দেহটা।

.

২৪.

মন-মেজাজ ভীষণ খারাপ হয়ে আছে টাক্সের। সে ও'ব্রায়েনের নির্দেশ পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। সে ঠিক অনুমান করতে পারছে যে, কি সাংঘাতিক হবে এর ফল। চারিদিকে ও'ব্রায়েন রটিয়ে দেবে টাক্সের ব্যর্থতার খবর, এবং বের করে দেবে তাকে

দল থেকে। তাকে ফিরে যেতে হবে চুরি জোচ্চুরি খুন রাহাজানির দিনগুলিতে। যেখানে গেলে ও'ব্রায়েনের কাছ থেকে আর কোন সাহায্য পাওয়া যাবেনা, সে যে পুলিশের নজর থেকে বাঁচবে। পেটের দায়ে তাকে যে কোন অপরাধমূলক কাজ করতে হবেই একথা টাক্স ভালভাবেই জানে। এবং পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষে তার মৃত্যু অবধারিত। কোনটিই এর ঘটবেনা যদি সে জনিকে ধরে মেরে পুঁতে ফেলতে পারে ও'ব্রায়েনের নির্দেশমত, তাহলে সে রাজকীয় ভাবে দিন কাটাতে পারবে। কাজটা তাকে আগেই সেরে ফেলতে হবে। একথা যাতে ও'ব্রায়েনের কানে না পৌঁছয় যে জনি একটা অন্য লোকের সঙ্গে জাহাজ থেকে পালিয়েছে, গরু খোঁজা করে খুঁজতে হবে জনিকে, তা যেখান থেকেই হোক।

টাক্স ডাঙ্গায় উঠে এল জেটিতে নৌকা ভিড়িয়ে। তারপর ওয়াশিংটন হোটেলে ঢুকল শ্লথ গতিতে। হোটেলের ম্যানেজার সেথ কাটলারের সঙ্গে তার দেখা হল রিসেপশন কউন্টারে। টাক্স প্রশ্ন করল, খবর কি সেথ কাটলার? এদিককার খবর ভাল? কাটলার বলল, হাওয়া খারাপ, কেটে পড় এখান থেকে যদি নিজের ভাল চাও।

টাক্স প্রশ্ন করল, কারণটা কি?

কিছুক্ষণ আগে এক পুলিস কনস্টেবলকে জনি ডোরম্যান গুলি করেছে। টাক্সের হাত পা মনে হচ্ছে পেটের ভেতর ঢুকে গেল এই কথা শুনে, সে বলল, তাই নাকি? কাটলার বলল, হ্যাঁ খবরটা সত্যি। আরেক জন ছিল ওর সঙ্গে। অকশ্য তাকে ঠিক চিনতে পারিনি। মরিস ইয়ার্দের খোঁজে এসেছিল লেঃ অ্যাডমস, বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল ওকে না পেয়ে। আমি ছিলাম তার পাশে, দেখতে পেলাম জনি একটা লোকের সঙ্গে এদিক দিয়ে

যাচ্ছে। কিসব প্রশ্ন করছিল একটা পুলিস কনস্টেবল, যে লোকটি ওর সঙ্গে ছিল তাকে। পেছন থেকে হঠাৎ তাকে জনি গুলী করল। পুলিসটা মুখ থুবড়ে পড়ে যেতেই। লেঃ অ্যাডমস জনিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লেন। জনির বুকেই গুলিটা লাগত, আমি যদি সময়মত অ্যাডমসের হাতটা ধরে না ফেলতাম। মারা গেছে কি কনস্টেবলটা? টাক্স জানতে চাইল। ইস, সত্যি তুমি একটা ফালতু লোক, তাচ্ছিল্যের হাসিহেসে কাটলার বলল, কখনও কোন কাজ সাফল্যের সঙ্গে করতে পেরেছে জনি সারা জীবনে।

পুলিস বেঁচে আছে, তবে জখম হয়েছে। আর যদি এই ভয়ে মরে যে জনির মত ওস্তাদ ওকে মেরে ফেলেছে, তাহলে অন্য কথা। টাক্স বলল, আচ্ছা জনি কোথায় আছে, আমার খুব প্রয়োজন ওকে। ওকে কি দরকার হলেই পাওয়া যাবে। পুলিস হন্যে হয়ে ওকে খোঁজাখুঁজি করছে। টাক্স ধৈর্য্য হারিয়ে বলল, তাড়াতাড়ি বল কোনদিকে গেছে ওরা? মনে আছে সেই রোজ মেয়েছেলেটাকে? কাটলার বলল, পাশের দোকানে যে মেয়েটা দিনের বেলায় কাজ করে আর খালাসীদের কাছে রাতের বেলায় সঙ্গ দিয়ে পয়সা রোজগার করে আরে মনে নেই সেই মেয়েটার কথাই বলছি, গতবছর দুটো তরতাজা পুলিস খুন করলো যার ভাই পুচকে স্টেড? সেই রোজ মেয়েছেলেটার বাড়িতে গা ঢাকা দিয়ে আছে জনি আর তার সঙ্গীটা।

টাক্স প্রশ্ন করল, তুমি জানলে কি করে?

কাটলার বলল,আমি স্বচক্ষে দেখেছি, তাই বলছি। লেঃ অ্যাডমস দেখতে পেত যদি তার অন্তদৃষ্টি থাকত। টাক্স বলল, নিয়ে চল আমায় রোজ মেয়েছেলেটার কাছে। ওরে সর্বনাশ, ভীত গলায় কাটলার বলল, চারিদিকে পুলিসে ছেয়ে গেছে। তোমায় কি করে আমি তার

ভিতর দিয়ে নিয়ে যাব? আচ্ছা ঠিক আছে, কমপক্ষে ছাদ থেকে আমায় বাড়িটা দেখিয়ে দাও টাক্স বলল, আমি নিজেই যাওয়ার চেষ্টা করব। ওয়াশিংটন হোটেলের ছাদে উঠল লিফটে চড়ে কাটলার আর টাক্স। আলো নিভিয়ে দিল কাটলার আঙ্গুল দিয়ে সামনের দিকে নির্দেশ করে বলল, ঐ যে পুরনো বড় বাড়িটা দেখছ দূরে সরু গলির ভেতর, রোজের ঠেক ওখানে। ওখানেই জনি ঢুকেছেতার বন্ধুকে নিয়ে।টাক্স নীচুস্বরে বলল, আচ্ছা বুঝেছি, আমায় ওখানে যেমন ভাবেই হোক যেতে হবেই। হোটেলের সামনে, গলির মুখে আর ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল নজর রেখে কয়েকজন কনস্টেবল। টাক্স লক্ষ্য করল,এবাড়ির সামনে দিয়ে তাঁরা কয়েকবার যাতায়াত করল। টাক্স মনে মনে বলল, ঢুকতে হবে গলির উল্টো পথে, তারপর ঐ বাড়িতে ঢুকব পাশের বাড়ির ছাদ দিয়ে নেমে। এটাই নিরাপদ ব্যবস্থা যদিও সময় বেশি লাগবে।

.

জনি কাতরাতে কাতরাতে চোখ খুলল, কি ব্যাথা হাতে! বলল, কতক্ষণ আগে এসেছি আমরা এখানে? কেন্ জবাব দিল,হয়তো মিনিট কুড়ি হবে। কোথায় গেল সেই মেয়েটা? কেন তাকে দেখতে পাচ্ছিনা?

কেন্ বলল, ও নীচে গেছে একটু গরম দুধ আনতে তোমার জন্য। বাইরের অবস্থা কি? কেন্ বলল, ঠিক বলতে পারছি না,তবে জায়গাটাকে মনে হয় পুলিস ঘিরে ফেলেছে, কারণ আশেপাশের শব্দ শুনে বোঝা যাচ্ছে। জনি জানতে চাইল, এখানে কি আমাদের নিরাপত্তা আছে? কেবলল তা মনে হয়না, কারণ ওরা বোধহয় প্রত্যেকটা বাড়ি তল্লাসি করবে। ওরা জেনে গেছে আমরা গলির ভেতর কোন। বাড়িতে আত্মগোপন করে আছি।

তাই নাকি? জনি বলল, পালাতে পারবে একা তুমি এখান থেকে? কেবলল, একেবারেইনা। জনিমিনতি ভরা গলায় বলল,একবার জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখোনা, আলোটা নিভিয়ে দাও। কেন্ ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল লণ্ঠনের পলতেটা যেটা ছিল ঘরের একমাত্র আলো। বাইরের দিকে তাকাল জানালার পর্দা তুলে। সে কিছুই দেখতে পেলনা প্রথমে, দুজন সন্দেহজনক ব্যক্তি জানালার নীচে দাঁড়িয়ে আছে হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল। কেচাপা স্বরে জানালো, দুটো পুলিস এখনো বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। শব্দ হল দরজা খোলার, রোজ মেয়েটির গলা পাওয়া গেল পরক্ষণেই, কি হল আলো নেভানো কেন? কেবলল এক্ষুণি জ্বালিয়ে দিচ্ছি, সে লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিল দেশলাই ধরিয়ে।বলল একটু দেখছিলামরাস্তারহালচাল, পুলিস এখনোরাস্তায় আছে।

মেয়েটি জানতে চাইল জনির কাছে গিয়ে, কেমন আছ এখন? ইচ্ছার বিরুদ্ধে হেসে জনি বলল, ভালনয়।তোমাকে ধন্যবাদ জানাই, যে তুমি আমার হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছ।কিবল, অনেক রক্ত বেরিয়েছেনা? মেয়েটি উত্তর দিলনা জনিরকথার, কেকেবলল, আপনি এখন কিকরতে চান?যদি চলে যেতে চান, তবে এখনই ছাদ দিয়ে উঠে পালাতে পারেন,এর দেখাশোনা আমি করছি। পালাতেই তো চায় কে যদি সরে পড়তে পারে এখান থেকে তাহলে সে খবর দিতে পারবে লেঃ অ্যাডমসকে যে জনি এখানেই আছে। একটা বিরাট অপরাধের বোঝা তার স্কন্ধচ্যুত হবে।

জনির দিকে তাকিয়ে কেন্ বলল, তুমি কি বল? জনি বলল, ঠিক কথাই আর দেরী করে তুমি তড়িঘড়ি সরে পড়। কে বলল, না হয় পালালাম আমি, কিন্তু তোমার কি হবে জনি?

জনি বলল, তুমি আমার একটা উপকার করতে পার এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে, এখানে এসে শোন। কেন্ তার কাছে যেতেই, জনি চাপা গলায় বলল, পুলিসের কড়া নজর আছে চারদিকে, জানি না তুমি কোন রাস্তায় বেরোবে। যদি পার আমার বোন গিল্ডার কাছে চলে যাও। ৪৫ নম্বর ম্যাডক্স কোর্ট ওর ঠিকানা।ও তোমায় নিশ্চয়ই আশ্রয় দেবে চারপাশের উত্তেজনা যতক্ষন না থেমে যায়। ওকে বিস্তৃতভাবে বোলো আমার দুর্দশার কথা। আর ও'ব্রায়েন আমায় খুন করে পুঁতে ফেলতে চেয়েছিল একথাও বলবে। যাতে গিল্ডা ভাবে আমি ফ্রান্সে যাচ্ছি, এজন্যও আমায় দিয়ে জোর করে চিঠি লিখিয়ে নিয়েছে গিল্ডাকে দেবার জন্য পাছে গিল্ডার মনে কোনরকম সন্দেহজাগে সেজন্য। ও'ব্রায়েনকে গিল্ডা যাতে চিনতে পারে, এবং বোঝে ভয়ঙ্কর একটা শয়তান সে, তাকে গিল্ডা বিয়ে করতে চলেছে। দয়া করে তুমি এটুকু আমার জন্য কোরো।

কেন্ দোটানায় পড়ে গেল। জনি বলল, তোমারও এতে ভাল হবে। টাকা দেবে তোমায় গিল্ডা, ও তোমার ব্যবস্থা করে দেবে যাতে তুমি এই শহর ছাড়তে পার।

আচ্ছা ঠিক আছে কেন্ বলল, একটা কাগজে তুমি সব কথা লিখে দাও গিল্ডাকে।

জনি একটা পুরনো খামের গায়ে কেনের কলম দিয়ে খসখস করে কিছু কথা লিখল, কেন্ সেটা না পড়েই পকেটে পুরে ফেলল। জনি বল, চিঠিটা ওকে দিলেই ও বুঝবে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি। বন্ধু বিদায়।

বিদায়! কেন্ বলল, সেতখন ছটফট করছে বেরিয়ে পড়ার জন্য। পুলিসযদিজনিকে এখানেখুঁজে পায় অ্যাডমস-এর কাছে উপস্থিত হওয়ার আগেই, এবং যদি এমন ব্যাপার

ঘটে যে গোলাগুলি চলে তবে নিশ্চয়ই জনি মারা পড়বে। তার মানে তখন তার ঘাড়ে পুরোপুরি পড়বে কে কাসনকে হত্যা করার অভিযোগ।অসম্ভব, অ্যাডমসের সঙ্গে দেখা করতে হবে যে কোন উপায়ে। রোজ অধৈর্য্য হয়ে বলল, দেরী না করে আমার সঙ্গে তাড়াতাড়ি আসুন। আর দেরী হলে ওরা পাহারা বসাবে ছাদের দিকেও।

কেন্ ছাদের কাছে এল মেয়েটিকে অনুসরণ করে। একটা বড় জানালা ঘরের বাইরে। ওপাশেই ছাদ। ছাদে নেমে যান, ঐ জানালা গলে। মেয়েটি বলল। ছাদ টপকাতে কোন অসুবিধা হবেনা, কারণ পাশের বাড়িগুলো সব পাশাপাশি। প্যারামাউন্ট সিনেমা সামনেই পড়বে ওখানে পৌঁছতে পারলে ভাবনা নেই। সিনেমা হলের পাশে আরেকটা গলি পাবেন, সেটা শেষ হয়েছে লেনক্স স্ট্রীটে গিয়ে। বাকিটা আপনার বুদ্ধিমত করবেন, আগে ঐখানে চলে যান। ধন্যবাদ, কেন্ বলল ঋণী রয়ে গেলাম তোমার কাছে যদি কোনদিন এই ঝামেলা থেকে মুক্তি পাই তবে তোমায় আমি মনে রাখবো। এখন পালান ওসব ভদ্রতা পরে হবে–মেয়েটি বলল, আমি আপনার বন্ধুকে সুস্থ করে তুলব। কে বলল, আমি তোমায় ভুলতে পারবনা। মেয়েটি বলল, আচ্ছা ঠিক আছে, আপনাকে কেউ ভুলতে বলছে, সময় এখনো আছে পালান। আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ তোমার সহযোগিতার জন্য বলে কে মেয়েটির দিকে হাত বাড়াল করমর্দন করার জন্য। মেয়েটি অশালীন হেসে বলল ইস্, আপনি একটি তুখোড় লোক। কেরে গলা দুহাতে জড়িয়ে ধরে ছোট্ট একটা চুমু খেল সে তারপর বলল, আর দেরী করা ঠিক নয়। খুব মুশকিলে পড়বেন শিগগীর পালান।

কেন্ ছাদের ওপর এসে নামল জানালা গলে। কে তাকিয়ে দেখল চারিদিকে অন্ধকার বড় বড় বাড়িগুলোর মাথায় নিয়ন আলো জ্বলছে। আশেপাশের বাড়িগুলো সব গায়ে

গায়ে, মেয়েটি ঠিকই বলেছে। কয়েকটা ছাদ টপকে কে কিছুদূর এগোল। সে চমকে ডানদিকে তাকাল, তার কানে গেল উত্তেজিত গলায় কেউ চীৎকার করছে। যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে, তার অনতিদূরে দুজন লোক একটি বাড়ির ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে। একটি মহিলা ও অপরটি পুরুষ। কেকে লক্ষ্য করে একজন জোর গলায় বলে উঠল, ছাদের ওপর একটা লোক ঐ দেখ। কেন্ উপায়ান্তর না দেখে একলাফ মারল নীচে, অবশ্য ছাদটা একতলা বাড়ির ছিল তাই।

একটা বিরাট উঁচু পাঁচিল সামনেই,বন্ধ দরজা,কারা যেন সেই দরজায় সজোরে ঘা দিচ্ছে ওপাশ থেকে। একটা বড় লোহার সিঁড়ি পাঁচিলের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা আছে, কিছুটা দৌড়ে যেতেই কেন্ দেখতে পেল। সিঁড়ি বেয়ে যেই কে উপরে উঠতে গেল, চেঁচিয়ে উঠল একজন পুলিস কনস্টেবল, পালাতেহনো বাছাধন সিঁড়ি বেয়ে, গুলি খাবেযদিনা নেমে আস। কে সোজা উঠে গেলতার কথায় পাত্তানা দিয়ে। পরক্ষণেই কিছু এলোপাথাড়ি গুলিচলল, সেগুলো তার আশেপাশের দেয়ালের গায়ে গিয়ে লাগল। কিছু সিমেন্টের ভাঙ্গা টুকরো তার চোখে-মুখে লাগল। তারপর সে সিঁড়ির মাথায় আরেকটা বাড়ির ছাদে নেমে এল। কারা যেন বলাবলি করছে।

কেন্ শুনতে পেল, একটা মাত্র লোক ঐ ছাদে গিয়ে নেমেছে সিঁড়ি বেয়ে। ওরা তাহলে তাকে অন্ধকারে দেখতে পায়নি, যা বাঁচা গেছে কে মনে মনে বলল।হঠাৎ পরপর তিনবার গুলির শব্দ তার কানে এল অন্ধকারের বুক চিরে কে যেন আর্তনাদ করছে শুনতে পেল আবার পরমুহূর্তে গুলির শব্দ। ব্যাপার ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। পুলিসগুলো হয়তো নিজেদের মধ্যেই মারপিট শুরু করেছে। পকেট থেকে দেশলাই বের করে সে আগুন জ্বালল, দেখল একটা দরজা তার সামনেই। সন্তর্পণে সে দরজা খুলে সিঁড়ি দিয়ে

নেমে গেল। দেখল সোজা চলে গেছে একটা অল্পবিস্তর চোরা গলি। কেন রাস্তায় নেমে এল লঘু পায়ে।

রোজের বাড়ির ছাদের কাছে এগিয়ে গেল টাক্স অন্ধকারে একটার পর একটা বাড়ির ছাদ টপকিয়ে। টাক্সের রিভলভার গর্জে উঠল হঠাৎ সামনের বাড়ির ব্যালকনি থেকে একটা কনস্টেবল তাকে দেখতে পেয়েই যখন চেঁচিয়ে উঠল। পুলিসটা গুলি খেয়ে পড়ে গেল ব্যালকনিতে মুখ থুবড়ে, আরেকটা কনস্টেবলরাভারনীচেদাঁড়িয়েছিল,টাক্সের বাঁ হাতে এসে বিধলতার রিভলভারের গুলি। মুখ তার বিকৃত হয়ে গেল প্রচণ্ড যন্ত্রণায়। নীচের পুলিসটাকে সে গুলি ছুঁড়ল দাঁতে দাঁত টিপে ধরে। কয়েক পা দৌড়নোর পর পুলিসটি পড়ে গেল রাস্তার ওপর। তৎক্ষণাৎটা রোজের জানালার কাছে পৌঁছল, মাটিফুড়ে যেন একটাপুলিসউঠেদাঁড়াল। ছাদের এক কোন থেকে,টাক্সের দিকে রিভলভার তা করে বলল, হাত ওঠাও।

সঙ্গে সঙ্গে টাক্সতাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে। পুলিসটাক্সের দিকে গুলি ছুঁড়ল যদিও সে গুলি খেয়ে পড়পড় অবস্থা। ছাদের জানালা দিয়ে টাক্স বাড়ির ভেতর নেমে পড়ল পেটের যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে।

তখন ঘরের ভেতর জনি আর রোজ উত্তর্ণ হয়ে সেই গোলাগুলির শব্দ শুনছে। রোজ বসেছিল দেয়ালে পিঠ দিয়ে, তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে ভয়ে অন্ধকারে হতবিহ্বল হয়ে তাকিয়ে আছে সে বড়বড় চোখ মেলে। টাঙ্গের মুঠো থেকে ছিনিয়ে নেওয়া পিস্তলখানা হাতে চেপে ধরে বসে আছে জনি খাটের একপাশে। রোজ বলল, ঐভাবে একা যেতে দেওয়া উচিত হয়নি তোমার বন্ধুকে। ওকে গুলি করে একেবারে ঝাঁঝরা করে দেবে

পুলিসের লোকেরা। জনি বলল চুপ কর। মনে হচ্ছে ও লড়াই করছে পুলিসদের সঙ্গে। তখনই জনির মনে পড়ল, ওর হাতে যে পিস্তল বা রিভলভার ছিল না।

জনির মনে হল কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার খোঁজে টাক্স এখানে আসেনি তো? ঠিক সেই সময় শব্দ হল জানলার কাঁচ ভাঙ্গার। ছাদের ওপর ধূপ করে প্যাসেজের এদিকে কে যেন লাফিয়ে পড়ল।

রোজ ভয়ে বলে উঠল, কিসের যেন শব্দ হল? ভেতরে ঢুকেছে কেউ ছাদের জানালা ভেঙ্গে। জনি বলল, বাতিটা শিগগীর নিভিয়ে দাও।

ফু দিয়ে বাতিটা নিভিয়ে রোজ দেওয়ার পর জনি বলল বন্ধ করে দাও দরজাটা।দরজাটাহা করে খোলা ছিল যখন রোজ অন্ধকারে দরজাটা বন্ধ করতে গেল, বাইরে বেরিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে পিঠ দিয়ে পাল্লা দুটো চেপে দাঁড়িয়ে থাকল রোজ। একজোড়া ঠাণ্ডা হাত তাকে চেপে ধরল হঠাৎ অন্ধকারের ভেতর। আতঙ্কে রোজ চীৎকার করে উঠল। ঘরের ভেতরে বসে পরিস্কার শুনতে পেল জুনিতার সেই চীৎকারের শব্দ। উত্তেজনায় আর উৎকণ্ঠায় জনির শরীর তখন মুহুর্মুহু কাঁপছে। জামা ভিজে উঠেছে ঘামে। একটা লোক তাকে বলপূর্বক ঠেলে ঢুকতে চাইছে ঘরের ভেতর রোজ অনুভব করল। ভালো করে তাকে দেখা যাচ্ছেনা অন্ধকারে।তবে সে অন্য কেউ হতে পারে পুলিসের লোক নয় অবশ্যই, এটা রোজের মনে হল। সে লোকটাকে উদ্দেশ্য করে অন্ধকারে কিল, চড় ঘুষি মেরে যাচ্ছে।

হঠাৎ লোকটা তার কণ্ঠ চেপে ধরল, মুখে একটা শপথ উচ্চারণ করেই। ছটফট করে উঠল রোজ তার দুহাতের কঠোর আক্রমণে। সে লোকটার চোখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিল ছাড়া পাবার শেষ অস্ত্র হিসেবে। দারুণ শক্তিশালী লোকটা কারণ সেতার কাছে কিছুই নয়। রোজের নরম শরীরটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে দুচারবার ঝাঁকিয়ে আহত অবস্থাতেই। এই লোকটিই যে টাক্স একথা বলা বাহুল্য। দরদর করে রক্ত বের হচ্ছে তার পেট থেকে, পুলিসের গুলিতে ফুটো হয়ে গেছে তার পেট। মুখ চোখও রক্তাক্ত। জনি কোন দিকে আছে টা বোঝার চেষ্টা করল, সে রিভলভার বের করে ধরল যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে। টাঙ্গের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল জনি।পিস্তল হাতে কান পেতে সে অন্ধকার ঘরে বসেছিল। টাঙ্গ যে তার থেকে কয়েক ফুট মাত্র দূরে একথা জনি বুঝতে পারছিল।তবুও জনি গুলি চালানোর মত সাহস সঞ্চয় করতে পারছেনা। যদি গুলির ছোঁড়ার শব্দ বুঝে টার তার অবস্থান অনুমান করে ফেলে।

কেউ যেন গরম লোহার শিক তার পেটের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছে, টাক্সের এরকম যন্ত্রণা বোধ হচ্ছিল। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে এইভাবে সে আর বেশিক্ষণ সোজা হয়ে থাকতে পারবেনা।

সে বলে উঠল, রিভলভার উঁচু করে ধরে,জনি,বল তুই কোথায় আছিস? কোন ঘরের ভেতরে? পুলিসবাড়ির ভেতর ঢুকে পড়েছে জনির মনে হল কারণ বাইরে অনেকগুলো ভারী বুটের শব্দ পাওয়া গেল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে জনি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এমনকি নিজের হৃৎপিণ্ডের ধকধক শব্দ তার কানে যাচ্ছে। দরজা ভেঙ্গে ফেলবে বুটের লাথি মেরে পুলিস, জনি একথা জানে। তারপর ভেতরে ঢুকবে।

সবাইকে খতম করে দেবে যথেচ্ছভাবে গুলি চালিয়ে। মাথা আর ঠিক রাখতে না পেরে চীৎকার করে উঠল জনি, গুলি চালাবে না বলছি, সরে যাও। ঠিক এই অপেক্ষা টুকুতেই ছিল টাক্স, গলার আওয়াজ লক্ষ্য করে নির্ভুল লক্ষ্যে সে গুলি ছুঁড়ল। জনির কপালে এসে লাগল গুলি। ছিটকে বেরিয়ে এল মগজের ঘিলু। অন্ধকারের মধ্যেই কাত হয়ে পড়ল জনি, মুখে একটুও শব্দ বেরোল না। অনেকগুলো বুটের আঘাতে পরক্ষণেইদরজা উন্মুক্ত হল। একঝাক মেশিনগানের গুলি এসে টাক্সের সারা শরীর ঝাঁঝরা করে দিল, যেই টাক্স রিভলভার উঁচু করে ধরতে গেল সেই মুহূর্তেই। টাক্স উলটে পড়ে গেল হাতে ধরা রিভলভার নিয়ে। তার মৃতদেহটা বুটের ঠোক্কর মেরে চিৎ করে দিল একজন পুলিস অফিসার।

.

২৫.

কেন্ সাবধানে পা ফেলে ফেলে চোরাগলির ভেতর দিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়ল। পুলিসকর্ডন ছিলনা সেখানে তোকজনও তেমন কিছু নেই রাস্তায়। কে সামনেই একটা ওষুধের দোকান দেখে ঢুকে পড়ল। টেলিফোন বুথ একধারে। সোজা সে পুলিশ হেডকোয়াটার্সে ফোন করল। দোকানের একমাত্র কর্মচারীর চোখকে ফাঁকি দিয়ে।

কেন্ বলল, হ্যালো। লেঃ অ্যাডমসকে দিন তো। ওপাশ থেকে ডেস্ক সার্জেন্ট বলল,লেঃ একটু বাইরে গেছেন। আপনি কে কথা বলছেন?

কেন্ বলল, নাঃ স্যার, ব্যক্তিগত একটা খবর আছে, ওর বাড়ির ফোন নম্বরটা কি একটু দেবেন? আমরাবলতে পারবনা, টেলিফোন গাইডে দেখে নিল–ডেস্ক সার্জেন্ট। কেন্ লেঃ অ্যাডমসের নম্বরটা বের করল, ফোন গাইড দেখে। কিন্তু বাড়িতে কেউ ছিলনা ফোন করার পরই বুঝতে পারল। ফোনে রিং হয়েই চলেছে, রিসিভ করছেনা কেউ। আবার কে হেডকোয়াটার্সে ফোন করল অধৈর্য্য হয়ে। এবারে অধৈর্য হয়ে ডেস্ক সার্জেন্ট বলল, মিঃ অ্যাডমস ফিরবেন কখন বলতে পারবনা। কোন খবর থাকলে বলুন ওকে দিয়ে দেব।

নিঃশ্বাস নেবার পর কেন্ বলল, আচ্ছা বলে দেকেন ওঁকে ওর অ্যাপার্টমেন্টে যে লোকটি ছিলএখন সে ৪৫ নম্বর ম্যাডক্স কোর্টে আছে। উনি তাহলে ধ্ব বুঝতে পারবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। ডেস্ক সার্জেন্ট লাইন ছেড়ে দিল। কেন্ পড়িমরি করে মাড কোর্টের সেই বাড়ির উদ্দেশ্যে চলল ওষুধের দোকান থেকে বেরিয়ে। দশ মিনিটের বেশি লাগবেনা এখান থেকে ঐ বাড়িতে পৌঁছতে। নিঃশব্দে সে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল ৪৫ নম্বর ম্যাডক্স কোর্টের বাড়িতে পৌঁছেই। গিল্ডার কামরার বাইরে দাঁড়িয়ে সেজনির নির্দেশমত কলিং বেল টিপল, ভেতর থেকে একটি মেয়ে বলে উঠল কে আপনি? সে হাতঘড়ি দেখল তখন রাত একটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি আছে। কেবলল, আমি একটা চিঠি এনেছি আপনার ভাইয়ের কাছ থেকে। তারপর দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল চিঠিটা, জনি যেটা লিখে দিয়েছিল। দরজা খুলে গেল অল্পক্ষণের মধ্যে। তার সামনে দাঁড়িয়ে সেই অপরূপা সুন্দরী, লম্বা মেয়েটি, যাকে সে দেখেছিল ব্লু রোজ নাইট ক্লাবে। মেয়েটি পরেছিল সিল্কের একটা শার্ট, ম্যাজেন্টা আর কালো রঙের স্ন্যাকস। সে তাকিয়ে ছিল বিবর্ণমুখে কেনের দিকে। গিল্ডা জিজ্ঞেস করল, ব্যাপারটা কি, আমার ভাই জনি কিছু হয়েছে নাকি? কেন্ বলল,জনি ভীষণ বিপদে পড়েছে, আপনার সঙ্গে আমাকে দেখা করতে বলেছে। গিল্ডা দরজা থেকে সরে দাঁড়াল বলল আপনি ভেতরে আসুন। যখন কে

ভিতরে ঢুকে চেয়ারে বসল তখন গিল্ডা বলল,বলুন এবার সবকথা পরিস্কার করে। কেন্ বলল একজন পুলিসকনস্টেবলকে গুলি করেছে আপনার ভাই জনি। এবং সে নিজেও গুলিতে আহত হয়েছে। গুলি করেছে আমার ভাই পুলিস কনস্টেবলকে? গিল্ডা বলল, আবার সে নিজেও আহত হয়েছে গুলিতে? এটা কতক্ষণ আগে ঘটেছে? কেন বলল কয়েক ঘণ্টা আগে। আচ্ছা বুঝলাম। জনির লেখা চিঠিটা দেখিয়ে গিল্ডা বলল, কোথা থেকে সংগ্রহ করলে এটা? নিজে হাতে লিখে আপনার ভাই এটা আমায় দিয়েছে, কেন্ বলল। আপনি যাতে বুঝতে পারেন যে আমি ওর কাছ থেকেই এসেছি। এখানে লেখা আছে যাতে আমি আপনাকে সহযোগিতা করি। কিন্তু একথা লেখা নেই যে ও আহত হয়েছে। ও আহত হয়েছে একথা সত্যি, ও ভাল করে লিখতে পারেনি হাতে আঘাত লেগেছে বলে। দুচোখে অগ্নিবর্ষন করে রাগে গিল্ডা বলল, মিথ্যা কথা বলার আর জায়গা পাওনা? আজ বিকেলের প্লেনে ফ্রান্সে গেছে আমার ভাই, তুমি জানো? প্যারীসে সে এতক্ষণে পৌঁছে গেছে নিশ্চয়ই। কে শান্ত ভাবে বলল, একটু ভুল হচ্ছে আপনার, ও'ব্রায়েনের কারসাজি এসব। ও'ব্রায়েন ফন্দী করেছিল জনিকে খুন করার। সেজন্য আপনার নামে জোর করে চিঠি লিখিয়ে নিয়েছিল জনিকে দিয়ে তাতে লেখা আছে ও প্যারিস যাচ্ছে।

আপনি তাহলে বলতে চান, জনিকে মেরে ফেলার মতলব এঁটেছিল ও'ব্রায়েন? এই কথা বলতে বলতে গিল্ডা ড্রেসিং টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল। অবশ্যই ব্যাপারটা বিশ্বাস করা আপনার পক্ষে অসম্ভব কে বলল। তবুও আপনাকে সত্যি কথাটা বলতেই হল। গিল্ডা চট করে একটা পিস্তল বের করল ড্রয়ারের ভিতর থেকে।বলল, আর কোন দরকার নেই তা বলার। একচুলও নড়বেন না শিয়ার বলে সে পিস্তলটা তার দিকে উঁচু করে ধরল। আপনি মিথ্যা কথা বলছেন। আমি আপনাকে সনাক্ত করতে পেরেছি। কে কার্সনকে খুন

করার জন্য পুলিস যাকে মরণপণ হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে আপনিই সেই ব্যক্তি। ৪৫নংম্যাড কোর্টের বাইরে এসে দাঁড়াল বিশাল একটা কাডিলাক গাড়ি। ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ও'ব্রায়েন সিঁড়ি দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ওপরে উঠতে লাগল। মদ খাচ্ছিল সে ক্লাবে বসে, এমন সময় পুলিসের কাপ্টেন মটলি টেলিফোনে তাকে ব্যক্তিগত ভাবে জানায় টাক্স এবং জনির মৃত্যু সংবাদ। এতরাতে সে ছুটতে ছুটতে গিল্ডার কাছে এসেছে যাতে কাগজে বেরোনোর আগেই সে গিল্ডাকে জনির মৃত্যু সংবাদ জানাতে পারে। জনি যে প্লেনে চেপেছিল, তার এঞ্জিন খারাপ হয়ে যায় কিছুক্ষণ ওড়ার পর ফলে পাইলট তাকে এয়ারপোর্টে ফিরিয়ে আনে,তারপর কিভাবে জনি গুলি খেয়ে মারা গেল তা সে বলতে পারবেনা, এসব কথা সে গিল্ডাকে বোঝাবে। ও'ব্রায়েন স্বগতোক্তি করল। ঝামেলা চুকেছে, টাক্স মারা গেছে, শান্তি হয়েছে। গিভার স্বর শোনা গেলয়খনইও'ব্রায়েনকলিং বেল টিপল, ভেতর থেকে আওয়াজ এল কে?

দরজা খোল, আমি সীন। দরজা খুলে যেতেই ও'ব্রায়েন দেখল চেয়ারে বসে আছে পাতলা দোহারা চেহারার একটি লোক।আর গিল্ডার্তার সামনে পিস্তল উচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ও'ব্রায়েন প্রশ্ন করল আশ্চর্য হয়ে, এই লোকটা কে, ব্যাপারটাই বা কি? গিল্ডা হিহি করে বলে উঠল,

ঠিক একেই খুঁজে বেড়াচ্ছে পুলিস, এই লোকটিই কেকার্সনের হত্যাকারী। তাই নাকি? ক্রুরহাসি হেসে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে কেকে প্রশ্ন করল ও'ব্রায়েন, তাহলে তুমিই কেন্ হল্যান্ড?

যদিও তাই, তবুও বিশ্বাস করতে পারেন কের হত্যাকারী আমি নই, বলল কেন্। ও'ব্রায়েন আবার নিষ্ঠুরভাবে হাসতে হাসতে বলল, ওসব কথা আদালতে বলবে। গিল্ডাকে প্রশ্ন করল, ও এখানে কিভাবে উপস্থিত হল? শুধু খুনীই নয় লোকটা ছিটগ্রস্তও বটে গিল্ডা বলল। আমায় এসেই ও বলল জনি একজন কনস্টেবল কে খুন করেছে এবং নিজেও আহত, একথাও বলেছে, তুমি মতলব এঁটেছিলে ওকে খুন করার, ওনাকি বাঁচিয়েছে তার হাত দুটো নিজের হাতে তুলে নিয়ে অন্তরঙ্গ ভাবে তাকালো তার চোখের দিকে। তুমি কি সত্যিই মরিস ইয়ার্দেকে বিয়ে করেছিলে? বলল ও'ব্রায়েন। গিল্ডা নতমুখে বলল, হ্যাঁ সত্যি, তোমায় ব্যাপারটা আগে না জানিয়ে আমি খুবই অনুতপ্ত সীন। আমি সেই ভুলের মাসুল দিচ্ছি এখন, কেন যে ওকে বিয়ে করেছিলাম! আমি একমাসও ওরসঙ্গে ছিলাম না, যখন ওর আসল রূপ জানতে পারলাম। তোমায় কিছু বলতে আমি লজ্জা পেয়েছি।

বাঁকা হাসি হেসে ও'ব্রায়েন বলল, এখন ওসব কথা ভুলে যাও, প্রত্যেক মানুষের জীবনে কিছুনা কিছু ভুল আছে।

.

২৬.

ঠিক তখনই অ্যাডামস এসে বলল খুনী কে নয়। বহুদূর মাথা ঘামিয়েছেন আপনি এ ব্যাপারে, অ্যাডমসের দিকে ফিরে ও'ব্রায়েন বলল, এখন এ লোকটাকে এখান থেকে নিয়ে যান, আর এমন ব্যবস্থা করবেন যাতে এই লোকটিকে অভিযুক্ত করা যায় কে

কার্সনের খুনী হিসাবে। আর যদি একটি অসংলগ্ন কথা শুনি এখানে দাঁড়িয়ে বলছেন, তবে আপনার চাকরি কি করে বজায় রাখেন তা আমি দেখিয়ে দেব। অ্যাডমস বলল, কিছু মনে করবেননা আপনার কথায় ওকে গ্রেপ্তার করা যাবেনা। কারণ কে কার্সনকে হল্যান্ড খুন করেনি। অধৈর্য্য হয়ে ও'ব্রায়েন জানতে চাইল, তাহলে খুনী কে? অ্যাডমস গিল্ডার দিকে অঙ্গুলী-প্রদর্শন করে বলল। আপনার আগামী দিনের পত্নী গিল্ডা ডোরম্যান, উনিই কে কার্সনকে হত্যা করেছেন ও'ব্রায়েনকে দেখে মনে হল, সে যেন ক্রোধে উত্তেজনায় অগ্নৎপাত ঘটাবে, বলে উঠল, আপনি কি বলছেন খেয়াল আছে? মুখের লাগাম টেনে কথা বলুন লেফটেন্যান্ট, নাহলে আমি। ও'ব্রায়েন কথা শেষ না করেই গিল্ডার দিকে তাকাল, ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে গিল্ডা। সে তাকিয়ে আছে বড় বড় আতঙ্কিত চোখে শোবার ঘরের দিকে। একটা বাদামী রঙের পিকনিজ কুকুর শোবার ঘরের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছে, আর ঠিক গিল্ডার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল কুকুরটা গিল্ডার মুখের দিকে, তারপর এসে দাঁড়াল রান্নাঘরের বন্ধ দরজার সামনে। দরজা আঁচড়াতে লাগল নখ দিয়ে। তাড়িয়ে দাও ওটাকে এখান থেকে গিল্ডা চীৎকার করে উঠল, বলছি ওটাকে বের করে দাও।

একলাফে অ্যাডমস এসে দাঁড়াল রান্নাঘরের সামনে তার দরজাটা খুলে ফেলল। কুকুরটা কুঁইকুই করে কাঁদতে লাগল ঘরে ঢুকে। র‍্যাফায়েল সুইটির মৃতদেহ পড়ে ছিল মেঝের ওপর উপুড় হয়ে। একটাবরফ কাটা ছোট গাঁইতি বিধেছিল তার ঘাড়ের ওপর। মেঝের ওপর রক্তের ধারা গড়িয়ে জমে আছে। গিল্ডা ও'ব্রায়েন তাকে অনুসরণ করে রান্নাঘরে এসেছিল। তারা দরজায় এসে দাঁড়াল। অ্যাডমস গিল্ডার দিকে তাকিয়ে দেখল তার মুখটা মড়া মানুষের মত রক্তহীন হয়ে গেছে। ও'ব্রায়েন বিস্মিতভাবে অ্যাডমসকে প্রশ্ন করল, কে এই লোকটা?

র‍্যাফায়েল সুইটি-এর নাম, অ্যাডমস উত্তর দিল। লোকটি একজন ব্ল্যাকমেইলার।

কুকুরটা ততক্ষণে, মুখে অল্প শব্দ করতে করতে রেফ্রিজেটারের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। নাকে কিছু গন্ধ নেবার চেষ্টা করছে সে, তারপর রেফ্রিজেটারের কাছে গিয়ে দরজাটা নখ দিয়ে খামচাতে শুরু করল। অ্যাডমস রেফ্রিজেটরের হাতলটা ধরে একটান দিতেই ওটা খুলে গেল। ও'ব্রায়েন আর অ্যাডমস দুজনেই অবাক হয়ে গেল দেখল ভেতরে পড়ে আছে কুঁকড়ে মরিস ইয়ার্দের রক্ত মাখা মৃতদেহটা। ও'ব্রায়েন ক্ষীণ স্বরে বলল, হায় ভগবান এটা কে আবার? অ্যাডমস গিল্ডার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বলল, ওনার প্রাক্তন স্বামী ইনিই।

অ্যাডমস এবং ও'ব্রায়েন দুজনেই বসার ঘরে ফিরে এল। গিল্ডা বলল, তুমি বিশ্বাস কর সীন, আমি কখনই একাজ করিনি। আমার কথা তোমায় বিশ্বাস করতেই হবে। আমি ওদেরকে ঠিক এই অবস্থায় দেখতে পাই রান্নাঘরে ঢোকার পর। আমি শপথ করে বলতে পারি। গিল্ডার কাঁধে হাত দিয়েও'ব্রায়েন বলল, ভয় পেয়োনা গিল্ডা। আমি তোমার পক্ষ সমর্থন করব। এখন ঘটনাটা পরিস্কার ভাবে বোঝ দুরকার ও'ব্রায়েন অ্যাডমসের দিকে তাকিয়ে বলল। ঘটনাটার ইতিহাস বোঝা খুবই সহজ, অ্যাডমস একপা সামনে এগিয়ে এসে বলল, আমি মিস্ গিল্ডা ডোরম্যানকে অভিযুক্ত করছি, কে কার্সন, মরিস ইয়ার্দে এবং র‍্যাফায়েল সুইটিকে খুন করার জন্য। এরপর বাকি অংশটা হেড কোয়াটার্সেবসেই প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

ও'ব্রায়েন বলল,কখনই না এখানেই বলতে হবে সব কথা মিস ডোরম্যান অস্বীকার করছে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ। আপনার হাতে কি উপযুক্ত প্রমাণ আছে এইসব অভিযোগের?

অ্যাডমস উত্তর দিল যথেষ্ট সত্যানুগ প্রমাণ আছে আমার হাতে যাতে এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা যায়। বলুন সবকিছু ও'ব্রায়েন বলল, আমি স্বকর্ণে তার সবকিছু শুনতে চাই। সমস্ত ব্যাপারটা একটা নির্দিষ্ট হেতুর উপর পরিচালিত হয়েছে আমি আগেই সেটা ব্যক্ত করেছি। অ্যাডমসবলতে শুরু করল। শুরুতেই একটা জিনিস আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম কে কার্সনের খুনের তদন্তে। জনিই হয়তো খুনী একথা ভেবেছিলাম।কারণ ও অসুস্থমস্তিষ্ক ছিল, তাছাড়া সে একবার কে-কে শাসিয়েছিল খুনকরবে বলে অতীতে। কিন্তু একাজ যে জনির পক্ষে সম্ভব নয়, পরে ভেবে দেখলাম। কে আর কেন যখন নাইট ক্লাব থেকে বেরিয়ে আসে তখন জনিকে একবার দেখা গিয়েছিল। কিন্তু আদৌ জনি জানত না কে'র আস্তানা কোথায়। সেটা খুঁজে বার করাও জনির পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাই ওকে আমি বাদ দিয়েছিলাম আমার সন্দেহ ভাজনদের তালিকা থেকে। তারপর মরিস ইয়াদের কথা আমি জানতে পারলাম। মরিসের সঙ্গে কার্সনের একসময় তুমুল বিবাদ হয়েছিল এ কথা আমার কানে এল। কে কে মরিস খুন করবে বলে হুমকি দিয়েছিল।

আমি মরিসের সন্ধানে তার হোটেলে গেলাম। কিন্তু তখন পাখি খাঁচা ছাড়া হয়ে গেছে। তার ঘরে ঢুকে দেখলাম বিছানা, বালিশ, চাদর, আসবাব পত্র সব নয়-ছয় হয়ে পড়ে আছে, দেখে মনে হল পাগলের মত কেউ সবকিছু ঘেঁটেছে কোন কিছু খোঁজার জন্য। জিনিসটা কোন কাগজ বা সার্টিফিকেট হবে মনে হল, কারণ তার খোঁজার ধরন ছিল

সেই রকমই। আমার অনুমান যে অভ্রান্ত এবং সেই কারণেই পুলিস অফিসার হিসাবে আমার সুনাম আছে। আর আমার এটাও মনে হল সারা ঘরে যে তছনছ করে বেরিয়েছে সে সম্ভবতঃ স্ত্রীলোক, এটা কেন বলতে পারছি না আমার মনে হল এবং সে একটা বিয়ের সার্টিফিকেটের সন্ধানেই এসেছিল।

তারপর অনুসন্ধান চালিয়ে জানতে পারিল এঞ্জলসে তেরোমাস আগে মরিস মিস ডোরম্যানকে বিবাহ করে। এখন শুনছি মিঃ ও'ব্রায়েন আপনি মিস ডোরম্যানকে বিবাহ করতে যাচ্ছেন। সত্যিই উনি পাত্রী হিসাবে খুব ভাল, কে কার্সন যদি বেঁচে থাকত আর জানতে পারত যে মরিসকে গিল্ডা বিয়ে করেছিলেন তবে দুজনে দ্বন্দ্বযুদ্ধ লেগে যেত এতে কোন সন্দেহ নেই। কে গিল্ডার উপর খুব অসন্তুষ্ট ছিল। এবং ঐ বিয়ের ব্যাপারটা জানতে পারলে কমপক্ষে গিল্ডাকে সে ব্লাকমেইল করতই। দেখছেন উদ্দেশ্য কিভাবে বেরিয়ে আসে ধারণাকে অনুসরণ করে? আমার সন্দেহ পড়ল মিস ডোরম্যানের উপর তখন থেকেই। সেইরাতে উনি ব্লু রোজ নাইট ক্লাবে গিয়েছিলেন। এবং এদিকে ওখান থেকে আধঘণ্টা আগেই বেরিয়ে যান। তারপর কার্সন হল্যান্ড সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

তিনি কে কার্সনের বাড়িতে ঐ সময়টুকুর মধ্যেই পৌঁছে যান ডোরম্যান। সিঁড়িতে ম্যাটের নীচে যে বাড়তি চাবি রাখা থাকে গিভা তা জানত, কারণ সে কিছুদিন কের সহৈ অ্যাপার্টমেন্টে বাস করেছিল। সদর দরজা খুলে ভেতরে ঢোকার চাবি তার কাছে নিশ্চয়ই ছিল, কের শোবার ঘরে যেই কেননা আত্মগোপন করে থাকুক। মিস ডোরম্যান বাড়ি ফেরেন সেই রাত্রে দুটোর সময়,নীচেনাইট ক্লার্ক আমায় বলেছে। ঘড়িতে ঠিক তখন একটা বেজে চল্লিশ মিনিট যখন মিস গিল্ডা কে কার্সনকে খুন করে ওর অ্যাপার্টমেন্ট

থেকে বেরিয়ে আসেন। ঠিককুড়ি মিনিট সময় লাগে গাড়ি চালিয়ে কের ওখান থেকে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে আসতে। মরিস ইয়ার্দে গতকাল ওখানে রাত নটা নাগাদ এসেছিল নাইট ক্লার্কের কাছেও আমি জানতে পারি। তারপর আর তাকে বেরিয়ে যেতে দেখা যায়নি। সম্ভবত মরিস ইয়ার্দে গিল্ডারকাছে এসেছিল ভয় দেখিয়ে টাকা নিতে, এমন কি হয়তো শাসিয়েছিল যে টাকা না দিলে তাদের বিয়ের ব্যাপারটা প্রকাশ করে দেবে। সেইকারণেতাকে হত্যা করেন গিল্ডা এবং দেহটা ফ্রিজে লুকিয়ে রাখেন। ভেবেছিলেন ঠিক সময়ে মৃতদেহ সরিয়ে ফেলবেন। তারপর উনি ওয়াশিংটন হোটেলে যান, মরিসের ঘরে গিয়ে বিয়ের সার্টিফিকেটটা খোঁজার চেষ্টা করেন, তার যাবতীয় জিনিসপত্র হাতড়াতে থাকেন, খুঁজে বের করেন সেই সার্টিফিকেটটা।

তারপর সেটা পুড়িয়ে ফেলেন। তারপর যান রোজ নাইট ক্লাবে হল্যান্ড এবং কের সঙ্গে সেখানে তার দেখা হয়। তিনি যথারীতি কের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে প্রবেশ করেন, ওরা ওই স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই। তিনি জানতেন হল্যান্ড এবং কেতার ঘরে ফিরে আসবে, এজন্য তার শোবার ঘরে গিল্ডা অপেক্ষা করতে থাকেন। হল্যান্ডকে বাইরের ঘরে বসিয়ে যখন কে শোবার ঘরে ঢোকে তখন অতর্কিতে বরফকাটা গাঁইতি দিয়ে তাকে হত্যা করেন গিল্ডা ডোরম্যান। এবং পালিয়ে যান মেন সুইচ বন্ধ করে দিয়ে। তিনি স্থির নিশ্চিন্ত ছিলেন যে কের খুনী হিসাবে চিহ্নিত হবে কেন হল্যান্ড।

ও'ব্রায়েন সমস্ত শোনার পর সিগারেট ধরিয়ে মন্তব্য করলেন, আপনার সুপরিকল্পিত যুক্তির নিঃসন্দেহে অভিনবত্ব আছে। কিন্তু ভুলে যাবেন না যে কোন উপযুক্ত উকিল এ যুক্তিও খণ্ডন করতে পারবে। লেফটেন্যান্ট একথা আপনার জানা দরকার যে, জনি স্বীকারোক্তি করেছে আমার কাছে যে সেই কে কার্সনকে খুন করেছে। যেহেতু গিল্ডার

সঙ্গে আপনার বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়েছিল সেজন্য জনি বোনকে বাঁচাতে আপনাকে ঐরূপ বিবৃতি দিয়েছিল। অ্যাডমস সংযত কণ্ঠে বললেন। হয়তো আপনি ম্যাডামকে খুনী জানলে বিয়ে নাও করতে পারেন। আর জনিও জানত এই বিয়ে হলে সে আর্থিক দিক দিয়ে বেশ লাভবান হবে।

কথাটা ঠিক বলছি তো? অ্যাডমসের কথা শেষ হবার পূর্বেই, পকেট থেকে নিমেষে রিভলভার বেরকরল ও'ব্রায়েন।আমি গুলি চালাব কিন্তু যদি এক পাও সরে যান, অ্যাডমসকে মাথা লক্ষ্য করে রিভলভার তুলে বলল ও'ব্রায়েন। যান ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ান,বলল পরক্ষণেই কেকে লক্ষ্য করে। কেঅ্যাডমসের পাশে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল কোন প্রতিবাদ না করে। অ্যাডমসতারনরম ভাবমূর্তি বজায় রেখে বলল, মি. ও'ব্রায়েন আপনি কিন্তু এভাবে এড়িয়ে যেতে পারবেননা, আর মিস্ গিল্ডাও বাঁচতে পারবেননা অবশ্যই।যদিওগিল্ডা কেকার্সনের খুনেরঅভিযোগ থেকে মুক্তি পান, কিন্তু আরও দুটো নরহত্যার দায় বর্তাবে ওর ওপর। একথা অবশ্যই মনে রাখবেন।

ও'ব্রায়েন বলল, আপনি হতে পারেন একজন দক্ষ পুলিস অফিসার, কিন্তু পরিচালনার প্রতিভায় আমার সমকক্ষ নন। আমার কাছ থেকে শেখারমত অনেক কিছু আপনার বাকি আছে। ইশারায় ডাকল ও'ব্রায়েন গিল্ডাকে বলল, হুইটিকে ফোন করে এক্ষুণি এখানে আসতে বলে দাও, বুঝেছো? ও যেন শক্ত সামর্থ চারজন গুণ্ডাকে নিয়ে আসে এখানে, একথা বলে দাও। আস্তে আস্তে পা ফেলে গিল্ডা এগিয়ে যেতেই অ্যাডমস বলল, আমি কখনই এরকম বোকামী করতাম না যদি আপনার জায়গায় থাকতাম। কারণ এভাবে আপনি রেহাই পাবেন না। ও'ব্রায়েনের দুচোখে তখন হিংস্র জানোয়ারের দৃষ্টি, সে বিদ্রুপের সুরে বলে উঠল, তাই নাকি? আগে অনুধাবন করুন আপনাদের দুজনের কি

পরিণতি করব আমি। কাল সকাল বেলায় একতলায় আপনার আর হল্যান্ডের যুগপৎ মৃতদেহ দেখা যাবে। আর সকলে জানবে হল্যান্ড মারা গেছে আপনার গুলিতে। আর এটাও প্রমাণিত হবে দুজনে দুজনকেই মেরেছেন। আর প্রমাণ করতে হবে যে নাইট ক্লার্কটাও আপনাদের যে কোন একজনের গুলি খেয়ে মারা গেছে। আর রান্নাঘর থেকে মৃতদেহ দুটি বের করে হইটির লোকেরা কোন গোপন জায়গায় পুঁতে দেবে।

অ্যাডমস বলল, আপনার পরিকল্পনা যে তুলনাহীন একথা স্বীকার করতেই হবে।

ও'ব্রায়েন হাসল, নিষ্ঠুর ভাবে বলল, ও'ব্রায়েনের পরিচালনা, সুতরাং যে কোন প্ল্যান নিখুঁত হবেই, বুঝলেন মিঃ লেফটেন্যান্ট? হাত কাঁপছিল গিল্ডার ফোন ধরতেই, সে রিসিভার নামিয়ে রাখল, বলে উঠল কাঁদো কাঁদো গলায়, আমি পারবনা সীন। আচ্ছা থাক তোমায় ফোন করতে হবেনা। আমিই ধরছি ফোন, ভয় পেয়োনা, এতটুকু ঝামেলা তোমার উপর আমি আসতে দেবনা। গিল্ডা কোনমতে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল অগোছালো ভঙ্গীতে।

ও'ব্রায়েন সম্বোধন করল, চতুর পুলিস অফিসার আপনাকে বিদায় জানাচ্ছি, এই বলে সে এগিয়ে গেল টেলিফোনের দিকে। সে কিন্তু লক্ষ্য করল না, রান্নাঘর থেকে সুইটির কুকুরটা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে তার দিকেই। কুকুরটা ও'ব্রায়েনের কাছে এগিয়ে এসে দুপা তুলে দিল তার হাঁটুর ওপর, এক লাথি মেরে কুকুরটাকে সরিয়ে দিল সে মাথা নীচু করে। সেই অবসরে অ্যাডমস তার রিভলভার বের করল পকেটের ভিতর থেকে।

অ্যাডমস বন্দুকের ঘোড়া টিপল, ও'ব্রায়েন যেই মুখ তুলে তাকাল। অব্যর্থ গুলি লাগল, ও'ব্রায়েনের ডান চোখের নীচে। ক্ষতস্থান থেকে ছিটকে এল একঝলক রক্ত। পিস্তল পড়ে গেল ও'ব্রায়েনের হাত থেকে, আবার তাকে লক্ষ্য করে গুলি করল অ্যাডমস যখনই সে টলতে টলতে পেছনেসরেযাচ্ছে।ও'ব্রায়েনের দেহটা দেওয়ালের সঙ্গেগিয়ে ধাক্কা খেল,একবার পাক খেয়ে দেহটা মেঝের উপর পড়ে গেল।

অ্যাডমস কেনের দিকে তাকাল এবং হেসে বলল, শয়তান, রাহটা আমাকে কাহিল করে দিয়েছিল। মিঃ হল্যান্ড, আপনিও কি আমার মত কাহিল হয়ে পড়েছিলেন নাকি? কে কিছু বলতে পারলনা অবশভাবে চেয়ারে বসে পড়ল। দুহাতের ওপর মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে ফেলল সে। কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকার পর শোবার ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল অ্যাডমস। দুহাতে দুইকান চাপা দিয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল গিল্ডা, ভয়ে সে আর্ত চীৎকার করে উঠল যখন সে অ্যাডমসকে দেখতে পেল। অ্যাডমস বলল, বোনটি এখন আর কোন চীৎকারে কাজ হবেনা। আপনাকে বাঁচাবার জন্য এখন আর কাউকে পাবেন না। লক্ষ্মী মেয়ের মত চলুন আমার সঙ্গে হেড কোয়ার্টারে। কথাবার্তা যা কিছু ওখানেই সারব। গিতা ধীরে ধীরে পিছন দিকে সরতে লাগল। তার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে অ্যাডমস বলল, কুকুরটাই যতনষ্টের গোড়া, ওটাই ও'ব্রায়েনকে ফাঁসিয়ে দিল, কুকুরটাই শুধু ও'ব্রায়েনের পরিচালনার বাইরে থেকে গেল, আর সবকিছু একপ্রকার যাই হোক। আমায় মারতে চেয়েছিল, আমিই ওকে খতম করলাম। কোন রকম চাতুরী করবেন না বোনটি, চলুন আমাদের সঙ্গে।

গিল্ডা হিস্ হিস্ করে বিষাক্ত সাপের সুরে বলল, সরে যাও বলছি আমার কাছ থেকে। অ্যাডমস বলল, মিথ্যে ভয় পাবেন না, আপনার মাত্র কুড়িবছর সাজা হবে। তারপর

ভবলীলা, সাঙ্গ করবেন, সব দুঃখ-কষ্টের ওপারে চলে যাবেন, যেদিন হাইড্রোজেন বোমা পড়বে। সত্যিই আপনি ভাগ্যবতী। গিল্ডা একদৌড় দিয়ে নিমেষে শোবার ঘরের জানালার সামনে এসে দাঁড়াল, অ্যাডমসের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে। গরাদ খোলা ছিল জানালার। সেই খোলা জানালা দিয়ে। নিমেষের মধ্যে গিল্ডা নীচে লাফ দিল। নীচের তলায় শানের ওপর পরক্ষণেই তার দেহটা ষোলতলা নীচে আছড়ে পড়ল এবং তার শব্দও শোনা গেল।

অসহায় হয়ে অ্যাডমস বসার ঘরে ফিরে এল। তারপর যোগাযোগ করল হেড কোয়ার্টারে, টেলিফোন তুলে বলল, একটুও দেরী না করে একটা অ্যাম্বুলেন্স আর স্কোয়াড পাঠিয়ে দিন ৪৫ নম্বর ম্যাডক্স কোর্টে। সে কেনের পাশে এসে দাঁড়াল রিসিভার রেখে দিয়ে, তাকে বেশ করে ঝাঁকুনি দিল। বলল, এখনো এখানে বসে থেকে কি করছেন, ঘর বাড়ি আছে তো? বাড়ি ফিরতে কি ইচ্ছা করছেনা? কে ফ্যালফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে থাকল, সে মনে হচ্ছে কথা বলার ক্ষমতাটুকুই হারিয়ে ফেলেছে বিচিত্র সব ঘটনার ধাক্কায়।

অ্যাডমস বলল ভয় পাবেননা। আপনি এখন স্বাধীন। তবে আমার অনুরোধ এবং আদেশ, যা যা ঘটেছে তা কারো কাছে প্রকাশ করবেন না। তবে এটুকু জানবেন পুলিস আর আপনার সন্ধান করবেনা। টলতে টলতে ক্লান্ত শরীরে কে দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই অ্যাডমস ডাকল, আরে মশাই শুনে যান। কুকুরটা তখনো ঘরের ভেতর সঙ্গীহীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। নিয়ে যাননা কুকুরটাকে আপনার সঙ্গে, অ্যাডমস তার দিকে অঙ্গুলি প্রদর্শন করে বলল। একটু কি জায়গা হবেনা ওর জন্য আপনার বাড়িতে?

কেন্ কুকুরটার দিকে সভয়ে তাকাল, উত্তর দিল, কখনোই না! আমি যদি আর কখনও এই পিকনিজ জাতীয় কুকুর দেখি তবে অসুস্থ হয়ে পড়ব। কথা শেষ করেই সে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নেমে এল নীচে।

.

কেনের স্ত্রী অ্যান ট্রেন থেকে নেমেই প্রশ্ন করল, ভাল আছতো তুমি? কে অপ্রস্তুত গলায় বলল, নিশ্চয়ই হ্যাঁ, ভাল আছি। আমি দারুণ সুস্থ আছি। অ্যান মন্তব্য করল, কিন্তু তোমার চোখ মুখ অন্যরকম কথা বলছে, তোমাকে যেন খুব বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে। কি রকম পরিবর্তন বোধ লাগছে। কে বলল, ওসব ফালতু কথা থামাও, মালপত্র কোথায় রেখেছ বল? ওগুলো ঠিকমত পরিচালনা করা প্রয়োজন ক্ষণিকের জন্য ও'ব্রায়েনের প্রচলিত শব্দটি পরিচালনা করা কথাটা কেনের মনে পড়ে গেল, তাই বাক্যটি প্রয়োগ করার সুযোগ সে ছাড়তে পারল না।

অ্যান প্রশ্ন করল কি করে সময় কাটতো তোমার, যখন আমি ছিলাম না?

এই গোলাপ ঝাড়ে জল দিতাম, ঘাস ছাটতাম, বাগান পরিস্কার করতাম এইসব আর কি। কেন মনে মনে ভাবল, ওঃ অল্পের জন্য বেঁচে গেছি দারুণ বিপদ থেকে। ওঃ, প্রচণ্ড শিক্ষা হয়ে গেছে। অ্যান গাড়ি থেকে নেমে বলল, বাঃ বাগানটা সুন্দর করে রেখেছে তো। হঠাৎ বলল, আরে কি ব্যাপার এটা কি? কেন্ তুমি কি আমাকে চমক দেবে বলে এটাকে এনেছ?

কেন বিস্ময়ের সঙ্গে দেখল, একটা পিকনিজ কুকুর বাংলোর সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে তাদের লক্ষ্য করছে।